Vol. 2 | No. 1 | 1958

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

হারামণি : লালন শাহ্ ফকীরের গান

Volume	2
Issue	1
Year	1958
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন
Published online	June 15, 1958
DOI	10.62328/sp.v2i1.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v2i1.5
Pages	97-198
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

হারামণি ঃ লালন শাহ্ ফকীরের গান

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন

লালন শাহ্ ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১১৬ বৎসর বয়সে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে কুষ্টিয়া জেলার ছেঁউড়িয়া গ্রামে এন্তেকাল করেন। ছেঁউড়িয়াতে তাঁহার মাজার রহিয়াছে।

এই গানগুলি কুষ্টিয়ানিবাসী শাহ্ কলিমউদ্দীনের নিকট হইতে আমার ভ্রাতা ডাঃ আবুল কাসেম ফজলুল হকের সাহায্যে সংগৃহীত।

এই পুস্তকের প্রেসকপি প্রস্তুত করিতে আমার ছাত্রছাত্রীরা সাহায্য করিয়াছে। জনাব মুহম্মদ আবদুল হাই সাহেবের সহৃদয়তায় এই গানগুলি তাঁহার 'সাহিত্য পত্রিকা'য় প্রকাশিত হইল বলিয়া আমি বিশেষভাবে উপকৃত হইলাম।

৬৪/১, শান্তিনগর, ঢাকা। মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন

১৫।৭।১৯৫৮

১

অজান খবর না জানিলে
কিসের ফকীরি।
যে নূরে নূর নবী আমার
তাহে আরশ বারী॥
বলবো কি সেই নূরের ধারা
নূরেতে নূর আছে ঘেরা
ধরতে গেলে না যায় ধরা
জৈছে'র বিজরী॥
মূলাধারের মূল সেই নূর
নূরের ভেদ অকুল সমুদ্দুর
যার হয়েছে প্রেমের অঙ্কুর
ঝলক দেবে তাঁরি॥
সিরাজ শা'ই বলেরে লালন
আপন দেহে কর অন্বেষণ
নূরে নূর ক'রে মিলন
থেক রে হুঁসিয়ারী।

২

অবোধ মনরে, তোমার হলনা দিশে।
এবার মানুষের করণ হবে কিসে॥
কোন দিন আসবে যমের চেলা
ভেঙে যাবে ভবের খেলা

হিসাব দিতে বিষম জ্বালা
ঘটবেরে শেষে ॥
উজান ভেটেল ছুটি পথ
ভক্তি মুক্তির করণ সেত
এবার যাতে যাবে জরামৃত
জন্মের ঘর সে ॥
যে পরশে পরশ হবি
সে করণ আর কবে করবি
সিরাজ শাঁই কয় লালন বলি
ফাঁকে বসে ॥

৩

অন্তিম কালের কালে, কি হয় না জানি
কি মায়ার ঘোরে কাটালি হা'রে
দিনমণি ॥
এনেছিলাম বসে খেলাম,
উপার্জন বা কি করিলাম
নিকাসের বেলায় খাটবে না 'গেলায়',
'আউলে' বাণী ॥
জেনে শুনে সোনা ফেলে
মন মজালাম রাঙ পিতলে
'এলাজের' কথা বলব আর কোথা
আর এখনি ॥
ঠকে গেলাম কাজে কাজে
ঘিরে নিল 'উনপঞ্চাশে'
লালন বলে মন কি হবে এখন,
বলরে শুনি ॥

৪

অমৃত মেঘের বারী সহজে কি যাবে
ধরা।
যে বারী পরশে শুনি হবে ভবের
করণ সারা ॥
বারী নামে বার এলাহি
নাইরে তার তুলনা নাহি
সহস্র দল পদ্মে সেহি
মৃণাল গতি বহে ধারা ॥
ছায়াহীন এক মহামুণি
বলব কিরে তার করণি
প্রকৃতি হইয়া তিনি
হলেন বারি সেধে অমর গোরা ॥
আসমানে বরিষন হলে,
দাঁড়ায় জল মৃত্তিকা-স্থলে
লালন ফকীর ভেবে বলে,
মাটি চিন্‌বে ভাবুক যারা ॥

৫

ভেবে সারাদিন গেল আমার,
সার বস্তুধন এবার হলাম হারা ॥
হাওয়া বন্ধ হলে, সব যাবে বিফলে
দেখে শুনে লালস গেল না মারা ॥
গুরু যার সদয় হয় এ সংসারে
লোভে ডংকা দিয়ে সেই যাবে সেরে
অঘাটায় আজ মরণ আমার রে
জানলাম নারে গুরুর করণ কি ধারা ॥

মহতে কয় পূর্বে থাকলে সুকৃতি
দেখিতে শুনিতে হয় গুরু রতি
সেও পুণ্য মোর থাকিত যদি
তবে তো আমি হতাম না মরা ॥

সময় ছাড়িয়া জানিলাম এখন
গুরুকৃপা নইলে বৃথা সে জীবন
বিনয় করিয়া কয় অধীন লালন,
মনকে আর আমি পাব কি ধরা ॥

৬

মনেরে বুঝাইতে আমার হল দিন আখেরী
বোঝে না মন আপন মরণ একি অবিচারী ॥

ফাঁদ পাতিলাম শিকার বলে
উঠ্‌লো সে ফাঁদ আপন গলে
এ লজ্জা কি যাবে ধুলে
ভবের কাছারী ॥

পর ধরতে যাই লোভ দেখায়ে
আপনি লোভে পড়ি গিয়ে
হাতের মামলা হারাইয়ে
শেষে কেঁদে ফিরি ॥

'ছা'র জন্যে আনলাম আহার
আহা রে, ছা খেল এবার
লালন বলে, এবার আমার
ভগ্ন দশা ভারি ॥

৭

আমার চরকা ভাঙ্গা, টেকো আড়ানে।
টিপ সোজা করব কত,
আরতো প্রাণে বাঁচিনে ॥

একটা আঁটি আর একটা খসে
চরকা লয়ে যাব কোন দেশে
আমি আর কতকাল, বইবো এ হাল
এই বেতো চরকার গুণে ॥

মিস্ত্রী বেটার গুণ পরিপাটি
ষোল কলে ঘুরায় টেকোটী
তার একটি কল, হলে বিকল
সারতে পারে কোন জনে ॥

সামান্য কাঠ পাটের চরকা হয়
ঘষলে খুটো 'খেটে' আঁটা যায়
মানব দেহ চরকা সেহ, লালন কি তার
ভেদ জানে ॥

৮

আছে মায়ের 'ও'তে জগৎ পিতা ভেবে
দেখ না
হেলা করো না বেলা মেরো না ॥

কোরানেতে ইসারা দেয়
আলিফ যেমন লামে লুকায়
আকারে সাকার 'ছাপা' রয়
সে ভেদ মুরশীদ ধরলে যাবে জানা ॥

নিষ্কামী নির্বিকার হয়ে
দাঁড়াও মেয়ের স্মরণ লয়ে
বর্তমানে দেখ চেয়ে
আছে স্বরূপে রূপের নিশানা ॥

কেমন পিতা কেমন মা সে
চিরদিন সাগরে ভাসে
লালন বলে করো দিশে
ঘরের মধ্যে ঘরখানা ॥

৯

আপন সুরাতে আদম গড়লেন দয়াময়।
নইলে কি আর ফেরেস্তারে
সেজ্‌দা দিতে কয় ॥

ছুযে সে আদম ছফি
আজাজীল হলো পাপী
মন তোমার লাফালাফি
তেম্নি দেখা যায় ॥

আল্লা আদম না হইলে
পাপ হইত সেজ্‌দা দিলে
শেরেক গোনাহ যারে বলে
এ দীন-ছুনিয়ায় ॥

আদমী হলে চেনে আদম
পশু কি জানে তার মরম
লালন বলে আদ্য ধরম
আদম চিনলে হয় ॥

১০

কোরান তামাম শোধ লিখেছে।
আলিফ লাম মিমেতে ॥
আলিফ আল্লাজি, মিম মানে নবী,
লামের ছুই মানে
তার এক মানে হয় শরায় প্রচার,
আর মানে মারেফতে ॥
'দরমিয়ানে' লাম, ডানে বাম,
আলিফ মিম ছুইজনে
যেমন গাছ বীজ অঙ্কুর, ঐ মত ঘুর,
না পারি বুঝিতে ॥
ইশারায় লিখন কোরানের মানে,
হিসাব কর এই দেহেতে,
তবে পাবি লালন সব অন্বেষণ,
ঘুরিসনা ঘুরো পথে ॥

১১

আপনার আপনিরে মন না জান ঠিকানা।
পরের অন্তর অকৈতব সমুদ্দুর
কিসে যাবে জানা ॥

পর অর্থে পরম ঈশ্বর,
আত্মরূপে করে বিহার, দ্বিদলে বারাম খানা
শতদল সহস্রদলে,
শাঁইজীর আনন্দ করুণা ॥

কেশের আড়েতে জৈছে,
পর্বত লুকায়ে আছে, হ'ল না দর্শন।

এবার হেট নয়ন যার, নিকটে তার,
সিদ্ধি হয় ভাবনা ॥
সিরাজ শাঁই বলেরে লালন
গুরু পদে ডুবে আপন
আত্মার ভেদ জানলে না ॥
আত্মা আর পরম আত্মা
ভিন্ন ভেদ জেনো না ॥

১২

আয়ু হারালি অমাবতি না মেনে।
ক্ষ্যাপা তোর হয় না সবুর একদিনে ॥
হ'লে অমাবতির বার
মাটি রসে সরোবর
সাধু গুরু বৈষ্ণব তিনে
উদয় সেই রসের সনে ॥
তুই খোদ না চাষা ভাই
তোর জ্ঞান তো কিছু নাই
অমাবস্যা প্রতি পদে
হাল বেয়ে 'কাল হও' কেনে ॥
যে জন রসিক চাষা হয়
সে যোগ বুঝে হাল বায়
লালন ফকীর পায়না ফিকির
হাপুর হুপুর ভুঁই বোনে ॥

১৩

আপনার আপনি যদি চেনা যায়।
তবে তারে চিনতে পারি সেই পরিচয় ॥
উপরওয়ালা সদর বারী
আত্মারূপে অবতারী
কোলের ঘোরে চিনতে নারি
কিসে কি হয় ॥
যে অঙ্গ সে অংশকলা
কাজ বিলাসে ভিন্ন বলা
ঘুচলো যাহার মনের ঘোলা
সেকি তা কয় ॥
সেই আমি কি আমি আমি,
তাই জানিনে যায় দুর্নামি
লালন কয়, তবে কি ভ্রমি
ভব কূপায় ॥

১৪

আল্লা বল মন্‌রে পাখী,
ভবে কেউ কারো দুঃখে, নয়রে দুঃখী ॥
ভুলোনারে ভবের ভ্রান্ত কাজে
আখেরে এসব কাণ্ড মিছে
মনরে কেবা আপন পর কে, তখন
দেখে শুনে খেদে, ঝরবে আঁখি ॥
হাওয়া বন্ধ হ'লে সুবাদ কিছু নাই,
বাড়ীর বাহির করবে সবাই
তোর আসতে একা, যেতে একা,
এ ভব পিরিতের ফল আছে কি ॥

গোরের কিনারে যখন লয়ে যায়
কেঁদে তখন জীবন ছাড়তে চায়
অধীন লালন বলে,
কারো গোরে কেউ তো না যায়,
থাকতে হয় একাকী ॥

১৫

রোগ বাড়ালি কুপথ্য করে,
ওষুধ খেয়ে অপযশ করলি কবিরাজেরে ॥
মানলে কবিরাজের বাক্য
তবে তো রোগ হয় আরোগ্য
মধ্যে মধ্যে নিজেই বিজ্ঞ
হয়ে গোল বাধালিরে ॥
অমৃত ওষুধ খেলি
তাতে মুক্তি নাহি পেলি
লোভ লালসে ভুলে রলি
ধিক তোর লালসে রে ॥
লোভে পাপ হয় পাপে মরণ
তাকি জান নারে ও মন
লালন বলে, যা যা এখন
মরবি ঘোর বিকারে ॥

১৬

আমি দোষ দিব কারে
আপন মনের দোষে প'লাম ফেরে ॥
সুবুদ্ধি, সুস্বভাব গেলো
কাগের স্বভাব মনে হলো।
ত্যজিয়ে অমৃত ফল, মাকাল ফলে
মন মজিলরে ॥
যে আশায় এই ভবে আসা
ভাঙ্গিল সে আশার বাসা
ঘটিল রে কি দুর্দশা
ঠাকুর গড়তে বানর হলো রে ॥
গুরু বস্তু চিনলি না মন
অসময়ে কি করবি তখন
বিনয় করে বলছে লালন
যজ্ঞের ঘৃত কুত্তায় খেলোরে ॥

১৭

আপন আপন খবর নাই
গগনের চাঁদ ধরব বলে মনে করি তাই ॥
যে গড়েছে এ প্রেম তরী
সে হয়েছে চড়নদারী
কোলের ঘোরে চিনতে নারি
মিছে গোল বাধাই ॥
আঠার মোকামে জানা
মহারসের বারামখানা
সেই রসের ভিতরে সেনা
আলো করে শাঁই ॥
না জেনে চাঁদ ধরার বিধি
কথারই কোট সাধন সাধি
লালন বলে কাঁদি ভেবে বিবাদী সদাই।

১৮

আমারে কি রাখবেন গুরু চরণ দাসী
ইতরপনা কার্য আমার অহর্নিশি ॥
জঠর যন্ত্রনা পেয়ে
এলাম সে 'কারার' দিয়ে
রলাম তারও সব ভুলিয়ে
ভবে আসি ॥
চিনলাম না সেই গুরু কি ধন
জানলাম না তার সেবা সাধন
ঘুরতে বুঝি হলরে মন
চুরো আশী ॥
গুরু যার থাকে সদয়,
মন বলে তার কিসের ভয়,
লালন বলে মনরে আমায়
করলি দোষী ॥

১৯

আবহায়াতের নদী কোন খানে
যাও জিন্দা পীরের খান্দানে
দেখিয়ে দেবে সন্ধানে ॥
সেই যে নদীর পিছল ঘাটা
চাঁদ কোটালে খেল্‌ছে ভাটা
দিন দুনিয়ার পাঁড়া একটা
মীন আছে তার মাঝখানে ॥
নদীরও মহিমা এমনি
সেই নদীতে অমৃত পানি
তার এক রতি পরশে অমনি
অমর হবে সেই জনে ॥
আবহায়াতের মর্ম যে জন পায়
উপাসনার দিশা তারই হয়
সিরাজ শাঁইর আদেশে
অধীন লালন ফকীর তাই ভণে ॥

২০

আজব আয়নামহল মণি গভীরে,
সেথা সতত বিরাজে শাঁইজী মেরে ॥
পূর্ব দিকে রত্নবেদী
তার উপর খেলছে জ্যোতি
যে দেখেছে ভাগ্য গতি
সচেতন সে সব খবরে ॥
জলের ভিতর শুকনো জমি
আঠার মোকাম তার কায়েমি,
নিঃশব্দে শব্দের উদ্‌গামী,
সে মোকামের 'খবর' জানগে যা রে ॥
মণিপুরের ঘাটে মনোহারী কল
তেহাটা ত্রিবিনে তায় বাঁকা নল
মাকড়শার আঁশে বন্দী সে জল
লালন বলে সন্ধি বুঝবে কে রে।

২১

আঠার মোকামে একটি রূপের বাতি
জলছে সদায়,
নাই তেল তার নাই তূলা
আজগবি হয়েছে উদয় ॥

মোকামের মধ্যে মোকাম
শূন্য শিখর বলি যার নাম
বাতির লণ্ঠন সেথায় মোদাম
ত্রিভুবনে কিরণ ধায় ॥
দিবানিশি চার প্রহরে
একরূপে চাররূপ ধরে
'বর্ত' থাকতে দেখলি না রে
ঘুরে মলি বেদের দ্বিধায় ॥
যে জানে সে বাতির খবর
ছুটেছে তার নয়নের ঘোর
সিরাজ শাই কয় লালন রে তোর
দৃষ্ট হয়না মনের ধোকায়।

২২

আছে কোন মানুষের বাস কোন স্থলে
মানুষ মানুষ সবাই বলে ॥
অযোণী সহজ সংস্কার
কি সাধনে সাধবো এবার
বড় অগম্য সে মানুষ নীলে ॥
সংস্কার সাধন না জানি.
কোথায় সহজ কোথা অযোণী
বেড়াই গোলে হরি বোল বলে ॥
মানুষের করণ বিচক্ষণ
জানলে হবে এক নিরূপণ
অধীন লালন পড়লো বিষম গোলমালে ॥

২৩

আগে শরিয়ত জান বুদ্ধি শান্ত করে
রোজা আর নামাজ শরিয়তের কাজ,
আসল শরিয়ত বলছো কারে ॥
নামাজ রোজা কল্‌মা জাকাত
তাই করিলে কয় শরিয়ত
সরা কবুল কররে ॥
ভাবে বোঝা যায় কল্‌মা শরিয়ত নয়
শরিয়তের পরম অর্থ থাকতে পারে ॥
বেঈমান বেপীর জনা
শরিয়তের আঁত চেনে না
শুধু মুখে তোড় ধরে ॥
চিনতো যদি আঁত, অদেখা নিয়াত,
করত না কখনও বারজখ ছেড়ে ॥
শরিয়ত অগম্য ভারি
যে যা বোঝে সেই ফল তারি
হবে আখেরে ॥
লালন বলে মোর
বুদ্ধিহীন অন্তর
মারি মূলে লাগে ডালের উপরে ॥

২৪

আছে আল্লা আলে, রাসুল কলে,
তলের 'উল' হ'ল না।
অজান এক মানুষের করণ
তলে আনা গোনা।

আল্লা আহ্লাদিনী দুইরূপে
লীলা নিত্য করেন কৌতুকে।
দুইরূপ মাঝার রূপ মনোহর
সে রূপ কেউ বলেনা ॥
নারী পুরুষ নপুংসক নয়
তাহার তুলনা তাহারি হয়
সেরূপ অন্বেষণ জানে সেহি জন
শক্তি উপাসনা ॥
শক্তিহারা ভাবুক যে,
কপট ভাবের উদাসীন সে
লালন বলে তার জ্ঞান চক্ষু আঁধার
রাগের পথ চেনে না ॥

২৫

ইবলিছের ছেজ্‌দার ঠাঁই
ছেড়ে শাঁইর সেজদা করা।
হুজুরী নামাজের আইন এমনি ধারা ॥
সেজদা করেছে সে তো
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল জোড়া
কোন জায়গা সে বাদ রেখেছে
দেখনা তোরা ॥
জায়গার মাহাত্ম্য বুঝে
সেজদা দিতে পারে যারা
আগমে কয় তাদের হয় নামাজ সারা ॥
কিসে হয় আসল নামাজ,
কর সেই কাজ ভাই তোমরা
লালন বলে আখের যেন যায়না মারা ॥

২৬

উপরোধের কাজ দেখ ভাই
ঢেঁকি গেলার মত
যায়না গেলা, তলা গলা
ফেড়ে হয় সে হত ॥
মনটি যাতে রাজী হয়
প্রাণটি তাতে অমনি যায়
পাথর দেখে শোলার মত
আবার ব্যাগার ঠেলা ঢেঁকি গেলা
টাকশালে সই নয়তো ॥
মুচির চাম কৌটাতে গঙ্গা মা
কোন গুণে যায় দেখ না
কেউ ফুল দিয়ে পায়না তো
মন রাজী নয় পূজলে কি হয়
ফুল দিয়ে শত শত ॥
যার মনে যা করুক সে তা
গোল কেন ভাই এত
লালন বলে লাখিয়ে পাকায়,
সে ফল লাগে তেতো ॥

২৭

এলাহি আলমিন গো আল্লা বাদশাহ্
আলমপানা তুমি
ভাসায়ে ডুবাতে পার,
ডুবায়ে কিনার দাও কারো
রাখ মার হাত তোমার
তাইতে তোমায় ডাকি আমি ॥

নুহ নামে এক নবীরে
ভাসায়ে অকুল পাথারে
আবার তারে মেহের করে
আপনি লাগাও কেনারে
জাহের আছে এ সংসারে
আমায় দয়া কর স্বামী ॥

নেজাম নামে বাটপাড় সেতো
পাপেতে ডুবিয়া র'তো
তার মনে সুমতি হল
কুমতি তার দূরে গেল
আউলিয়া নাম খাতায় লিখিল
জানা গেল এ রহমি ॥

নবী না মানিল যারা
মোহাম্মেদ কাফের তারা,
সেই মোহাম্মেদ দায়মাল হবে
বে হিসাব দোজখে যাবে
আবার তাকে খালাস দিবে
লালন কয় মোর কি হয় জানি ॥

২৮

নবী একি আইন করলে জারি
পাছে মারা যাই শাঁইর 'সাধ ভাযা' ভারী ॥

শরিয়ত আর মারেফত আদায়
নবীর আইনে এ ছুই হুকুম সদায়
সরা নবুয়ত বেলায়েত মারেফত
জানতে হয়রে গভীরই ॥

নবুয়তে অদেখা ধেয়ান
বেলায়েতে রূপের নিশান
নজর একদিক যায়
আর এক দিক আধার হয়
ছুইরূপ কিরূপে ঠিক করি ॥

সরাকে শরপোষ লেখা যায়
বস্তু মারফতে ঢাকা আছে তায়
শরপোষ নিই তুলে, কি দেই ফেলে,
লালন বস্তুর ভিখারী ॥

২৯

এক আসমানি চোর
ভাবের শহর লুটছে সদায় ।
ও তার আশা যাওয়া কেমন রাহা
কে দেখেছ বল আমায় ॥

শহর বেড়ে অনেক দূরে
মাঝখানে ভাবের মন্দিরে
সেই নিগম জায়গায়
তার পবন দ্বারে, চৌকি ফেরে,
এমন ঘরে চোর আসে যায় ॥

এক শহরে চব্বিশ জেলা
দাগাহেরে কাম ন ছুই বেলা
বলিয়া জয় জয়
ধন্য চোরে এ ঘাট মারে
রাখেনা সে কাহারও ভয় ॥

মন বুদ্ধির অগোচর ঢোরা
বল্লে কি প্রত্যবি তোরা
আজ আমার কথায়
লালন বলে ভাবুক হলে
ধাক্কা লাগে তাহার গায় ॥

৩০

একি আজগবি এক ফুল
কোথায় বৃক্ষ, কোথায় আছে মূল ॥
ফুটেছে ফুল মান সরোবর
স্বর্ণ লোকায় ভ্রমণ যে তার
কখন মিলন হবে যে দোহার,
রসিক হলে জানা যাবে স্থূল ॥
শম্ভু বিষ্ণু নাই সে ফুলে
মধুকর কেমনে খেলে
পড় সহজ প্রেম ইস্কুলে
জ্ঞানের উদয় হবে, যাবে রে ভুল ॥
শোণিত শুক্র এরাই দু জন
সে ফুলে হইল সৃজন,
সিরাজ শাঁই বলেরে লালন,
ফুলের ভ্রমর কে তা কর উল ॥

৩১

এক ফুলে চার রং ধরেছে
সে ফুলে কি আজব
শোভা করেছে ॥
মূল ছাড়া সে ফুলের লতা
ডাল ছাড়া তার আছে পাতা
এ বড় অকৈতব কথা
কে প্রত্যবে কৈ কার কাছে ॥
কারণ-বারির মধ্যে সে ফুল
ভেসে বেড়ায় একুল ও কুল
শ্বেত বরণ ভ্রমর এক ব্যাকুল
সেই ফুলেরই মধুর আশে ॥
দেখ দেখি মন দেল দরিয়ায়,
যে ফুলে নবীর জন্ম হয়
সে ফুল তো সামান্য ফুল নয়,
লালন কয় যার মূল নাই দেশে ॥

৩২

এমন মানব-জনম আর কি হবে।
ও মন যা কর তা ত্বরায় কর এই ভবে ॥
অনন্তরূপ সৃষ্টি করলেন শাঁই
শুনি মানুষের তুলনা কিছু নাই
দেব দেবতাগণ করে আরাধন
জন্ম নিতে এই মানবে ॥
কত ভাগ্যের ফলে না জানি
পেয়েছ এই মানব তরণী
বেয়ে যাও ত্বরায় তরী সু-ধারায়,
যেন ভরা না ডোবে ॥
এই মানুষে হয় মাধুর্য ভজন
তাইতে মানুষরূপে গড়লেন নিরঞ্জন
এবার ঠকলে আর না দেখি কিনার
অধীন লালন কয় কাতরভাবে ॥

৩৩

এমন দিন কি হবে রে আর।
খোদা সেই হয়ে গেল রাসুলরূপে অবতার ॥
আদমের রুহু সেই
কোরানে শুনিলাম তাই
নিষ্ঠা যার হলোরে ভাই
মানুষ মুরশীদ করলো সে সার ॥
খোদ সুরাতে পয়দা আদম
এও জানা যায় অতি মরম
আকার নাই যার সুরাত কেমন
লোকে বলবে তাও আবার ॥
আহাম্মদ নাম লিখিতে
মিম নফী কয় কিসেতে
সিরাজ শাঁই কয় লালন তাতে
কিঞ্চিত নজির দেখ এবার ॥

৩৪

এ জনম গেলরে আসার ভেবে।
পেয়েছ মানব-জন্ম হেন দুর্লভ জনম
আর কি হবে ॥
জননীর জঠরে যখন
অধঃমুণ্ডে ছিলেরে মন
মনে কি তা হয় না এখন
হয় না রে ভবে ॥
কারে বল আমার আমার
তুমি কার আর কেবা তোমাব
যাইবে সকল গুমার
যেদিন শমন রায় আসিবে ॥
এ দিনে সেদিন ভাবলে না
কি ভেবে কি কর মুনা
লালন বলে যাবে জানা
হারলে বাজী কাঁদলে কি আর হবে ॥

৩৫

এনেছে এক নবীন গোরা
নতুন আইন নদীয়াতে
বেদ পুরাণ সব দিচ্ছে দুষে
সেই আইনের বিচার মতে ॥
সাত বার খেয়ে একবার স্নান
নাই পূজা নাই পাপপূণ্য জ্ঞান
অসাধ্যেরে সাধ্য বিধান
শিখাচ্ছে সব ঘাটে পথে ॥
না করে সে জাতের বিচার
কেবল শুদ্ধ প্রেমের আচার
সত্য মিথ্যা দেখো এবার
ন্যাঙ্গ প্যাঙ্গ জাত অজাতে ॥
সত্য ঈশ্বরের রচনা
বলে কেউ আর বেদ মানেনা
লালন কয় তার উপাসনা
কর দেখি মন কি হয় তাতে ॥

৩৬

এ গোকুলে শ্যামের প্রেমে
কেবা না মজেছে সখি
কারো কথা কেউ বলে না
আমি একা হই কলঙ্কি ॥

প্রেম তো অনেকে করে
এমন দশা ঘটে কারে
গঞ্জনা দেয় ঘরে পরে
শ্যামের রূপে দিয়ে আঁখি ॥

তলে তলে তল গজা খায়
লোকের কাছে সতী ক'লায়
এমন সতী অনেক পাওয়া যায়
সদর হয় যে সেই পাতকি ॥

অনুরাগী রসিক হলে
সে কি ডরায় কুলে শীলে
লালন বেড়ায় ভুকচি খেলে
ঘোমটা দিয়ে চায় আড় চখি ॥

৩৭

এ ধন যৌবন চিরদিনের নয়।
অতি বিনয় করে নিমাই মায়েরে কয় ॥
কোন দিন পবন ছেড়ে যাবে
এ দেহ শ্মশানে নেবে
কোঠা বালাখানা ঘর কোথায় রবে কার
লোভে লালচে কেবল দুকূল হারায় ॥

কেউ রাজা কেউ বাদশাহ্‌ গিরি
ছেড়ে নেয় অধীন ফকিরী
আমি এ নিমাই কি ছার নিমাই
কি ধন ছেড়ে বেহাল লয়েছি গায় ॥

রও শচী মাতা গৃহে গিয়ে
আমারে বিসর্জন দিয়ে
এই বলে নিমাই ধরে মায়ের পায়ে
লালন বলে ধন্য ধন্য নিমাই ॥

৩৮

ঐ গোরা কি শুধুই গোরা ওলো নাগরী।
দেখি দেখি ঠাউরে দেখি গোরার কেমন শ্রী ॥
শ্যামাঙ্গে গৌরাঙ্গ মাখা
নয়ন দুটি বাঁকা বাঁকা
মনে যেন দিছে দেখা
ব্রজের শ্রীহরি ॥

না জানি কোন ভাব লয়ে
এসেছে শ্যাম গৌর হয়ে
কতদিন রাখবো লুকিয়ে
রূপের মাধুরী ॥

যে হোক সে হোক না গোরা
করবে কুলের কুল সারা
লালন বলে দেখবে যারা
সৌভাগ্য তারি ॥

৩৯

ঐ গোরা কি শুধুই গোরা
আছে রাধা রূপে রসাল করা ॥
তামাতে সোনা হল্ করিলে
চিনে নেওয়া কিছু কঠিন বলে
অমনি রাধার অঙ্গে অঙ্গ পরশিলে
তাইতে কালোরূপে গৌররূপের পারা ॥

আহা মরি মরি একিরে ভাব অঙ্গ
অন্তরে কালোরূপ বাইরে গৌরাঙ্গ
গোরা পেয়েছিল ভাল ভবানীর সঙ্গ
তাইতে রূপে রূপ পড়েছে ধরা ॥

গোরার ভাব বুঝতে পারে কে আছে এমন
ছিল পুরুষ করলো নারী বেশ ধারণ
গুরু অনুসার কহিছে লালন
আছে শতদলে মানুষ ভাব নিহারা ॥

৪০

ঐ রূপ তিলে তিলে জপ মন সুতে
ভুলো নারে অন্য ভোলেতে ॥
গুরুরূপ যার ধেয়ানে রয়
কি করিবে সমন রায়
নেচে গেয়ে ভবপার যায়
গুরুর চরণ তরীতে ॥

উপর বারী সদরওয়ালা
স্বরূপ রূপে করছে খেলা
স্বরূপ গুরু স্বরূপ ভেলা
আর কি আছে এ জগতে ॥

সামনে তরঙ্গ ভারী
গুরু বিনে নাই কাণ্ডারী
লালন বলে ভাসাও তরী
যা করে শাঁইর কৃপাতে ॥

৪১

মন তোরে আর কি বলি
পেয়ে ধন সে ধন তুই হারা হলি ॥
মহাজনের ধন এনে
ছিটালি তুই উলু বনে
কি হবে নিকাশের দিনে
সে ভাবনা আর কই ভাবিলি ।

সই করিয়া পুঁজি তখন
আনলিরে তিন রতি এক মণ
বেপার করা যেমন তেমন
আসলে খাদ মিশালি ॥

করলি ভাল বেচা কেনা
চিনলি না তুই রাং কি সোনা
লালন বলে মন রসনা
কেন সাধুর হাটে এলি ॥

৪২

সে প্রেম করা কি কথার কথা
প্রেমে মজে হরি নিলো গলায় কাঁথা ॥
একদিন রাধে মান করিয়ে
ছিলেন ধনি শ্যাম অজিয়ে
মানের দায়ে শ্যাম যোগী হয়ে
মুড়ালে মাথা ॥
আর এক প্রেমে মজে ভোলা
শ্মশানে মশানে খেলা
গলে শক্তি হাড়ের মালা
পাগল অবস্থা ॥
রূপ সনাতন উজীর ছিল
প্রেমে মজে ফকীর হলো
লালন বলে এমনি জেনো
প্রেমের ক্ষমতা ॥

৪৩

ওগো সামান্যে কি সেই অধর চাঁদকে পাবে ?
যাহার লেগে হল যোগী দেবের দেব মহাদেবে ॥
ভাব জেনে ভাব না দিলে তখন
বৃথা যাবে সেই পূজন ভজন
বাঞ্ছা যদি হয় সে চরণ
ভাব দে না সে ভাবে ॥
যে ভাবে সব গোপী তারা
হয়েছিল পাগলপারা
চরণ চাইলে তেমনি ধারা
ভাব দিতে তাই হবে ॥
নিহেতু ভজন গোপী কার
তাইতে সদাই বাঁধা নটবর
লালন বলে মনরে তোমার
মরণ ভবলোভে ॥

৪৪

ও সে ফুলের মর্ম জানতে হয়
যে ফুলে অটল বিহার
বলতে লাগে বিষম ভয় ॥
ফুলে মধু প্রফুল্লতা
ফলে যার অমৃতসুধা
এমন ফুল দুনিয়ার পয়দা
জানলে জীবের দুরগতি যায় ॥
চিরদিন সেই যে ফুল
দীন দুনিয়ার মকবুল
যাতে পয়দা দীনের রাসুল
সে ফুল তো সামান্য নয় ॥
জন্মপথে ফুলের ধ্বজা
ফুল ছাড়া নয় গুরুপূজা
শিরাজ শাঁই কয় এ ভেদ বোঝা
লালন ভেড়োর কার্য নয় ॥

৪৫

তোর ঠিকের ঘরে ভুল পড়েছে মন
কিসে চিনবিরে মানুষ রতন ॥
আপন খবর নাই আপনারে

ঘেড়াও পরের খবর করে
আপন খবর জানলে পরে
পরকে চেনা যায় তখন ॥
ছিলি কোথা এলি হেথা
নিরূপণ কি করিলি তা
না বুঝে মুড়ালি মাথা
পথের নাই তোর অন্বেষণ ॥
যার সাথে এই ভবে এলি
তারে আজ কোথায় হারালি
সিরাজ শাঁই কয় পেট সার খালি
তাই লয়ে পাগল লালন ॥

৪৬

ওমা যশোদে গো তাই আর বল্লে কি হবে
গোপালকে যে এঁটো দিই মা
মনে যে ভাল ভেবে ॥
মিঠার লোভে এঁটো দিই মা
পাপ পুণ্যের জ্ঞান থাকে না
গোপাল খেলে পাই সান্ত্বনা
পাপ পুণ্যে কে দেখে তবে ॥
কাঁধে চড়ায় কাঁধে চড়ি
যে ভাব ধরায় সে ভাব ধরি।
এ সকল বাসনা তারই
বুঝি ছিলো গো পূর্বে ॥
গোপালের সঙ্গে যে ভাব
বলিতে আকুল হই সেসব
লালন বলে পাপ পুণ্যের লাভ
ভুল হয় গোপালকে সেবে ॥

৪৭

কালার কথা কেন বল আজ আমায়
যে নাম শুনলে আগুন লাগে গায় ॥
তুমি বৃন্দে নামটী ধর
জলে অনল দিতে পার
রাধারে ভোলাতে তোরও
এবার বুঝি কঠিন হয় ॥
যে কৃষ্ণ রাধার অলি
তারে ভোলায় চন্দ্রাবলী
সে কথা আর কারে বলি
ঘৃণায় জীবন যায় ॥
শতেক হাড়ী চাকা
রাই বলে ধিক্ তারে দেখা
লালন বলে এবার বাঁকা
সোজা হবে মানের দায় ॥

৪৮

ও গৌরের প্রেম রাখিতে
সামান্যে কি পারবি তোরা।
কুলশীল ইস্তফা দিয়ে
হতে হবে জ্যান্তে মরা ॥

থেকে থেকে গোরার হৃদয়
কত ভাব হয়গো উদয়
ভাব জেনে ভাব দিতে সদায়
জান্‌বি কঠিন কেমন ধারা ॥

পুরুষ নারীর ভাব থাকিতে
পারবি কি সে ভাব রাখিতে
আপনার আপনি হয় ভুলিতে
যে জন গৌর-রূপ-নেহারা ॥

গৃহে ছিলি ভালই ছিলি
গৌর হাটায় মরতে এলি
লালন বলে কি আর বলি
দু কূল যেন হোস্‌নে হারা ॥

৪৯

দেখে শুনে জ্ঞান হল না
কি করিতে কি করিলাম
দুগ্ধেতে মিশালাম চোনা ॥

মদন রাজার ডঙ্কা ভারি
হলাম তাহার আজ্ঞাকারী
যার মাটিতে বসত করি
চিরদিন তারে চিনলাম না ॥

রাগের আশ্রয় নিলে তখন
কি করিতে পারে মদন
আমার হলো কামলোভী মন
মদন রাজার গাঁঠরি টানা ॥

উপর হাকিম একই দিনে
হিসাব নেবেন নিজগুণে
দীনের অধীন লালন ভণে
গেল না তোর মনের দোটানা ॥

৫০

কে তোমার যাবে সাথে
কোথায় রবে ভাইবন্ধু সব
পড়বি যেদিন কালের হাতে ॥
যে আশায় এই ভবে আসা
হলনা তার রতি মাসা
ঘটালিরে কি দুর্দশা
কুসঙ্গে কুরঙ্গে মেতে ॥
নিকাশের দায় করবে খাড়া
মারিবে আতসের কোড়া
সোজা করবে বাঁকাতেড়া
জোর জবর খাটবেনা তাতে ॥
যারে ধরে পাবি নিস্তার
তারে সদায় ভাবলিরে পর
সিরাজ শাঁই কয় লালন তোমার
সারে ভবের কুটুম্বিতে ।

৫১

কোন দিন সূর্যের অমাবস্তে
দেখি চাঁদের অমাবস্তা হয় মাসে মাসে ॥
আকাশে পাতালে শুনব না
দেহ রতির চাই উপাসনা

কোন পথে কখন করে আগমন
চাঁদ চকোর মেলে কখন এসে ॥
বারো মাসে ফোটে চব্বিশ ফুল
জানতে হবে কোন ফুলে কার মূল
আন্দাজী সাধন করো নারে মন
মূল হারালে ফল পাবে কিসে ॥
যে করে সেই আস্‌মানী কারবার
না জানি তার কোথায় বাড়ী ঘর
চেতন মানুষ পাই তাহারে শুধাই
লালন বলে ঘুচাই মনের দিশে ॥

৫২

কপাট মারো কামের ঘরে।
মানুষ ঝলক দিবে নিহারে ॥
হাওয়া ধর অগ্নি স্থির করো
যাতে মরিয়া বাঁচিতে পার
মরণের আগে মর
শমন যাক ফিরে ॥
বারে বারে করিরে মানা
লীলার বশে কেউ যেওনা
তেজের ঘর ত্যাজিওনা
উর্ধ্ব চাঁদ ধ'রে ॥
জান না পারাহীন দর্পণ
কিরূপে হয় রূপ দরশন
বিনয় ক'রে কয় লালন
থেকো হু'শিয়ারে ॥

৫৩

কেন ডুবলি না মন গুরুর চরণে।
এসে কাল শমন বাঁধবে কোন দিনে ॥
নিদ্রা বশে নিশি গেল
মিছে কাজে দিন ফুরাল
চেয়ে দেখলিনে
এবার গেলে আর হবে না
পড়বি কুক্ষণে ॥
আমার পুত্র, আমার দারা
কেউ না সঙ্গে যাবে তারা
যেতে শমনে
আসতে একা যেতে একা
একবার ভাবলিনে ॥
এখনও তোর আছে সময়
সাধলে কিছু ফল পাওয়া যায়
যদি নেয় মনে
সিরাজ শ'াই কয় অবোধ লালন
ডুবে দেখলিনে ॥

৫৪

কেন চাঁদের জন্যে চাঁদ কাঁদেরে
এই লীলার অন্ত পাইনে রে
দেখে শুনে ভাবছি বসে
কথা কই কারে ॥

আমরা দেখে এই গৌর চাঁদ
ধরবো বলে পেতেছি ফাঁদ
আবার কোন চাঁদেতে এ চাঁদেরও
মন হরে ॥

জীবেরে কি ভুল দিতে সবায়
গৌর চাঁদ এক চাঁদের কথা কয়
পাইনা এবার কি ভাব উহার
অন্তরে ॥

এ চাঁদ সে চাঁদ কোরে ভাবনা
মন আমার আজ হলো দোটানা
বলছে লালন প'লাম এখন
কি ঘোরে ॥

৫৫

কে বোঝে মন, মওলার 'আলেক' বাজি
করছে সব কোরানের মানে
যা আসে যার মনের বুঝি ॥

একই কোরান পড়াশুনা
কেউ মৌলভী কেউ মৌলানা
'দাহ্রিয়া' হয় কতজনা
সে মানে না শরার কাজী ॥

রোজ কেয়ামত বলে সবায়
কেউ বলে না তারিখ নির্ণয়
হিসাব হবে কি হচ্ছেরে সদায়
কোন কথায় মন রাখি রাজি ॥

ম'লে জান 'ইল্লিন' 'সিজ্জিনে' রয়
যত দিন তার হিসাব না হয়
কেউ বলে জান ফিরে জন্মায়
তবে 'ইল্লিন' 'সিজ্জিন' কোথায় খুঁজি ॥

আর এক খবর শুনিতে পাই
আউলিয়াদের মউত নাই
লালন বলে কে জান্‌বে তাই
থাকতে মনের অন্ধ কারসাজি ॥

৫৬

কুলের বউ হয়ে মুনা আর কত দিন
থাকবি ঘরে
ঘোমটা ফেলে চল নারে যাই সাধু বাজারে ॥

কুলের ভয়ে কাজ হারাবি
কুল কি নিবি সঙ্গে করে
পস্তাবি শ্মশানে যে দিন ফেলবে তোরে ॥

দিও না আচার কড়ি নেড়া নেড়ী
হও গিয়ে রে
থাকবি ভাল ভবের কলহ যাবে দূরে ॥

কুলমান যে জন বাড়ায়
গুরু সদয় হয় না তারে
লালন ফকীর ফাঁত্‌রার বেড়ায়
ফুল ঢাকে রে ॥

৫৭

কি আজব রলে রসিক বানিয়েছ কোঠা।
শূন্য ভরে পোস্তা করে
তার উপরে ছাদ আঁটা ॥

অনন্ত কুঠরী থরে থর
চারিদিকে আয়না মহল তার
তাহার পথ নাই রূপ দেখা যায়
মণি মাণিকের ছাঁটা ॥

যে দিন যাবে রসিক চাঁদ সরে
হাওয়া প্রবেশ হবে সেই ঘরে
নিভাইয়া রসের বাতি
ভেঙ্গে যাবে সব ঘটা ॥

দেখিতে বাসনা যার হয়
দেল দরিয়ায় ডুবলে দেখা যায়
লালন বলে কল ছুটিলে
কারে আর দেখবে কেটা ॥

৫৮

সামান্যে কে গো জানবে তারে
আজব মীনরূপে শাঁই
আমার খেলছে নীরে ॥

জগত জোড়া মীন অবতার
কারণ বারির মাঝার
মন বুঝে কালাকাল বাঁধিলে বাঁধাল
অনায়াসে সে মীন ধরতে পারে ॥

আজব লীলা মানুষ গঙ্গায়
আলোরও উপর জলময়
যে দিন শুকাবে সে জল হবে সব বিফল
মীন পলাবে অমনি শূন্য ভরে ॥

মানুষ গঙ্গায় গভীর অঠাঁই
ঠাঁই দিলে তাই প্রেমরসিক ভাই
ভেবে সিরাজ শাঁইর চরণ কহিছে লালন
ডুবনি খেলাম নেমে সেই কিনারে ॥

৫৯

কি শোভা দ্বিদল 'পরে
রস মণি মাণিকের রূপ
ঝলক মারে ॥

আবিম্ব শুন্তেতে অনিত্য গোলক
বিরাজ করে তাহে পূর্ণ ব্রহ্মলোক
হলে দ্বিদল নির্ণয় সব জানা যায়
বিঘ্ন থাকে না সাধন দ্বারে ॥

শতদল কিম্বা সহস্রদল
রস রতিরূপে করে চলাচল
দ্বিদল স্থিতি বিদ্যুত আকৃতি
ষড়্দলে বারাম যোগান্তরে ॥

ষড় দলে সেতো ষড়তত্ত্ব হয়
দশম দলের মৃণালগতি গঙ্গা বয়
অগতির ধারা তার শ্রীগুণ বিচার
লালন বলে গুরু অনুসারে ॥

৬০

কোন সুখে শাঁই করেন খেলা এই ভবে
দেখে সে আপনি বাজায়, আপনি মজে
সেই রবে ॥

নামটি লা-শরিকালা,
সবার শরীক সেই একেলা
আপনি তরঙ্গ আপনিই ভেলা
আপনি খাবি খায় ডুবে ॥

ত্রিজগতে যে 'রায় রাঙ্গা'
তার দেখি ঘরখানি ভাঙ্গা
হায় কি মজার আজব রঙ্গা
দেখায় ধনীভাবে ॥

আপনি চোরা আপনবাড়ী
আপনি সে লয় আপনি বেড়ী
লালন বলে এ লাচারী
কেন থাকি চুপে চেপে ॥

৬১

করি কেমনে শুদ্ধ সহজ প্রেমসাধন
প্রেম সাধিতে ফাঁপরে উঠে
কাম নদীর তুফান ॥

প্রেম রত্নধন পাবার আশে
ত্রিবেণীর ঘাট বাঁধলাম কসে
কাম নদীর এক ধাক্কা এসে
যায় বাঁধন ছাঁদন ॥

বলবো কি সেই প্রেমের কথা
কাম হয়েছে প্রেমের লতা
কাম ছাড়া প্রেম যথাতথা
নয়রে আগমন ॥

পরম গুরু প্রেমপিরীতি
কামগুরু হন নিজ পতি
কামছাড়া প্রেম পায় কি গতি
কয় ফকীর লালন ॥

৬২

কি বলে মন, ভবে এলি
এসে এই মায়ার দেশে তত্ত্বভুলে
কার গোয়ালে ধুঁয়া দিলি ॥

ভেঙ্গেছ সরকারী তহবিল
সাক্ষীও আছে 'কাতেবীন'
হুজুরে হয়ে হাজির
বসতে হবে সত্য বুলি ॥

পেয়ে মদন রসের গোলা
ভাংলি অনুরাগের তালা
মলি তুই দুপুরবেলা
চিনিতে মিশালী বালি ॥

ক্ষ্যাপা মদন যাঁদের আঁখড়া
লালন কয় ছেঁড়া ন্যাকড়া
এক হাতে বাজে না তালি ॥

৬৩

কোন পথে যাবি মুনা ঠিক হলোনা।
কর লাফালাফি সার কাজে শূন্যকার
টাঁকশালে পড়িলে যাবে জানা ॥

যেতে চাও মাক্কা, যদি পাও ধাক্কা
ফিরে দাড়াও তৎক্ষণা
বল এতে কার্য নাই কাশী ধামে যাই
করে সহজ বিবেচনা ॥

ক্ষণেক উদাসী, ক্ষণেক গৃহবাসী
ক্ষণেক মন হতভাগা,
বাজাও তিলকে তাল, বাজে হামে হাল
মালের ঘরে করে তানা না না ॥

এক নিরিখে যার যেতে ভব পার
সেতো আর টাল খাবে না
পাঁচ পীরে চলন চলিয়া লালন
চুরাশি করে আনাগোনা ॥

৬৪

কি শোভা দ্বিদ্বলময়
মন মোহিনীর রূপ ঝলক দেয় ॥
কিবারে রূপের বাখানি
লক্ষ লক্ষ চন্দ্র জিনি
ফণি মণি সৌদামিনী
সে রূপের তুলনা নয়।

সহজ সুরসের গোরা
রসকূপে আছে ঘেরা
কিরণ চমকে পারা
দ্বিদলে তা ব্যাপ্ত হয় ॥

সে রূপ জাগে যার নয়নে
কি কাজ তাহার বেদ সাধনে
দীনের অধীন লালন ভণে
রসিক হলে জানা যায় ॥

৬৫

কার ভাবে এ ভাব বলরে কানাই
রাজরাজ্য ছেড়ে বেহাল দেখ্‌তে পাই ॥

ভেবে তোর ভাব বুঝিতে নারি
কিসের কাঙাল অটল বিহারী
ছিল অগুরু চন্দন যে অঙ্গের ভূষণ
সে অঙ্গ আজ কেন লুণ্ঠিত ধূলায় ॥

ব্রহ্মাণ্ড ভাবুক যারে ভাবিয়া
আজ সে ভাবে কাহার ভাব লইয়া
একি অসম্ভব ভাবনা, সম্ভবে কোন জনা
মরি মরি ভাবের বলিহারী যাই ॥

অনুভবে ভেবে কতই করি সার
শ্যামচাঁদের উত্তম কি চাঁদ আছে আর
কার চাঁদে চাঁদ হরণ, সেহি বা কেমন
ভক্তিবিহীন লালন বসে ভাবে তাই ॥

৬৬

কে ভাসায় ফুল প্রেমের ঘাটে
অপার মহিমা তাঁর ফুলের বটে ॥

যাতে জগতের গঠন
সে ফুলের হয়না যতন
বারে বারে তাইতে ভ্রমণ
ভবের হাটে ॥

মাসান্তে ফোটে সেই ফুল
কোথায় বৃক্ষ কোথায় রে মূল
জানিলে তাহার উল
ঘোর যায় ছুটে ।

গুরু কৃপা যার হইল
ফুলের মূল সেই চিনিল
লালন আজ ফেরে প'লো
ভক্তি চোটে ॥

৬৭

কি শোভা কর[illegible] শাঁই রঙমহলে
অজানরূপে দিচ্ছে ঝলক
দেখে নয়ন যায়রে ভুলে ॥

জলের মধ্যে কলের কোঠা
সপ্ত তলায় আয়না আঁটা
তার ভিতরে রূপের ছটা
মেঘে যেমন বিজলী খেলে ॥

লাল জরদ চুনি মণি
বের হয় যেমন রূপের খনি
দেখতে শোভা যেমন অগ্নি
তারার মালা চাঁদের গলে ॥

অনুরাগ যার বাঁধা হৃদয়
তারই সে রূপ চক্ষে উদয়
এড়াইবে সে শমনের দায়
লালন ম'লো অবহেলে ॥

৬৮

কিরূপ সাধনের বলে অধর ধরা যায় ।
নিগুঢ় সন্ধান জেনেশুনে সাধন করতে হয় ॥

পঞ্চতত্ত্ব সাধন করে পেত যদি সে চাঁদেরে
তবে বৈরাগীরা কেনে আঁচলা 'গুদ্ড়ি' টেনে
কুলের বাহির হয় চরণ বাঞ্ছায় ॥

বৈষ্ণবের ভজন ভাল তাই শুনিয়া ভক্তি ছিল
তাতে ব্রহ্মজ্ঞানী যারা সদায় বলে তারা
শাক্ত বৈষ্ণবের নাই স্বয়ং পরিচয় ॥

শুনে ব্রহ্ম জ্ঞানীর বাক্য
দরবেশে তরে করে তর্ক
বস্তু জ্ঞান যার নাই নাম ব্রহ্মই সার
লালন বলে দরবেশে এ কি কথা কয় ॥

৬৯

কানাই ! কার ভাবে তোর এ ভাব দেখিরে
ব্রজের সে ভাবতো দেখি নারে ॥
পরণ ছিল পীতধড়া
মাথায় ছিল মোহনচূড়া
করে বাঁশিরে।
আজ দেখি তোমার করয়া·কোপীন সার
ব্রজের সে ভাব কোথায় রাখলিরে ॥
দাস দাসী ত্যজিয়ে কানাই
একা একা ফিরছেরে ভাই
কাঙালবেশ ধরে।
ভিখারী হলি, কাঁথা সার করলি
কিসের অভাবেরে ॥
ব্রজবাসীর হয়ে নিদয়
আসিয়ে ভাই নদিয়ায়
কি সুখ পালি রে।
লালন বলে আর
কার বা রাজ্য কার
আমি সব দেখি মিছেরে ॥

৭০

কারে দিব দোষ, নাহি পরের দোষ
মনের দোষে আমি পলাম রে ফেরে ॥
আমার মন যদি বুঝিত
লোভের দেশ ছাড়িত
লয়ে যেতো আমায় বিরাজা পারে ॥
মনের গুণে কেহ হয় মহাজন
বেপার করে গেলো অমূল্য রতন
আমারে মজালি অবোধ মন
আমি পরের সম্বল কিছুই না গেলাম করে ॥
অন্তিম কালের কালে কি না জানি হয়
একদিন ভাবলে না অবোধ মন রায়
ভেবেছ দিন এমনি বুঝি যায়
সকল জ্বালা যাবে যেদিন শমনে ধরে ॥
কামে চিত্ত হত মনরে আমার
শুধাতে যে গরল খায় সে বেসোমার
সিরাজ শাঁই কয় লালন তোমার
বুঝি ভগ্ন দশা ভারি হলো আখেরে ॥

৭১

কাজ কি আমার এ ছার কুলে
আমার গৌর চাঁদকে যদি মেলে ॥
মনচোরা পাসরা গৌর রায়
অকুলের কুল জগতময়
রে লোকাকুল আশায় সে কুল দোধায়
বিপদ ঘটিবে তার কপালে ॥
কুলে কালি দিয়ে ভজবো শাঁই
অন্তিম কালে বাধাবো সেই
ভব বন্ধুজন কি করে তখন
দীন বন্ধুর দয়া হইলে ॥

কুল গৌরবী লোক যারা
গুরু গৌরব কি জানে তারা
যে ভাবের যে লাভ জানা যাবে সব
লালন বলে আখের হিসাব কালে ॥

৭২

কোন কূলে যাবি মনুরায়
গুরু কুল ধরতে গেলে
লোকাকুল ছাড়তে হয় ॥

তুটী কূল ঠিক রয় না গাঙে
এক কূল রয় আর এক কূল ভাঙ্গে
তেমনি যেন সাধুর সঙ্গে
বেদ বেদির কূল দূরে যায় ॥

রোজা পূজা জেতের আচার
মন যদি যায় কর এবার
বেজাতিয়ের কাজ বেদান্তর
মায়াবাদীর কার্য নয় ॥

ভেবে বুঝে এক কূল ধর
দোটানায় কেন ঘুরে মর
সিরাজ শাঁই কয় লালন তোর
"কু" ফুরাবে কোন সময় ॥

৭৩

কাল কাটালি কালের বশে
এযে যৌবনকাল কামে চিত্ত কাল
কোন কালে আর হবে দিশে ॥

যৌবনকালের কালে রঙ্গে দিলি মন
দিনে দিনে হারাইলি পিতৃধন
গেল নবীন জোর আঁখি হল ঘোর
কোন দিন ঘিরবে মহাকালে এসে ॥

যাদের সঙ্গে রঙ্গে মেতে র'লি চিরকাল
কালাকালে তারাই হবে কাল
তাকি জানো না কার কি গুণপনা
ধনীর ধন গেল সব রিপুর দোষে ॥

ইন্দ্রিয়াদি সব বিবাদী সদায়
সাধন সিদ্ধি করিতে না দেয়
লাটের গুরু হয় লালস মহাশয়
ডুরি দাওরে লালন লোভ লালসে ॥

৭৪

কার ভাবে শ্যাম নদেয় এল।
ও তার ব্রজের ভাবের কি অনুসার ছিল ॥

গোলকেরই ভাব, ত্যাজিয়ে সে ভাব
ব্রজপুরে লয়ে ছিল যেহি ভাব
এবে নাহিতো সে ভাব, দেখি নতুন ভাব
এ ভাব বুঝিতে কঠিন হইল ॥

সত্য যুগের সঙ্গী কয় সখী ছিল
ত্রেতায় সঙ্গী সীতা লক্ষ্মী হল
দ্বাপরের সঙ্গিনী রাধা রঙ্গিনী
কলির ভাবে তারা কোথায় রহিল ॥

কলি যুগের ভাব, একি বিষম ভাব
নাহি ব্রত পূজা নাহি অন্ত লাভ

ছিল দণ্ডিবেশ কেবল, দণ্ড, কমণ্ডলু
নিতাই আবার তাহা ভেঙ্গে দিল ॥
ভাব জেনে ভাব নেওয়া হইল দায়
না জানি কখন কি ভাব উদয়
করলেন তিনটি লীলা একা নদীয়ার
লালন ভেবে দিশে নাহি পেল ॥

৭৫

কি বলিস গো তোরা আজ আমারে
চাঁদ গৌরাঙ্গ ভুজঙ্গ ফণি
দংশিলে যারে হৃদয় মাঝারে ॥
রূপের কালে যারে দংশায়
সে ধাত কি বোঝে ওঝায়
বিষ ক্ষণেক জ্বলে ক্ষনেক নিভায়
ধন্বন্তরী ওষুধ যায় গো ফিরে ॥
ভুলবো না ভুলবো মা বলি
কটাক্ষেতে অমনি ভুলি
জ্ঞানপবন যায় সকলি
ব্রহ্মমন্ত্রে ঝাড়িলে না সারে ॥
যদি মেলে রসিক সুজন
রসিক জনার জুড়ায় জীবন
বিনয় করে বলছে লালন
অরসিকের কথায় দুঃখ ধরে ॥

৭৬

কি ভাব নিমাই তোর অন্তরে
মা বলিবে চক্ষের দেখা
তাতে কি তোর ধর্ম যায়রে ॥
কল্পতরু হওরে যদি
তবু মা বাপ গুরুনিধি
এ গুরু ছাড়িয়া বিধি
কে তোরে দিয়েছে হারে ॥
আগে যদি জান্‌লে ইহা
তবে কেন করলে 'বিয়া'
এক্ষণে সে বিষ্ণুপ্রিয়া
কেমনে রাখি ঘরে ॥
নদীয়ার ভাবের কথা
অধীন লালন কি জানে তা
হা হুতাসে শচীমাতা
বলে নিমাই দেখা দে রে ॥

৭৭

কি করি ভেবে মরি মন মাঝি ঠাহর দেখিনে
ব্রহ্মাআদি খাচ্ছে খাবি
সেই নদী পার যাই কেমনে ॥
মাড়ুয়া বেদের যেমন ধারা
মাঝ দরিয়ায় ডুবিয়ে ভারা
দেশে যায় পরিয়ে ধড়া
তেমনি দশা ভাব না জেনে ॥

শক্তিপদে ভক্তি হারা
কপট ভাবের ভাবুক তারা
মন আমার তেমনি ধারা
ফাকেশ্বরী রাত্র দিনে ॥
মাকাল ফল্‌টী রাঙ্গা চোঙা
তাই দেখে মন হলি খোঙা
লালন কয় তেলো ডোঙ্গা
কোন ঘড়ি ডোবে তুফানে ॥

৭৮

কি বা রূপের পুলক ঝলক দিচ্ছে দ্বিদলে
সে রূপ দেখলে নয়ন যায় ভুলে
ফণি, খনি, সৌদামিনী জিনিয়ে
রূপ উজ্জ্বলে ॥
অস্থি, চর্ম্ম, শূন্য রূপ
তাহে মহা রসের কূপ
বেগে ঢেউ খেলে ॥
ও তার এক বিন্দু
অপার সিন্ধু
হয়রে এ ভূমণ্ডলে ॥
দেহের দ্বল পদ্মে যার
উপাসনা নাই তার
কথায় কি মেলে ॥
তীর্থ, ব্রত যার জন্য
এই দেহে তার সব লীলে ॥
রসিক যারা সচেতন
রসরতি টেনে উজান
রূপ উদয় পলে ॥
লালন ঘোরা লেংটী এড়া
মিছে বেড়ায় রূপ বলে ॥

৭৯

কানাই, একবার ব্রজের দশা দেখে যারে
তোর মা যশোদা কিরূপ হালে আছে রে ॥
শোকে তোর পিতা নন্দ
কেঁদে কেঁদে হ'ল অন্ধ
গোপীগণ সবে হ'য়ে ধন্দ
রয়েছে রে ॥
বালা, বৃদ্ধ, যুবা আদি
নিরানন্দ নিরবধি
তারা না দেখে চরণ নিধি
তোর রে ॥
পশু পক্ষী উচাটন
না শোনে তোর বাঁশীর গান
লালন কয় শ্রীদাম করে হেন
চিন্ময় রে ॥

৮০

কে পারে মক্কর উল্লার মক্কর বুঝিতে
আহাদে আহাম্মদ নাম হয় জগতে ॥
আহাম্মদ নামেতে খোদায়
মিম হরফটী 'নফী' কেন কয়
মিম উঠায়ে দেখ সবায়
কি নাম হয় তাতে ॥

আকারে হ'য়ে জুদা
খোদা সে বলে খোদা
দিব্য জ্ঞানী নইলে কে তা
কে পায় জানিতে ॥

কুল্‌হো আল্লা সুরায় তার
ইশারা আছে আল্লার
লালন বলে দেখ না এবার
দিন থাকিতে ॥

৮১

কে বোঝে সেই কৃষ্ণের অপার লীলে
শুনি, তিলার্ধ নাই ব্রজ ছাড়া
কে তবে মথুরায় রাজা হলে ॥
শুনি, রাধা ছাড়া তিলার্ধ নয়
ভারত ও পুরাণে তাই কয়
তবে কেন ধনি দুর্জয়
বিচ্ছেদে জগৎ জানাইলে ॥
সবে বলে অটল হরি
সে কেন হয় দণ্ডধারী
কিসেরও অভাব তারি
এই ভাবনা ভেবে ঠিক না মেলে ॥
নিগূঢ় খবর জানা গেলো
পুরুষ হইতে নারী হ'লো
তবে কেন এমন বলো
আগে রাধা পাছে কৃষ্ণ বলে ॥
কৃষ্ণ লীলার লীলা অঠাঁই
ঠাঁই দিবে কেউ সে সাধ্য নাই
কি ভাবি কি করে যাই
লালন কয় প'লেম বিষম ভোলে ॥

৮২

কেন খুঁজিস মনের মানুষ বনে সদায়
একবার নিজের আত্মা যেরূপ আছে
দেখ সেই রূপ দীন দয়াময় ॥
কারে বলি জীবের আত্মা
কারে বলি স্বয়ং কর্তা
আছো দেখি জরা হাটা
বক্ষে ভিক্ষি লেগে মানুষ হারায় ॥
বল্‌বো কি তার আজব খেলা
আপনি গুরু আপনি চেলা
পড়ে ভূত, এ ভুবনের পণ্ডিত
যে জন আপ্তুতত্ত্ব বর্তে নয় ॥
পরম আত্মা রূপ ধরে
জীব আত্মা কে হরণ করে
লোকে বলে যায়রে নিদ্রে
সে না অভেদ ব্রহ্ম ভেবে লালন কয় ॥

৮৩

কি কঠিন ভারতী না জানি
পরিয়েছিলে কোন প্রাণে কৌপিনী ॥
হেন ছেলে ফকির হয় যার

শত শত ধন্য সে মা'র
কেমনে রয়েছে সে ঘর
ছেড়ে সোনার গৌরমণি ॥
পরের ছেলের দেখিয়া হাল
শোকানলে আমরা বেহাল
না জানি এ শোকের কি হাল
জ্বলছে উহার মা জননী ॥
তারে যে দিয়েছে এ কোপিনী ডোর
তারে বিধি দেখাইত মোর
ঘুচাইত মনের ঘোর
লালন বলে কিছু বাণী ॥

৮৪

কে আজ কৌপিন পরালো তোরে।
তার কি দয়ামায়া কিছু নাই অন্তরে ॥
একা পুত্র তুই রে নিমাই
অভাগিনীর আর কেহ নাই
কি দোষে আমায় ছেড়ে রে নিমাই
ফকির হলি এমন বয়সে রে ॥
মনে ইহাই ছিল তোরই
হলিরে 'নাছের ভিখারী'
তবে কেন বিয়ে করলি পরের মেয়ে
কেমনে আজ আমি রাখবো তারে ॥
ত্যাজ্য করে পিতামাতা
এ ধর্ম তুই জানলি কোথা
মায়ের কথায় চল কৌপিন খুলে ফেল
লালন কয় যেরূপ তোর মায়ে কয় রে ॥

৮৫

কোন্ রসে প্রেম সেধে হরি
গৌর বরণ হলো সে।
না জেনে সে রসের মর্ম
প্রেম যাজনকার হয় কিসে ॥
প্রভুর যে মত, সেই মত সার
আর যত সব যায় ছারেখার
আমি তাইতে ঘুরি, কিবা করি,
ব্রজের পথ না পাই দিশে ॥
অনেকে কয় অনেক মতে
ঐক্য না হয় মনের সাথে
ব্রজতত্ব পরম অর্থ
ফিরি তাই জানার আশে ॥
কামে থেকে নিষ্কামিনী হয়
আজব একটা এই শুনা যায়
পিতার মর্ম কে মোরে কয়
লালন তাই ভাবে বসে ॥

৮৬

কি ছার রাজ্য করি
গোপাল হেন পুত্র আমার
অক্রূর এসে করলো চুরি ॥
মিছে রাজার নামটী আছে
লক্ষ্মী সে তো পা তুলেছে
সে হতে গোপাল লয়েছে
সে হতে অন্ধকার পুরী ॥

শোকানলে চিত্ত মাঝার
এক পুত্র গোপাল আমার
যা হবার তা হলো আমার
করে গেল শূণ্যকারী ॥

নন্দ যশোদার ছিল
অক্রূর মণি বিষম কাল
প্রাপ্ত কৃষ্ণ হরে নিল
লালন কয় সে দুঃখ ভারি ॥

৮৭

কয় দমেতে বাজে ঘড়ি, করবে ঠিকানা
কর দম আজ দিন রজনী
ঘরনো ফিরনা ॥

দেহের খবর যে জন করে
আলেকবাজী দেখতে পারে
আলেক দম হাওয়ায় চলে রে
কি আজব কারখানা ॥

ছয় মহলেতে ঘড়ি ঘোরে
শব্দ হয় নিশব্দের ঘরে
কল্‌কাঠি মুকুন্দ দ্বারে
দমে আসল বেনা ॥

দেহের সঙ্গে কর সংমিলন
অজান খবর জানিবে মন
বিনয় ক'রে বলছে লালন
ঠিকের ঘর ভুলনা ॥

৮৮

খেলছে মানুষ নীরে ক্ষীরে
আপন আপন ঘর খোঁজ মন আমার
কেনে হাতড়ে বেড়াও কোলের ঘোরে ॥

নীর নদীর গভীরে ডোবা কঠিন হয়
ডুবলে কত আজব দেখা যায়
আছে নীর ভাণ্ড পুরা ব্রহ্মাণ্ড
কাণ্ড বলতে আমার নয়ন ঝরে ॥

শূন্য দেশে মেঘের উদয়
নীরদ বিন্দু যদি বরিষণ হয়
তাতে ফলছে রে ফল রং বেরং হল
আজব কুদরতি কল ভাবের ঘরে ॥

ইন্দ্র ডঙ্কা নাই সে রাজ্যে
সহজ মানুষ ফেরে সহজে
সিরাজ শাঁইর বচন মিথ্যে নয় লালন
ডুব দিয়ে দেখ স্বরূপ দ্বারে ॥

৮৯

খেয়েছি কচু না বুঝে
এখন তেঁতুল কোথায় পাই খুঁজে ॥
কচু এমন 'মান গোঁসাই'
তাদের চিনলি নারে ভাই
আমি খেয়ে হলাম পাগল পারা
আমার চোররি যরা চুমকেছে ॥

ভবে নিম্ব বৃক্ষ তার
তাতে দিলে চিনির সার
কখনও সে হয় না মিঠে
এমন কচুর বংশ যে ॥
যত সব ভচুয়া রাঙ্গালে
কচুকে মান গোঁসাই বলে
লালন ভেড়ে দেখলে পড়লে
ঐ কথায় কি মন মজে ॥

৯০

খুঁজে ধন পাই কি মতে
পরের হাতে ঘরের কলকাঠি
শতেক তালা আঁটা মালকুঠি ॥
শব্দের ঘর নিঃশব্দের কুঁড়ে
সদায় তারা আছে জুড়ে
দিয়ে জীবের নজরে ঘোর টাটী ॥
আপন ঘরে পরের কারবার
আমি দেখলাম না তার বাড়ীঘর
আমি বেহুঁশ মুটে কার মুট কাঠি ॥
থাকতে রতন আপন ঘরে
একি বেহাত আজ আমারে
লালন বলেরে মিছে এ ঘর বাটী ॥

৯১

ক্ষ্যাপা তুই না জেনে তোর আপন খবর
যাবি কোথায় ॥
আপন ঘর বুঁজে বাইরে খুঁজে
পড়বি ধাঁধাঁয় ॥
আপনি সত্য না হলে
গুরু সত্য হয় কোন কালে
আপনি যেরূপ দেখনা সেরূপ
দীন দয়াময় ॥
আত্মারূপে সে হ'বে অধর
সঙ্গী আশে ষোল কলা তার
ভেদ না জেনে বনে বনে
খুঁজলে কি হয় ॥
আপনার আপনি না চিনে
ঘুরবি কত ভুবনে
লালন বলে অন্তিম কালে
নাই রে উপায় ॥

৯২

যাকে গঠিল পিঞ্জরা
এ সুখ আমার পাখী কিসে গঠেছে রে ॥
পাখী পুষলাম চিরকাল
নীল কিবা লাল
একদিনও দেখলে নারে সেইরূপ
সামনে ধরে ॥
আব, খাকে পিঞ্জরার বর্ত্ত
আতসে হইল পোক্ত
পরণ আড়া সেই ঘরে ॥
আছে সুখ পাখী সেথায়
প্রেমের শিকল তায়
আজব খেল খেলছে গুরু
গোসাঁই মেরে ॥

কিবারে পিঞ্জরার ধ্বজা
নীচে উপর নয় দরজা
কুঠরি কোঠা থরে থরে ॥
আছে পঞ্চ কুঠরী তার
আছে মূলাধার
মূলাধারের মূল শূন্যভরে ॥
করে আজব কারিগরী
বসে আছে ভাণ্ড মিস্ত্রি
সেই পিঞ্জরার বাইরে ॥
পাখীর আসা যাওয়ার দ্বার
আছে শূন্যের উপর
ফকির লালন বলে কেউ কেউ
জানতে পারে ॥

৯৩

খাকি আদমের ভেদ,
সে ভেদ পশু কি বোঝে ?
আদমের 'কালেবে' খোদা খোদে বিরাজে ॥
আদম শরীর আমার
ভাষায় বলেছেন অধর
শাঁই নিজে
নইলে কি আদমকে সেজদা
ফেরেস্তায় সাজে ॥
শুনি আজাজিল খাসতন
খাকে আদমতন গঠন গঠেছে
সেই আজাজিল শয়তান হইল
আদম না ভজে ॥
আব, খাক, আতস, বাদ, মরে
গঠলেন জান মালেক মোক্তার নিজে
লালন বলে এ ভেদ জানলে
সব জানে সে জে ॥

৯৪

খুলবে কেন সে ধন মালের গ্রাহক বিনে।
কত মুক্তামণি রেখেছে ধনী
এ দোকানে বোঝাই করে ॥
সাধু সদাগর যারা
মালের মূল্য জানে তারা
তারা মূল্য দিয়ে ধন
কেনে অমূল্য রতন
জেনে শুনে তারাই কেনে ॥
মন, তোমার গুণ গেল জানা
পিতল কিনে বলো সোনা
তেমনি আমার মন
চটকে মগন
এবার সার পদার্থ নাহি চেনে ॥
মাকাল ফুলের রূপ দেখে
কাগা যেম যেমন বেড়ায় নেচে
অমনি সিরাজ শাঁইর বরণ
ভেবে কয় লালন
তুই কুল হারালি দিনে দিনে ॥

৯৫

গুরু দেখায় গৌর তাই দেখি কি গুরু দেখি।
গৌর দেখতে গুরু হারাই
কোন দিকে দেই আঁখি ॥
গুরু গৌর রহিল দুই ঠাঁই
কিরূপে একরূপ করি তাই
এক নিরূপণ না হলে মন
সকল হবে ফাঁকি ॥
প্রবর্ত্তের নাই কোন ঠিকানা
সিদ্ধি কিসে হবে সাধনা
মিছে সদা সাধু হাটায়
নাম পাড়াই সাধকী ॥
এক রাজ্যে হন দু'জন রাজা
কার হুকুমে গত হয় প্রজা
লালন বলে তেমনি গোলে
খাতায় প'লো বাকী ॥

৯৬

গৌর কি আইন আনিল নদিয়ায়
এতো জীবেরও সম্ভব নয়।
আনকা আচার আনকা বিচার
দেখে শুনে লাগে ভয় ॥
ধর্মাধর্ম বলিতে কিছু নাই সাথে
প্রেমের গুণ গায়।
আবার যেতে বোল রাখে না সে তো
কল্লে একাকারময় ॥
শুদ্ধ অশুদ্ধ নাই জ্ঞান
সাতবার খেয়ে একবার চান
করেন সদায়।
আবার অশুদ্ধরে শুদ্ধ করে
জীবেরে না ছোঁয় ঘৃণায় ॥
যখন ছিল হরিদাস
তারে গোসাঁই নাম প্রকাশ
করলে গৌর রায়।
লালন বলে মোমীন বংশে
জামালকে বৈরাগ্য দেয় ॥

৯৭

গৌর প্রেমে অঠাঁই
আমি ঝাঁপ দিয়েছি তায়।
এখন আমার প্রাণ বাঁচা ভার
কি করি উপায় ॥
ইন্দ্রবারী শাসিত করে
উজান ভাটা বইতে পারে
সে ভার আমার নাই অন্তরে
কই যাবি কোথায় ॥
একে সে প্রেম নদীর জলে
ঠাঁই মেলে না নোঙর ফেলে
বে-হুঁশিয়ারে নাইতে গেলে
কাম কুমীরে খায় ॥

গৌর প্রেমের এমনি লেঠা
আসতে বাটা, যেতে বাটা
না বুঝে মুড়ালাম মাথা
অধীন লালন কয় ॥

৯৮

গেঁড়ে গাঙ্গেতে ক্ষ্যাপা
হাপুর হুপুর ডুব পাড়িলে
করছো মজা, যাবে বোঝা
কার্তিকে উজানীর কালে ॥

কুঁথবি যখন কফের জ্বালায়
তাবিজ তাগা বাঁধবি গলায়
তাতে রোগ হবে না ভালাই
মস্তকে জল শুষ্ক পেলে ॥

কাম জ্বালা দেয় ঘড়ি ঘড়ি
ডুব পাড়িস কেন তাড়াতাড়ি
প্রবল হয়ে কফের নাড়ী
যাতে আঘাত জীবন মূলে ॥

ক্ষান্ত দে'রে ঝাঁপাই খেলা
শান্ত হ'রে মন ভোলা
লালন কয় আছে বেলা
দেখলি নারে চক্ষু মেলে ॥

৯৯

গোসাঁই আমার দিন কি যাবে এই হালে
আমি পড়ে আছি অকূলে
কত অধম পাপী তাপী অবহেলায় তরালে ॥

জগাই মাধাই দু'টি ভাই
কাদা ফেলে মারলো গায়
তারে তো নিলে
আমি পাপী ডাকছি সদায়
দয়া হবে কোন কালে ॥

অহল্যা পাষাণী ছিল
সেও মানুষ হলো চরণ ধূলায়
আমি তোমার কেউ নহি গো
তাই কি মনে ভাবিলে ॥

তোমার নাম লয়ে যদি মরি
দেখবো তবু তোমারই
আর যাবো কোন কূলে
তোমা বই আর কেউ নাই আমার
মূঢ় লালন কেঁদে বলে ॥

১০০

গোপাল আর গোষ্ঠে যাবে না
যারে যা বলাই তোরা সবে যা ॥

কুস্বপন দেখেছি সে যে
গোপাল যেন হারিয়েছে
বনে বনে ফিরছি কেঁদে
খুঁজে পেলাম না ॥

অভাগিনীর আর কেহ নাই
সবে মাত্র একা কানাই
সে ধন হারা হইয়ে বলাই
কিসের ঘর কন্না ॥

বনে আছে অসুরের ভয়
কখন যেন কি দশা হয়
দিবা রাতে তাইতে সদায়
সন্দেহ মোটে না ॥
দেবেও পবিত্র বচন
শুনে খেদে ঝোরে লালন
কি ছলে তার গমনাগমন
দিশে হলো না ॥

১০১

গুরু বিনে কি ধন আছে
কি ধন খুজিস ক্ষ্যাপা কার কাছে ॥
বিষয় ধনের ভরসা নাই
ধন বলতে হল গুরু গোসাঁই
যে ধনের দিয়ে দোহাই
ভব তুফানে যাবে বেঁচে ॥
পুত্র পরিবার বড় ধন
ভুলেছ এই ভবের ভুবন
মায়ায় ভুল হয়ে অবোধ মন
গুরুধনকে ভাবলি মিছে ॥
কি ধনের কি গুণপনা
অন্তিম কালে যাবে জানা
গুরুধন এখন চিনলি না
নিদানে পস্তাবী পাছে ॥
অমূল্য ধন গুরুধন রে
বুঝালে বুঝিস না হা'রে
সিরাজ শাঁই কয় লালন তোরে
নিতান্ত পেঁচোয় পেয়েছে ॥

১০২

ঘরে বাস করে সে ঘরের খবর নাই।
চার যুগে ঘর তালা আঁটা
চাবি পরের ঠাঁই ॥
কলকাঠি যার পরের হাতে
তার ক্ষমতা কি জগতে
লেনা দেনা দিবারাতে
পরে পরের ভাই ॥
এমনি বেহাত আপন ঘরে
থাকতে রতন হয় দরিদ্রে
তে সে রতন হাত ধরে
আর কোথা পাই ॥
ঘর ছেড়ে ধন বাইরে খোঁজা
বইছে তেমন চিনির বোঝা
না পেলো সেই চিনির মজা
বলদ দেয় ছাই ॥
পর দিয়ে পরে ধরাধরি
সে পরকে বা কই চিনতে পারি
লালন বলে হায় কি করি
না দেখি উপায় ॥

১০৩

ঘরে কি হয় না ফকিরী
কেন হলিরে নিমাই আজ দেশান্তরি ॥
ভ্রমে বারো বসে তেরো

আরও তো হতে পারে কারো
বনে গেলে হয়, সেও তো কথা কয়
মন না হলে নির্বিকারী ॥

মন না মুড়ায়ে কেশ মুড়ালে
তাইতে কি রতন মেলে
মন দিয়ে মন বেঁধেছে যে জন
তারই কাছ সদায় বাঁধা হরি ॥

ফিরে ঘরে চলরে নিমাই
ঘরে সাধলে হবে কামাই
বলে এই কথা কাঁদে শচীমাতা
লালন বলে লীলের বলিহারি ॥

১০৪

চারি চন্দ্র ভাবের ভুবনে
তার দু'টি চন্দ্র প্রকাশ্য হয়
তাই জানে অনেক জনে ॥

যে জানে সে চন্দ্রভেদ কথা
বলবো কি তার ভক্তির ক্ষমতা
সে চাঁদ ধরে পায় চাঁদ অন্বেষণ
সে চাঁদকেও না পায় গুণে ॥

এক চন্দ্রে চার চন্দ্র মিশে রয়
ক্ষণেক ক্ষণেক বিভিন্ন রূপ হয়
ওসে মণি কোমর খবর জানলে
সকল খবর সেই জানে ॥

ধরতে মূল চন্দ্র কোন জন
প্রবল চন্দ্রের করো অন্বেষণ
দরবেশ শিরাজ শাঁই কয়
দেখরে লালন বিষামৃত মিলনে ॥

১০৫

চাঁদ আছে চাঁদে ঘেরা।
আজ কেমন করে সে চাঁদে
ধরবি গো তোরা ॥

লক্ষ লক্ষ চাঁদ করিছে শোভা
তার মাঝে অমর চাঁদের আভা
ওসে চাঁদের বাজার দেখে
চাঁদ মুড়না লেগে
দেখিস পাছে হবি জ্ঞানহারা ॥

চাঁদের গাছে চাঁদের ফল ধরছে তায়
থেকে থেকে ঝলক দেখা যায়
একবার দৃষ্টি করে দেখি
ঠিক থাকে না আঁখি
রূপেরও কিরণে চমকে পারা ॥

'আলেক' নামে নহজ আজব কুদরতি
রাতে উদয় ভানু দিবসে বাতি
যে জন আলের খবর জানে
দীপ্ত হয় নয়নে
শাঁই লালন বলে সে চাঁদ দেখেছে তারা ॥

১০৬

চেয়ে দেখ্ নারে মন দিব্য নজরে
চার চাঁদে দিচ্ছে ঝলক
সেই মণিকোঠার ঘরে ॥
হলে সেই চাঁদের সাধন
অধর চাঁদ হয় দরশন
সে চাঁদেতে চাঁদের আসন
রেখেছে ফিকিরে ॥
চাঁদে চাঁদে ঢাকা দেওয়া
চাঁদে দেয় চাঁদের খেওয়া
জমিনেতে ফলছে মেওয়া
ঐ চাঁদের সুধা ঝরে ॥
নয়ন চাঁদ প্রসন্ন যার
সকল চাঁদ দৃষ্ট হয় তার
লালন কয় বিপদ আমার
গুরু চাঁদ ভুলেরে ॥

১০৭

চেনো না যশোদা রাণী
গোপাল কি সামান্য ছেলে
ধ্যানে যারে পায় না মণি ॥
এক দিন চরণ ঘেমেছিল
তাইতে মন্দাকিনী হলো
পাপহরা সুশীতল
সে মধুর চরণ দু'খানি ॥
বিরিঞ্চি বঞ্চিত সে ধন
মানুষরূপে এই বৃন্দাবন
জানে যত রসিক সুজন
সে কালার গুণ বাখানি ॥
দেবেরও দুর্লভ গোপাল
ব্রহ্ম তার হরিল গোপাল
লালন বলে আমার গোপাল
কুতি গোপাল করলে শুনি ॥

১০৮

চিনবে তারে এমন আছে কোন ধনি ॥
নয় সে আকার, নয় নিরাকার
নাই ঘরখানি ॥
বেদাগমে জানা গেল
ব্রহ্ম 'যারে দ্বন্দ্ব হলো
জীবেরও কি সাধ্য বলো
তারে চিনি ॥
কত কত মণি জনা
করিয়ে রে যোগ সাধনা
লীলের অন্ত কেউ পেল না
লীলে এমনি ॥
সবে বলে কিঞ্চিত ধ্যানী
গণ্য সে হলো শূলপাণি
লালন বলে কবে আমি
হব তেমনি ॥

১০৯

চাঁদ বলে চাঁদ কাঁদে কেন?
আমার গৌর চাঁদ ত্রিজগতের চাঁদা
চাঁদে চাঁদ ঘেরা ঐ আভরণে॥
গৌর চাঁদ শ্যাম চাঁদেরই আভা
কোটী চন্দ্র জিনি শোভা
রূপে মণির মন করে আকর্ষণ
ক্ষুধা শান্ত সুধা বরিষণে॥
গোলকেরই চাঁদ গোকুলের চাঁদ
নদিয়ার গৌরাঙ্গ সেই পূর্ণ চাঁদ
আর কি আছে চাঁদ, সে আর কেমন চাঁদ
আমার ঐ ভাবনা মনে মনে॥
লয়েছি এই গলে গৌর চাঁদের ফাঁদ
আরও শুনি আছে পরম চাঁদ
থাক সে চাঁদের গুণ, কেঁদে কয় লালন
আমার নাই উপায় চাঁদ গৌর বিনে॥

১১০

চাঁদ চকোর রঙমহল ঘরে
থেকে থেকে ঝলক দিচ্ছে সদায়।
দেখলে সেহি চাঁদ সফল হয়
আত্মতত্ত্ব ঢু'ড়ে দেখো না হৃদয়॥
তিথি যোগ ধরা প্রতি মাস অন্তে
যুগল মিলন চাঁদে চাঁদে
তাহে আভরণ সুধার বরিষণ
ক্ষুধার নিবারণ হয় যে সুধায়॥
মণিরও মহলে যে লীলে খেলা
বলিতে আকুল হয় যায় না বলা
অরসিক জনে বলিলে কি জানে
মণিচন্দ্রে স্বর্গচন্দ্র উদয়॥
আত্মতত্ত্বে যার পড়েছে নজর
পাতালে সে পায় আসমানের খবর
সিরাজ শাঁই বলে আপন ঘর ভুলে
লালন ভেঁড়ে কেন দূর ধায়॥

১১১

ছার মানে মজে কৃষ্ণধনকে চেন না
থাক থাক ওগো প্যারী
ছদিন বই যাবে জানা॥
কৃষ্ণরে কাঁদালে তুমি
সে কাঁদিবে তত
ধারণ সুজন চিরদিনত
প্রচলিত আছে কিনা॥
যখন বলবে কোথা হরি
এনে দে গো সহচরী
এখন যে সাধিলাম প্যারী
তা কি মনে জান না॥
বাড়াবাড়ি হৈলে ক্রমে
কু ঘটিতে আটক নাই কর্মে
লালন বলে পাষাণ ঘামে
শুনে বৃন্দের বন্দনা॥

১১২

জানগে রে মন পদ্মনিরূপন।
কোন পদ্মে জীবের স্থিতি
কোন পদ্মে গুরুর আসন ॥

অধঃ পদ্ম ঊর্দ্ধ পদ্ম
লীলা নিত্য হয় বিকশিত।
যে পদ্মে সাধক বর্ত্ত
সে পদ্ম কেমন বরণ ॥

আড়া পদ্মের কোড়া ধরে
ভৃঙ্গ রতি চলে ফেরে
সে পদ্ম কোন দ্বলের 'পরে
বিকশিত হয় কখন ॥

গুরুমুখে পদ্ম বাক্য
হৃদয়ে যার হয়েছে ঐক্য
জানে সে সকল পক্ষ
কহে দীনহীন লালন ॥

১১৩

জান 'বারজখ' ভেদ পড়ে বেলায়েত
অচিনকে চেন গা বারজখ ধরে।
নবুয়তে সব অদেখা তপজপ
বেলায়েত দীপ্ত কার দেখ নজরে ॥

বারজখে যার এবে নাহিক নেহারা
আখেরে শাঁইর রূপ চিনবেনা তারা
এই নবী সরওয়ার বলেছেন বারবার
জানা গেল তার হাদিস মাঝারে ॥

সেই যে প্রমাণ এখানে শুনি
অদেখারে দেখে কেমনে চিনি
যদি চেনা যায় তারও বিধি হয়
আরেক জনকে সত্য বিশ্বাস করে ॥

নবুয়ত বেলায়েত কারে বলা যায়
যে ভজে মুর্শিদ সেই জান্‌তে পায়
লালন ফকীর কয় আরেক ধাঁধাঁ হয়
বস্তু বিনে নামে পেট কই ভরে ॥

১১৪

যে পরশ পরশে পরশ
সে পরশ কেউ চিন্‌লে না

সামান্য পরশের গুণ
লোহার কাছে গেল জানা ॥

পরশমণি স্বরূপ-গোসাই
যে পরশের তুলনা নাই
পরশিবে যেমন তাই
ঘুচিবে জঠর যন্ত্রনা ॥

কুম্‌রে পোকা পরকে যেমন
ধরায় সে আপন বরণ
সে পরশে জানবেরে মন
তেমনি মত পরশে সোনা ॥

ব্রজের ঐ জলদ কালো
যে পরশে গৌর হলো
লালন বলে মনরে চলো
জানিতে সেই উপাসনা ॥

১১৫

জ্বাল ঘরে চটিলে হয় জাতনাশা

ও তাঁর কিসের আসার আশা ॥

ওসে পোড়া চাড়াকে

চার যুগ মিশায়ে একে

গুরুত্যাগী মন বিবাগী

তার তো ঘটে সেই দশা ॥

হাড়ি কেউ চটে, কেউ রয়

মনে দেখে ধোকা হয়

বুঝি পূর্ব পরে ফ্যারে ফ্যারে

গড়ে শেষতলা ফাঁসা ॥

কেউ কুমোরকে দোষায়

কেউ মাটি খারাপ কয়

অধীন লালন বলে পাগলা ছলে

বোঝা কঠিন 'সাধ ভাষা' ॥

১১৬

যেতে হয়রে কাশী কর্মফাঁসি বাঁধে গলায়

আমি আর কতদিন ঘুরবো এমন

নাগর দোলায় ॥

হলোরে একি দশা সর্বনাশা মনের ঘোলায়

ডুবলো ডিঙ্গা নিশ্চয় বুঝি

জন্ম-নালায় ॥

বিধাতার কি কারসাজি

মনতো পাজি ফেরে ফেলায়

বাও না বুঝে বায় তরণী

ক্রমে তলায় ॥

কলুর বলদ যেমন চালায়

ঢেকে নয়ন পাকে চালায়

লালন প'ল রেমনি পাঁকে

হেলায় হেলায় ॥

১১৭

জানগা মানুষের করণ কিসে হয়

ভুলনা মন বৈদিগ ভোলে রাগের যার রয় ॥

ভাটির স্রোত যার ফেরে উজান

তাইতে কি হয় মানুষের করণ

পরশন না হইলে মন

দরশনে কি হয় ॥

টলোটল করণ যাহার

পরশ গুণ কই মেলে তাহার

গুরু শিষ্য যুগযুগান্তর

ফাঁকে ফাঁকে রয় ॥

লোহা স্বর্ণ পরশ পরশে

মানুষের করণ তেমনি সে

লালন বলে হলে দিশে

জঠর জ্বালা যায় ॥

১১৮

জীব মরে জীব যায় কোন সংসারে

জীবের গতিমুক্তি কে করে ॥

রাম নারায়ণ গৌর হরি

ঈশ্বর গণ্য যদি করি

তারা হলো গর্ভধারী

জীবের ভার আর দেয় কারে ॥

যারে তারে ঈশ্বর বলা
বুদ্ধি নাই তার অর্দ্ধ তোলা
ঈশ্বরের কেন যম জ্বালা
তাই ভাবি মনের দ্বারে ॥

জগতের মূলাধার শাঁই
জনম মৃত্যু তার কভু নাই
লালন বলে জানে সবাই
মিছে ঘোর বাধায় ঘোরে ॥

১১৯

আয় কে যাবি গৌর প্রেমের হাটে
তোরা আয় না মনে হয়ে খাঁটি
ধাক্কায় যেন যাসনে চটে ফেটে ॥

প্রেম সাগরের তুফান ভারী
ধাক্কা লাগে ব্রহ্মপুরী
কর্ম যোগে ধর্মতরী
কারো কারো তাতে বেঁচে উঠে ॥

চতুরালী থাকলে বলো
প্রেম যাজনে বাঁধবে কল
হারিয়ে শেষে দুটি কূল
কাঁদাকাটি লাগবে পথেঘাটে ॥

আগে দুঃখ পাছে সুখ হয়
শোয়ে বয়ে কেউ যদি রয়
লালন বলে প্রেমে পরশ পায়
সামান্য মনে কি তাই ঘটে ॥

১২০

যারে ধ্যানে পায় না মহামুণি
আছে অচিন মানুষ মীনরূপ ধরিয়ে পানি ॥
আজব রঙের মীন বটে সে
সাত সমুদ্দুর জুড়ে আছে
সবারো হাতের কাছে
চিনতে পারে কোন ধনি ॥

কারো রে সমুদ্র নির্ণয়
কোন যোগেতে তার কোন ধারা বয়
যোগ চিনে ডুবলে তাতে
মীনকে ধরা যায় আপনি ॥

যোগ বুঝে মীন পড়ে ধরা
জানতে পায় সে যোগী যারা
সিরাজ শাঁই বলছে যারা
লালন সে ঘাটে খায় চুবনী ॥

১২১

ব্রজপুরে কোন পথে যাই বলরে ভাই
আমার সাথের সাথী আর কেহ নাই ॥
কোথা রাধে কোথা কৃষ্ণধন
কোথা আমার সব সখিগণ
আর কত দিন চলিলে সে চরণ পাই ॥

যার জন্যে মুড়িয়েছি মাথা
তারে পেলে যায় মনের ব্যথা
কি সাধনে সে চরণে পাবো ঠাঁই ॥
তোরা যত স্বরূপ গণেতে
বর দেগো কৃষ্ণের চরণ পাই যাতে
অধীন লালন বলে কৃষ্ণ লীলার অন্ত নাই ॥

১২২

জগত মুক্তিতে ভোলালেন শাঁই
ভক্তি দাও হে যাতে রাঙা চরণ পাই ॥
রাঙা চরণ দেখবো বলে
বাঞ্ছা সদাই হৃদ কমলে
নামের মিঠায় মন মজেছে
রূপ কেমন তাই দেখতে চাই ॥
ভক্তিপদ বিকৃত করে
মুক্তিপদ দিচ্ছো তারে
যাতে জীব ব্রহ্মাণ্ড ঘোরে
কাণ্ড তোমার দেখি তাই ॥
চরণের যোগ্য মন নয়
তথাপি মন ঐ চরণ চায়
অধীন লালন বলে হে দয়াময়
দয়া করো আজ আমায় ॥

১২৩

জানবো হে এই পাপী হইতে
যদি এসেছো হে গৌর জীবকে এড়াইতে ॥
নদীয়া নগরে যত জন
সবারে বিলালে প্রেমধন
আমি নরাধম না জানি মরম
চাইলে না হে গৌর আমা পানেতে ॥
তোমারই সু-প্রেমের হাওয়ায়
কাষ্ঠের পুতুল নলিন হয়
আমি দীনহীন ভজনবিহীন
অপার হয়ে আছি কূপেতে ॥
মনোয়া পর্বতেরই উপর
যত বৃক্ষ সকলেই হয় সার
কেবল যায় জানা বাঁশে সার হয় না
লালন প'লো তেমনি অগ্র সন্নচিতে ॥

১২৪

যা যা ফানার ফিকীর জানগা যা রে
যদি দেখা বাঞ্ছা হয় সে চাঁদেরে ॥
না জানিলে ফানার ফিকীর
তার আর কিসের ফিকীর
নিজে হও ফানা ভাবো রব্বানা
দেখে শমন যাক্ ফিরে ॥
নিজরূপ মুরশীদের রূপ মাঝার
আগে ফানার বিধি জান মন আমার
পিছে মুরশীদ রূপ মনরে
সেরূপ মিশাও শাঁইর অটল নুরে ॥

ফানার ফিকীর মুরশীদের ঠাঁই
তাইতে মুরশীদ ভজন
আইন ভেজলেন শাঁই
সিরাজ শাঁইর কৃপায় অধীন লালন কয়
যাজন কৃষ্ট শাঁইর ঘরে ॥

১২৫

যে জানে ফানার ফিকীর সেই ফকীর
ফকীর হয় কি করলে নাম জিকির ॥
আছে এমত ফানার ধরন
জেস্তে হয় তার বিবরণ
ফানা ফিল্লা ফানা ফের
রসুল আখির ॥
আখের অকারণ হবি ফানা
প্রাপ্ত ফানা হলো না
জেনে শুনে মুড়িয়ে মাথা
ফকীর পথ করো স্বীকারই ॥
ফানা হয় মুরশীদের পদে সে
মওলারে পায় অনায়াসে
সিরাজ শাঁই কয় লালন তোমার
ফকিরী নয় ফান ফিকীর ॥

১২৬

জানা চাই অমাবস্যার চাঁদ থাকে কোথায়
গগনে চাঁদ উদয় হল দেখে যে তথায় ॥
অমাবস্যার মর্ম না জানে
বেড়ায় তিথি নক্ষত্র জ্ঞানে
প্রতি মাসে নবীন চাঁদ সে
মরি চকি ধরে কায় ॥
অমাবস্যা আর পূর্ণমাসী
কি মর্ম হয় কারে জিজ্ঞাসী
তোমরা যে জানো সে বলো
বলো মন মুড়াই আজ সেথায় ॥
স্বাতি নক্ষত্র হয় গগনে
স্বাতি নক্ষত্র যোগ কখনে
না জানে অধিন লালন
সাধক নাম ধরে বৃথায় ॥

১২৭

জান গা যা গুরুর দ্বারে জ্ঞান উপাসনা
কোন মানুষের কেমন কৃতি যাবেরে জানা ॥
যার আশায় জগৎ বেহাল
তার কি আছে সকাল বিকাল
তিলকে মাত্র না দিলে জল
ব্রাহ্মাণ্ড রয় না ॥
পুরুষ পরশমণি
কালাকাল তার কিসে জানি
জল দিয়ে স্বর চাতকিনী
করে সান্ত্বনা ॥
বেদ বিধির অগোচর সদায়
কৃষ্ণ পদ্ম নিত্য উদয়
লালন বলে মনের দ্বিধায়
দেখে দেখ না ॥

১২৮

যদি উজান বাঁকে তুলসী ধায়
তার পূজা বটে চরণ চাঁদ পায় ॥

তুলসী দেহ যত
ভাটীয়ে যায় তত
কোথা সে অটল পদ
তুলসী কোথায় ॥

তুলসী এই জলে
উজাবে কোন কালে
মন তুলসী হলে
অবশ্য হয় ॥

প্রেমের ঘাটে বসি
ভাসাও মন তুলসী
লালন কয় তারে দাসী
লেখে খাতায় ॥

১২৯

যে জন সাধকের মূল গোড়া
বে-মুরিদ বে-তালিব সে তো
ফিরছে সদায় বেদ ছাড়া ॥

গুপ্ত নূরে হয় তার স্বজন
গুপ্ত ভাবে করছেরে ভ্রমণ
নূরে নূরে নবী পয়দা
সেই কথাটী দেশজোড়া ॥

পীরের পীর দস্তপীর হয়
মুরশীদের মুরশীদ বলা যায়
চিনতে পারে যদি তারে
পায় সে পথের দাঁড়া ॥

কেউ বলে সে মূলাধারের মূল
মুরশীদ বিনে জানবে কে তার উল
লালন বলে ভেদ না জেনে
রকমারি হয় বেদ পড়া ॥

১৩০

যে জন দেখেছে অটল রূপের বিহার
মুখে বলুক কিবা না বলুক
সে আকাল ঐ নিহার ॥

নয়নে রূপ না দেখতে পায়
নামমন্ত্র জপিলে কি হয়
নামের তুল্য নাম পাওয়া যায়
রূপের তুল্য কার ॥

নেহারায় গোলমাল হলে
পড়বি মন কুজনার ভোলে
আয়ের গুরু বলে ধরবি কার
তরঙ্গ মাঝার ॥

স্বরূপ রূপের ভেলা
এ জগতে করছে খেলা
অধীন লালন বলে মনরে ভোলা
কোলে ঘোর তোমার ॥

১৩১

ডুবে দেখনারে প্রেমনদীর জলে
মীনরূপে শাঁই খেলে ॥
প্রেম ডুবারু না হলে
মীন বাধ্‌বে নারে জালে ॥
ত্রিবেনীর তীর সন্ধি
খুলতে পারে সেই বন্ধি
প্রেম ডুবারু হলে ॥
তাহলে মীন আসবে হাতে
আপনা আপনি চলে ॥
জেলে জুতেল বড়শেল আদি
খুঁজিলরে চার যুগ অবধি
তবু না সে মীন পেলে ॥
'খাইর' করে মীন রয় চিরদিন
প্রেম সন্ধি স্থলে ॥
স্বরূপ শক্তি প্রেমসিন্ধু
মীনরূপ শাঁই দীনবন্ধু
সিরাজ শাঁই বলে শোন্‌রে লালন
মলি এখন গুরুতত্ত্ব ভুলে ॥

১৩২

ডাকরে মন আমার হক্‌নাম আল্লা বলে
ভেবে বুঝে দেখ সকলই না হক
হক্ মোর আল্লার নাম তাও ভুলিলে ॥
ভরসা নাই জেন্দেগানী
যেমন পদ্ম পাতার পানি
কোনদিন পড়িবে টলে
সুখের বাড়ী ঘর
কোথায় রবে কার
হক না হক তাই কেবল সঙ্গে চলে ॥
ভবের ভাই বন্ধু যারা
বিপদ দেখিলে তারা
পলাবে ফেলে ॥
কার ধনেতে ভাই
আখেরে পাই রেহাই
তাই ভাব মন দেশে দেলে ॥
অকালে দিন হলোরে সাম
কখন নেবে সেই আল্লার নাম
সাধের বাজার ভাঙ্গিলে ॥
পেয়েছিলে মন দুর্লভ জনম
লালন বলে জনম
যায় বিফলে ॥

১৩৩

দেখরে আমার রসুল
যার কাণ্ডারী এই ভবে
ভব নদীর তুফানে কি তার তরী ডোবে ॥
ভুলোনা মন কারও ধোকায়
চড় প্রেম-তরিকার নৌকায়
বিষম ঘোর তুফানের দায়
বাঁচবি তবে ॥

তরিকার নৌকাখানি
'ইস্ক' নাম তার সদাই শুনি
বিনা বাওয়ায় চলছে ওমনি
দেখরে এবে ॥
সে নৌকাতে যে না চড়ি'
কেমনে দিবে ভব পাড়ি
লালন বলে এহি ঘড়ি
দেখ মন ভেবে ॥

১৩৪

তোরা আয় দেখে যা
নতুন ভাবে এসেছে গোরা
মুড়িয়ে মাথা গলে কাঁথা
কটিতে কৌপীন ধড়া ॥
গোরা হাঁসে কাঁদে ভাবের অন্ত নাই
সদায় দীন দরদী ব'লে ছাড়ে হাই
জিজ্ঞাসিলে কয় না কথা
হয়েছে কি ধন হারা ॥
গোরা শাল ছেড়ে কৌপীন পরেছে
আপনি মজে জগত মজিয়েছে
মরি হায় কি লীলে কলিকালে
বেদ বিধি চমৎকারা ॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি যায়
গোরা তার মধ্যে এক দিব্য যুগ দেখায়
লালন বলে ভাবুক হলে
সে ভাব জানে তারা ॥

১৩৫

তা কি পারবি তোরা সেই প্রেম সাধনে
যে প্রেমেতে কিশোরী কিশোর
মজেছে দুই জনে ॥
শুষায় শেষে নাহি ছাড়ে শ্বাস
উজান তরী চালায় বারো মাস
সন্ধি জানা বড়ই সে না
কঠিন জীবের মনে ॥
পেলে সে অরুণ কিরণ
কমলিনীর প্রফুল্ল মন
সাধলে রতি তেমনি গতি
আকর্ষণে টানে ॥
কামে থেকে নিষ্কামী যে হয়
কাম রাখে শক্তির আশ্রয়
লালন ফকির ফাঁকে ফেরে
কঠিন জেনে শুনে ॥

১৩৬

তুমি কার আজ কেবা তোমার এ সংসারে ॥
এত পিরীত দন্ত জিহ্বায়
ফাঁক পেলে সেও সাজা দেয়
স্বল্পেতে সব জানিতে হয়
ভাব লাভেরে ॥
সময়ে সকলই সখা
অসময়ে কেউ না দেয় দেখা
যার পাপে সে ভোগে একা
চার যুগে রে ॥

আপনি যখন নয় আপনার
কারে বলো আমার আমার
সিরাজ শাঁই কয় লালন তোমার
জ্ঞান নাহি রে ॥

১৩৭

থাক্ না মন একান্ত হয়ে
গুরু গোঁসাইর বাক লয়ে ॥
চাতকের প্রাণ যদি যায়
তবু কি অন্ন জল খায়
উৰ্দ্ধ মুখে থাকে সদায়
নবঘন জল চেয়ে
তেমনি মতন হলে সাধন
সিদ্ধি হবে এই দেহে ॥
এক নিরিখ দেখ ধনি
সূর্য গত কমলিনী
দিনে বিকশিত ও মণি
নিশিতে মুদিত রহে
তেমনি মতন ভক্তের লক্ষণ
এক রূপে বান্ধে হিয়ে ॥
বহুবেদ পড়াশুনা
শূন্যেতে পায়রে মুনা
সদাশিব যোগী সে না
কিঞ্চিৎ ধ্যান করিয়ে
শ্মশানে মশানে ফেরে
কিঞ্চিতের লাগিয়ে ॥
গুরু ছেড়ে গৌর ভজি
তাতে নরকে মজি
দেখনা মন পুথি পাঁজি
সত্য কি মিথ্যা কহে
মন তোরে বঝাব কত
লালন কয় দিন যায় বয়ে ॥

১৩৮

দেখনারে ভাবনগরে ভাবের ঘরে
ভাবের কীর্তি
অগাধ জলের ভিতর জ্বলছেরে বাতি ॥
ভাবের মানুষ ভাবের খেলা
ভাবে বসে দেখ নিরালা
নীরে ক্ষীরে ভেলা
বায় জুতি ॥
জ্যোতিতে রবির উদয়
সামান্যে কি তাই জানা যায়
তাতে কতরূপ দেখা যায়
লালন মতি ॥
যখন নিশব্দ শব্দেরে খাবে
তখন ভবের খেলা সাঙ্গ হবে
লালন কয় দেখবি কবে
সে গতি ॥

১৩৯

দয়াল নিতাই কারে ফেলে যাবে না
চরণ ছেড়োনা রে ছেড়ো না ॥
দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া মন
ধর নিতাই চাঁদের চরণ
এপার পার হবি পার হবি তুফান
অপারে কেউ থাকবে না ॥
হরি নামের তরী লয়ে
ফিরছে নিতাই নেয়ে হয়ে
এমন দয়াল চাঁদকে পেয়ে
স্মরণ কেনে নিলেনা ॥
কলির জীবকে হয়ে সদায়
পারে যেতে ডাকছে নিতাই
অধীন লালন বলে মন চল যাই
এমন দয়াল মিলবে না ॥

১৪০

দেল দরিয়ায় ডুবে দেখ না
অতি অজান খবর যাবে জানা ॥
'আল্‌খানা' শহর ভারী
তাহে আজব কারিগরী
বোবা কথা কয় কালায় শুনতে পায়
আঁধেলা পরখ করে সোনা ॥
ত্রিবেনীর পিছল ঘাটে
বিনা হাওয়ায় মৌজা ছোটে
ডহরায় পানি নাই ভিটে ডোবে তাই
শুনিলে প্রত্যাবে কি কারখানা ॥
বলিবার যোগ্য নয় সে কথা
সাগরে ভাসে জগতত্রাতা
লালন বলে মাতার উদরে পিতা
জন্মে মাতার দুগ্ধ খেলে সে না ॥

১৪১

দাঁড়ারে তোরে একবার দেখি ভাই
এত দিনে খুঁজে তোরে পাইনে রে কানাই ॥
ষড় ঐশ্বর্য ত্যায্য করে
এসে রে ভাই নদে পুরে
কি ভাবের ভাব তোর অন্তরে
আমায় সত্য বলরে ভাই ॥
তোর শোকে যশোদা রাণী
হয়ে আছে কণ্ঠালিনী
ও সে হায় নীল মণি
বলে সদায় ছাড়ছেরে হাঁই ॥
দৃষ্টি করে দেখো তুমি
তোমার ছিদাম নফর আমি
লালন কেঁদে বলে আমি
ভাবের বলিহারী যাই ॥

১৪২

শাঁইজীর ভাব যেদিন হবে
সেইদিন মন তোর ঘোর অন্ধকার
ঘুচে যাবে ॥

৯৫

গুরু দেখায় গৌর তাই দেখি কি গুরু দেখি।
গৌর দেখতে গুরু হারাই
কোন দিকে দেই আঁখি ॥
গুরু গৌর রহিল দুই ঠাঁই
কিরূপে একরূপ করি তাই
এক নিরূপণ না হলে মন
সকল হবে ফাঁকি ॥
প্রবর্তের নাই কোন ঠিকানা
সিদ্ধি কিসে হবে সাধনা
মিছে সদা সাধু হাটায়
নাম পাড়াই সাধকী ॥
এক রাজ্যে হন দু'জন রাজা
কার হুকুমে গত হয় প্রজা
লালন বলে তেমনি গোলে
খাতায় প'লো বাকী ॥

৯৬

গৌর কি আইন আনিল নদিয়ায়
এতো জীবেরও সম্ভব নয়।
আনকা আচার আনকা বিচার
দেখে শুনে লাগে ভয় ॥
ধর্মাধর্ম বলিতে কিছু নাই সাথে
প্রেমের গুন গায়।
আবার যেতে বোল রাখে না সে তো
কল্লে একাকারময় ॥
শুদ্ধ অশুদ্ধ নাই জ্ঞান
সাতবার খেয়ে একবার চান
করেন সদায়।
আবার অশুদ্ধরে শুদ্ধ করে
জীবেরে না ছোঁয় ঘৃণায় ॥
যখন ছিল হরিদাস
তারে গোসাঁই নাম প্রকাশ
করলে গৌর রায়।
লালন বলে মোমীন বংশে
জামালকে বৈরাগ্য দেয় ॥

৯৭

গৌর প্রেমে অঠাঁই
আমি ঝাঁপ দিয়েছি তায়।
এখন আমার প্রাণ বাঁচা ভার
কি করি উপায় ॥
ইন্দ্রবারী শাসিত করে
উজান ভাটা বইতে পারে
সে ভার আমার নাই অন্তরে
কই যাবি কোথায় ॥
একে সে প্রেম নদীর জলে
ঠাঁই মেলে না নোঙর ফেলে
বে-হুঁশিয়ারে নাইতে গেলে
কাম কুমীরে খায় ॥

গৌর প্রেমের এমনি লেঠা
আসতে বাটা, যেতে বাটা
না বুঝে মুড়ালাম মাথা
অধীন লালন কয় ॥

৯৮

গেঁড়ে গাঙ্গেতে ক্ষ্যাপা
হাপুর হুপুর ডুব পাড়িলে
করছো মজা, যাবে বোঝা
কার্তিকে উজানীর কালে ॥

কুঁথবি যখন কফের জ্বালায়
তাবিজ তাগা বাঁধবি গলায়
তাতে রোগ হবে না ভালাই
মস্তকে জল শুষ্ক পেলে ॥

কাম জ্বালা দেয় ঘড়ি ঘড়ি
ডুব পাড়িস কেন তাড়াতাড়ি
প্রবল হয়ে কফের নাড়ী
যাতে আঘাত জীবন মূলে ॥

ক্ষান্ত দে'রে ঝাঁপাই খেলা
শান্ত হ'রে মন ভোলা
লালন কয় আছে বেলা
দেখলি নারে চক্ষু মেলে ॥

৯৯

গোসাঁই আমার দিন কি যাবে এই হালে
আমি পড়ে আছি অকূলে
কত অধম পাপী তাপী অবহেলায় তরালে ॥

জগাই মাধাই দু'টি ভাই
কাদা ফেলে মারলো গায়
তারে তো নিলে
আমি পাপী ডাকছি সদায়
দয়া হবে কোন কালে ॥

অহল্যা পাষাণী ছিল
সেও মানুষ হলো চরণ ধূলায়
আমি তোমার কেউ নহি গো
তাই কি মনে ভাবিলে ॥

তোমার নাম লয়ে যদি মরি
দেখবো তবু তোমারই
আর যাবো কোন কূলে
তোমা বই আর কেউ নাই আমার
মূঢ় লালন কেঁদে বলে ॥

১০০

গোপাল আর গোষ্ঠে যাবে না
যারে যা বলাই তোরা সবে যা ॥

কুস্বপন দেখেছি সে যে
গোপাল যেন হারিয়েছে
বনে বনে ফিরছি কেঁদে
খুঁজে পেলাম না ॥

অভাগিনীর আর কেহ নাই
সবে মাত্র একা কানাই
সে ধন হারা হইয়ে বলাই
কিসের ঘর কন্না ॥

বনে আছে অসুরের ভয়
কখন যেন কি দশা হয়
দিবা রাতে তাইতে সদায়
সন্দেহ মোটে না ॥
দেবেও পবিত্র বচন
শুনে খেদে ঝোরে লালন
কি ছলে তার গমনাগমন
দিশে হলো না ॥

১০১

গুরু বিনে কি ধন আছে
কি ধন খুজিস ক্ষ্যাপা কার কাছে ॥
বিষয় ধনের ভরসা নাই
ধন বলতে হল গুরু গোসাঁই
যে ধনের দিয়ে দোহাই
ভব তুফানে যাবে বেঁচে ॥
পুত্র পরিবার বড় ধন
ভুলেছ এই ভবের ভুবন
মায়ায় ভুল হয়ে অবোধ মন
গুরুধনকে ভাবলি মিছে ॥
কি ধনের কি গুণপনা
অন্তিম কালে যাবে জানা
গুরুধন এখন চিনলি না
নিদানে পস্তাবী পাছে ॥
অমূল্য ধন গুরুধন রে
বুঝালে বুঝিস না হা'রে
সিরাজ শাঁই কয় লালন তোরে
নিতান্ত পেঁচোয় পেয়েছে ॥

১০২

ঘরে বাস করে সে ঘরের খবর নাই।
চার যুগে ঘর তালা আঁটা
চাবি পরের ঠাঁই ॥
কলকাঠি যার পরের হাতে
তার ক্ষমতা কি জগতে
লেনা দেনা দিবারাতে
পরে পরের ভাই ॥
এমনি বেহাত আপন ঘরে
থাকতে রতন হয় দরিদ্রে
তে সে রতন হাত ধরে
আর কোথা পাই ॥
ঘর ছেড়ে ধন বাইরে খোঁজা
বইছে তেমন চিনির বোঝা
না পেলো সেই চিনির মজা
বলদ দেয় ছাই ॥
পর দিয়ে পরে ধরাধরি
সে পরকে বা কই চিনতে পারি
লালন বলে হায় কি করি
না দেখি উপায় ॥

১০৩

ঘরে কি হয় না ফকিরী
কেন হলিরে নিমাই আজ দেশান্তরি ॥
ভ্রমে বারো বসে তেরো

আরও তো হতে পারে কারো
বনে গেলে হয়, সেও তো কথা কয়
মন না হলে নির্বিকারী ॥

মন না মুড়ায়ে কেশ মুড়ালে
তাইতে কি রতন মেলে
মন দিয়ে মন বেঁধেছে যে জন
তারই কাছ সদায় বাঁধা হরি ॥

ফিরে ঘরে চলরে নিমাই
ঘরে সাধলে হবে কামাই
বলে এই কথা কাঁদে শচীমাতা
লালন বলে লীলের বলিহারি ॥

১০৪

চারি চন্দ্র ভাবের ভুবনে
তার দু'টি চন্দ্র প্রকাশ্য হয়
তাই জানে অনেক জনে ॥

যে জানে সে চন্দ্রভেদ কথা
বলবো কি তার ভক্তির ক্ষমতা
সে চাঁদ ধরে পায় চাঁদ অন্বেষণ
সে চাঁদকেও না পায় গুণে ॥

এক চন্দ্রে চার চন্দ্র মিশে রয়
ক্ষণেক ক্ষণেক বিভিন্ন রূপ হয়
ওসে মণি কোঠার খবর জানলে
সকল খবর সেই জানে ॥

ধরতে মূল চন্দ্র কোন জন
প্রবল চন্দ্রের করো অন্বেষণ
দরবেশ শিরাজ শাঁই কয়
দেখরে লালন বিষামৃত মিলনে ॥

১০৫

চাঁদ আছে চাঁদে ঘেরা।
আজ কেমন করে সে চাঁদে
ধরবি গো তোরা ॥

লক্ষ লক্ষ চাঁদ করিছে শোভা
তার মাঝে অমর চাঁদের আভা
ওসে চাঁদের বাজার দেখে
চাঁদ মুড়না লেগে
দেখিস পাছে হবি জ্ঞানহারা ॥

চাঁদের গাছে চাঁদের ফল ধরছে তায়
থেকে থেকে ঝলক দেখা যায়
একবার দৃষ্টি করে দেখি
ঠিক থাকে না আঁখি
রূপেরও কিরণে চমকে পারা ॥

'আলেক' নামে সহজ আজব কুদরতি
রাতে উদয় ভানু দিবসে বাতি
যে জন আলের খবর জানে
দীপ্ত হয় নয়নে
শাঁই লালন বলে সে চাঁদ দেখেছে তারা ॥

১০৬

চেয়ে দেখ্ নারে মন দিব্য নজরে
চার চাঁদে দিচ্ছে ঝলক
সেই মণিকোঠার ঘরে ॥

হলে সেই চাঁদের সাধন
অধর চাঁদ হয় দরশন
সে চাঁদেতে চাঁদের আসন
রেখেছে ফিকিরে ॥

চাঁদে চাঁদে ঢাকা দেওয়া
চাঁদে দেয় চাঁদের খেওয়া
জমিনেতে ফলছে মেওয়া
ঐ চাঁদের সুধা ঝরে ॥

নয়ন চাঁদ প্রসন্ন যার
সকল চাঁদ দৃষ্ট হয় তার
লালন কয় বিপদ আমার
গুরু চাঁদ ভুলেরে ॥

১০৭

চেনো না যশোদা রাণী
গোপাল কি সামান্য ছেলে
ধ্যানে যারে পায় না মণি ॥

এক দিন চরণ ঘেমেছিল
তাইতে মন্দাকিনী হলো
পাপহরা সুশীতল
সে মধুর চরণ দু'খানি ॥

বিরিঞ্চি বঞ্চিত সে ধন
মানুষরূপে এই বৃন্দাবন
জানে যত রসিক সুজন
সে কালার গুণ বাখানি ॥

দেবেরও দুলর্ভ গোপাল
ব্রহ্ম তার হরিল গোপাল
লালন বলে আমার গোপাল
কৃতি গোপাল করলে শুনি ॥

১০৮

চিনবে তারে এমন আছে কোন ধনি ॥
নয় সে আকার, নয় নিরাকার
নাই ঘরখানি ॥

বেদাগমে জানা গেল
ব্রহ্ম যারে দ্বন্দ্ব হলো
জীবেরও কি সাধ্য বলো
তারে চিনি ॥

কত কত মণি জনা
করিয়ে রে যোগ সাধনা
লীলের অন্ত কেউ পেল না
লীলে এমনি ॥

সবে বলে কিঞ্চিত ধ্যানী
গণ্য সে হলো শূলপাণি
লালন বলে কবে আমি
হব তেমনি ॥

১০৯

চাঁদ বলে চাঁদ কাঁদে কেন?
আমার গৌর চাঁদ ত্রিজগতের চাঁদা
চাঁদে চাঁদ ঘেরা ঐ আভরণে ॥

গৌর চাঁদ শ্যাম চাঁদেরই আভা
কোটী চন্দ্র জিনি শোভা
রূপে মণির মন করে আকর্ষণ
ক্ষুধা শান্ত সুধা বরিষণে ॥

গোলকেরই চাঁদ গোকুলের চাঁদ
নদিয়ার গৌরাঙ্গ সেই পূর্ণ চাঁদ
আর কি আছে চাঁদ, সে আর কেমন চাঁদ
আমার ঐ ভাবনা মনে মনে ॥

লয়েছি এই গলে গৌর চাঁদের ফাঁদ
আরও শুনি আছে পরম চাঁদ
থাক সে চাঁদের গুণ, কেঁদে কয় লালন
আমার নাই উপায় চাঁদ গৌর বিনে ॥

১১০

চাঁদ চকোর রঙমহল ঘরে
থেকে থেকে ঝলক দিচ্ছে সদায়।
দেখলে সেহি চাঁদ সফল হয়
আত্মতত্ত্ব ঢুঁড়ে দেখো না হৃদয় ॥

তিথি যোগ ধরা প্রতি মাস অন্তে
যুগল মিলন চাঁদে চাঁদে
তাহে আভরণ সুধার বরিষণ
ক্ষুধার নিবারণ হয় যে সুধায় ॥

মণিরও মহলে যে লীলে খেলা
বলিতে আকুল হয় যায় না বলা
অরসিক জনে বলিলে কি জানে
মণিচন্দ্রে স্বর্গচন্দ্র উদয় ॥

আত্মতত্ত্বে যার পড়েছে নজর
পাতালে সে পায় আসমানের খবর
সিরাজ শাঁই বলে আপন ঘর ভুলে
লালন ভেঁড়ে কেন দূর ধায় ॥

১১১

ছার মানে মজে কৃষ্ণধনকে চেন না
থাক থাক ওগো প্যারী
দুদিন বই যাবে জানা ॥

কৃষ্ণরে কাঁদালে তুমি
সে কাঁদিবে তত
ধারণ সুজন চিরদিনত
প্রচলিত আছে কিনা ॥

যখন বলবে কোথা হরি
এনে দে গো সহচরী
এখন যে সাধিলাম প্যারী
তা কি মনে জান না ॥

বাড়াবাড়ি হৈলে ক্রমে
কু ঘটিতে আটক নাই কর্মে
লালন বলে পাষাণ ঘামে
শুনে বৃন্দের বন্দনা ॥

১১২

জানগে রে মন পদ্মনিরূপন।
কোন পদ্মে জীবের স্থিতি
কোন পদ্মে গুরুর আসন ॥

অধঃ পদ্ম ঊর্ধ্ব পদ্ম,
লীলা নিত্য হয় বিকশিত।
যে পদ্মে সাধক বর্ত
সে পদ্ম কেমন বরণ ॥

আড়া পদ্মের কোড়া ধরে
ভৃঙ্গ রতি চলে ফেরে
সে পদ্ম কোন্ দ্বলের 'পরে
বিকশিত হয় কখন ॥

গুরুমুখে পদ্ম বাক্য
হৃদয়ে যার হয়েছে ঐক্য
জানে সে সকল পক্ষ
কহে দীনহীন লালন ॥

১১৩

জান 'বারজখ' ভেদ পড়ে বেলায়েত
অচিনকে চেন গা বারজখ ধরে।
নবুয়তে সব অদেখা তপজপ
বেলায়েত দীপ্ত কার দেখ নজরে ॥

বারজখে যার এবে নাহিক নেহারা
আখেরে শাঁইর রূপ চিনবেনা তারা
এই নবী সরওয়ার বলেছেন বারবার
জানা গেল তার হাদিস মাঝারে ॥

সেই যে প্রমাণ এখানে শুনি
অদেখারে দেখে কেমনে চিনি
যদি চেনা যায় তারও বিধি হয়
আরেক জনকে সত্য বিশ্বাস করে ॥

নবুয়ত বেলায়েত কারে বলা যায়
যে ভজে মুর্শিদ সেই জানতে পায়
লালন ফকীর কয় আরেক ধাঁধাঁ হয়
বস্তু বিনে নামে পেট কই ভরে ॥

১১৪

যে পরশ পরশে পরশ
সে পরশ কেউ চিন্‌লে না

সামান্য পরশের গুণ
লোহার কাছে গেল জানা ॥

পরশমণি স্বরূপ-গোসাই
যে পরশের তুলনা নাই
পরশিবে যেমন তাই
ঘুচিবে জঠর যন্ত্রনা ॥

কুমুরে পোকা পরকে যেমন
ধরায় সে আপন বরণ
সে পরশে জানবেরে মন
তেমনি মত পরশে সোনা ॥

ব্রজের ঐ জলদ কালো
যে পরশে গৌর হলো
লালন বলে মনরে চলো
জানিতে সেই উপাসনা ॥

১১৫

জ্বাল ঘরে চটিলে হয় জাতনাশা
ও তার কিসের আসার আশা ॥
ওসে পোড়া চাড়াকে
চার যুগ মিশায়ে একে
গুরুত্যাগী মন বিবাগী
তার তো ঘটে সেই দশা ॥
হাড়ি কেউ চটে, কেউ রয়
মনে দেখে ধোকা হয়
বুঝি পূর্ব পরে ফ্যারে ফ্যারে
গড়ে শেষতলা ফাঁসা ॥
কেউ কুমোরকে দোষায়
কেউ মাটি খারাপ কয়
অধীন লালন বলে পাগলা ছলে
বোঝা কঠিন 'সাধ ভাষা' ॥

১১৬

যেতে হয়রে কাশী কর্মফাঁসি বাঁধে গলায়
আমি আর কতদিন ঘুরবো এমন
নাগর দোলায় ॥
হলোরে একি দশা সর্বনাশা মনের ঘোলায়
ডুবলো ডিঙ্গা নিশ্চয় বুঝি
জন্ম-নালায় ॥
বিধাতার কি কারসাজি
মনতো পাজি ফেরে ফেলায়
বাও না বুঝে বায় তরণী
ক্রমে তলায় ॥
কলুর বলদ যেমন চালায়
ঢেকে নয়ন পাকে চালায়
লালন প'ল রেমনি পাঁকে
হেলায় হেলায় ॥

১১৭

জানগা মানুষের করণ কিসে হয়
ভুলনা মন বৈদিগ ভোলে রাগের যার রয় ॥
ভাটির স্রোত যার ফেরে উজান
তাইতে কি হয় মানুষের করণ
পরশন না হইলে মন
দরশনে কি হয় ॥
টলোটল করণ যাহার
পরশ গুণ কই মেলে তাহার
গুরু শিষ্য যুগযুগান্তর
ফাঁকে ফাঁকে রয় ॥
লোহা স্বর্ণ পরশ পরশে
মানুষের করণ তেমনি সে
লালন বলে হলে দিশে
জঠর জ্বালা যায় ॥

১১৮

জীব মরে জীব যায় কোন সংসারে
জীবের গতিমুক্তি কে করে ॥
রাম নারায়ণ গৌর হরি
ঈশ্বর গণ্য যদি করি
তারা হলো গর্ভধারী
জীবের ভার আর দেয় কারে ॥

১৬৫

নারীর এত মান ভাল নয় গো কিশোরী
যত সাধ্যের শ্যামের মান বাড়াও ভারি ॥
ধন্য তোর বুকের জোর
ঈশ্বর করে মান জারী
ইহার প্রতিশোধ না নিবেন কি
সেই হরি ॥
ভাবে বুঝিলাম দৃঢ়
শ্যাম হতে মান বড় হলো তোমারই
আঁকো আঁকো রাই দেখিব সব
ভারিভুরি ॥
দেখেছো কে কোথায়
পুরুষকে নারীর পায় ধরায় কোন নারী
রাগে কয় বৃন্দে
লালন কি জানে তারি ॥

১৬৬

নাম সাধন বিফল 'বরজখ' বিনে
এখানে সেখানে 'বরজখ'
মূল ঠিকানা ভেবে দেখ মনে মনে ॥
'বরজখ', ঠিকানা হয় যদি
ভুলাইবে শয়তান গিধি
ধরি রূপ নানান বিধি
চিনবে তখন কিরূপ প্রমাণে ॥
চার ভেঙ্গে তুই হলো পাকা
সেই তুই 'বরজখ' লেখা জোখা
তাতে পলো অবাক ধোকা
তুই দিকে ঠিক করে হয় ধেয়ানে ॥
নৌকা ঠিক নয় বিনে পাতায়
নিরাকারে মন কি দাঁড়ায়
লালন মিছে ঘুরে বেড়ায়
অধর ধরতে চায় 'বরজখ' না চিনে ॥

১৬৭

না পড়িলে দায়েমী নামাজ
সেকি রাজী হয়
কোথায় খোদা কোথায় সেজদা
করি সদায় ॥
বলেছে তার কালাম কিছু
আনতা আবত্ত ফানতারাহু
বুঝিতে হয় বোঝ কেহ
দিন বয়ে যায় ॥
এক আয়েতে কয় তাকাক্কায়ন
বোঝ তার মানে কেমন
কলুর বলদের মতন
ঘোরার কার্য নয় ॥
আঁধার ঘরে সর্প ধরা
আছে সাপ নাই সাপ তাই করা
লালন তেমনি বুদ্ধিহারা
পাগলের ন্যায় ॥

১৬৮

নাম পড়ালাম রসিক ভেয়ে
না জেনে সে রসের ভিয়ান
মরতে হলো গরল খেয়ে ॥

গোসাঁইর লীলা চমৎকারা
বিষেতে অমৃত পোরা
অসাধ্যকে সাধ্য করা
ছুঁলে উঠে ধেয়ে ॥

দুগ্ধে যেমন থাকে ননী
ধেয়ানে বিভিন্ন জানি
সুধা অমৃত রস তেমনি
গরলে আছে ঢাকিয়ে ॥

দুগ্ধে জলে যদি মিশায়
রাজহংস হলে সেই বেছে খায়
লালন বলে আমি সদায়
আমোদ করি জল হাদলিয়ে ॥

১৬৯

পড়রে দায়েমী নামাজ
এদিন হলো আখেরি

মাশুক রূপ হৃদয়ে রেখে
দেল আশেকের বাতি জ্বেলে
কিবা সকালে কি বিকালে
দায়েমীর নাই অবধারি ॥

সালেকের বাহ্ম পানা
মোর জুরী আশক দেওয়ানা
আশেকে দেল করে ফানা
মাশুক বই অন্যে জানে না
আশা ঝুলি লইয়া সে না
মাশুকের করণ ভিখারী ॥

কেফায়া আইন জিম্মি
এই ফরজ জাত নিশানী
দায়েমী ফরজ আদায়
যে করে তার নাই জাতের ভয়
জাত এলাহি ভাবে সদায়
মিশাইয়া জাতের নূরী ॥

আইনের অদেখা তরিক
দায়েমীর 'বরজখে' নিরিখ
সিরাজ শাঁই দরবেশের চরণ
ভেবে কহে ফকীর লালন
দায়েমী নামাজী যে জন
শমন তার আজ্ঞাকারী।

১৭০

পারে কে যাবি নবীর নৌকাতে আয়
রূপ কাষ্ঠের নৌকাখানি
নাই ডুবার ভয় ॥
বে-শরা নায়ে যারা
তুফানে যাবে মারা একই ধাক্কায়
কি করবে তোর বদর গাজী
থাকবে কোথায় ॥

নবি না চেনে যারা
মোহাম্মদ কাফের তারা এই ছুনিয়ায়
ভজনে তার নাই মজুরী
দলিলে সাফ লেখা যায় ॥
যে নবী সেই তো রসুল
তাহাতে নাই কোন ভুল খোদা সে হয়
লালন কয় না এমন কথা
একথা হাদিছে কয় ॥

১৭১

পারো নিহেতু সাধনা করিতে
যাওরে ছেড়ে জরা মৃত নাই যে দেশেতে ॥
নিহেতু সাধক যারা
তাদের সাধন খাঁটী জবান যারা
উপাসনা কাটিয়ে তারা
চলেছে পথে ॥
মুক্তিপদ ত্যজিয়ে সদায়
ভক্তিপদ রেখে হৃদয়
শুদ্ধ প্রেমের হবে উদয়
শাঁই রাজী যাতে ॥
সমঝে সাধন করো ভবে
এবার গেলে আর কি হবে
লালন বলে পড়বি তবে
লক্ষ যোনিতে ॥

১৭২

পড়গে নামাজ ভেদ বুঝে
'বরজখ' নিরিখ না হলে ঠিক
নামাজ তার হয় মিছে ॥
আপনি কেন আপন পানে
তাকাও নামাজে বসে
আত্তাহিয়াতো রুকু সালাম
তাহার প্রমাণ আছে ॥
সুন্নত নফল ফরজ
সফল রেকাত গুনা নামাজে
থাকলে এসব হিসাব কিতাব
বরজখ ঠিক হয় কিসে ॥
শুনে তার ভজনের হুকুম
সাদের করিয়াছে
লালন বলে 'আঁদলা' ইমাম
একতাদা নাই তার পিছে ॥

১৭৩

পিরীত অমূল্য নিধি
বিসয় বিশ্বাস মত করো হয় যদি ॥
এক পিরীত শক্তি পদে
মজেছিল চণ্ডি চাঁদে
জানলে সে ভাব মনকে বেঁধে
ঘুচে যেত পথের বিষাদই ॥

এক পিরীত ভবানীর সনে
করেছিল পঞ্চাননে
নাম রটিল এ ভুবনে
কিঞ্চিত ধ্যানে মহাদেবে সিদ্ধি ॥

এক পিরীত রাধার অঙ্গ
পরশিয়া শ্যাম গৌরাঙ্গ
কয় লালন এমনি সঙ্গ.
সিরাজ শাঁই কয় নিরবধি ॥

১৭৪

পারে কে যাবি তোরা আয়না জুটে
আমার দয়াল চাঁদ হয়েছে নেয়ে
ভবের ঘাটে ॥

হরির নামের তরী যার
রাধা নামের বাদাম তার
ভব তুফান বলে ভয় কি তার
সেই নায় উঠে ॥

নিতাই বড় দয়াময়
পারের কড়ি নাই সে নেয়
এমন দয়াল মিলবে কোথায়
এই ললাটে ॥

ভাগ্যবান যে ছিল
সেই তরীতে পার হলো
লালন ঘোর তুফানে প'লো
তাইতে দোহাই দেই যে বটে ॥

১৭৫

পাগল দেওয়ানার মন কি ধন দিয়ে পাই
বলি আমার আমার আছে কি ধন আমার
সদায় মনে মনে ভাবি তাই ॥

দেহ মন ধন দিতে হয়
সেও ধন তারই আমার তো নয়
আমি জুটে মুট চালাই।
আবার ভেবে দেখি আমিইবা কি
ওগো তাও তো আবার হিসাব নাই ॥
ও সে পাগলা বেটার পাগলা খিজি
নয় সামান্য ধনে রাজি
কোন ভাবে কোন ভাব মিশাই।
পাগলার ভাবনা জেনে যদি শাঁই শ্মশানে
পাগল হয় কি অঙ্গে মাখলে ছাই ॥
ও সে পাগল ভেবে পাগলা হলেন
সেই পাগল কই সরল হলেম
আপন পর তো ভুলি নাই।
অধীন লালন বলে আপনার আপনি ভুলে
ঘটে প্রেম-পাগলের এমনি বাই ॥

১৭৬

পাখি কখন যেন উড়ে যায়
বদ হাওয়া লেগে খাঁচায় ॥

খাঁচার আড়া প'লো খসে
পাখি আর দাঁড়াবে কিসে
ঐ ভাবনা ভাবছি বসে
চমক জ্বরা বইছে গায় ॥

ভেবে অন্ত নাহি দেখি
কার বা খাঁচায় কেবা পাখী
আমারই পিঞ্জরে থাকি
আমারেই মজাতে চায় ॥
আগে যদি যেত জানা
জংলা কভু পোষ মানে না
ওর সাথে প্রেম করতাম না
লালন ফকীর কেঁদে কয় ॥

১৭৭

প্রেম সামান্যেতে কি রাখা যায়
প্রেম মজিলে ধর্মাধর্ম ছাড়তে হয় ॥
দেখরে প্রেমের লেগে
হরি দিলেন দাসখত লিখে
ষড়ৈশ্বর্য ত্যাজিয়ে সে যে
কাঙ্গাল হয়ে ফেরে নদীয়ায় ॥
ব্রজে ছিল জলদ কালো
সে প্রেম কি সামান্য বলো
যে প্রেমের রসিক দয়াময় ॥
প্রেম পিরীতের এমনি ধারা
এক মরণে দুইজন মরা
ধর্মাধর্ম চায় না তারা
লালন বলে প্রেমের রীতি তাই ॥

১৭৮

পারে লয়ে যাও আমায়
অপার হয়ে বসে আছি
ওহে দয়াময় ॥
আমি একা রহিলাম ঘাটে
ভানু সে বসিল পাটে
তোমা বিনে ঘোর সংকটে
না দেখি উপায় ॥
নাই আমার ভজন সাধন
চিরদিন কুপথে ভ্রমণ
নাম শুনেছি পতিতপাবন
তাইতে দেই দোহাই ॥
অগতির না দিলে গতি
ও নামে রহিবে ক্ষতি
লালন কয় অকুলের পতি
কে বলবে তোমায় ॥

১৭৯

পাবে সামান্যে কে তারে দেখা
যার বেদে নাই রূপরেখা ॥
নিরাকার ব্রহ্ম হয় সে
থাকে সদায় অচিন দেশে
দোসর নাইকো তার পাশে
ও যে ফেরে একা একা ॥

সুবে বলে পর মিষ্টি
কারও না হইল দৃষ্টি
বরাতে করিল সৃষ্টি
তাই লয়ে লেখা জোখা ॥
কিঞ্চিত ধ্যানে মহাদেব
সে তুলনা আর কি হবো
লালন বলে গুরু ভাবো
তবে যাবে সকল ধোকা ॥

১৮০

প্যারী ক্ষম অপরাধ আমার
মান তরঙ্গে কর পার ॥
তুমি রাধে কল্পতরু
ভাব প্রেমের রসের গুরু
তোমা বিনে অন্য কারো
না জানি জগতে আর ॥
পূর্বরাগ অবধি যারে
আশ্রয় দিলে 'নৈরাকারে'
অল্প দোষে সেই দাসেরে
ত্যজিলে কি পৌরুষ তোমার ॥
ভাল মন্দ যতই করি
তথা প্রেমদাস তোমারই
লালন বলে মরি মরি
হরির একি ঋণ স্বীকার ॥

১৮১

পাপ ধর্ম যদি পূর্বে লেখা যায়
করমের লিখিত কাজ কারলে
দোষগুণ তার কি হয় ॥
শুনতে পাই সাধ সংস্কার
পূর্বে থাকলে পরে হয় তার
পূর্বে নাই হলো এবার
আর কি তার আশায় ॥
বাদশার আজ্ঞায় দিলে ফাঁসী
ফাঁসীদার তো হয় না দোষী
জীবেরে পাপ করিয়ে কি
শাঁই তার নরক দেয় ॥
কর্মের দোষ কি কাজকে দোষাই
কোন কথাতে গিরা দেই ভাই
লালন বলে আমার বোধ নাই
শুনলে কিবা হয় ॥

১৮২

পুলসুরাতের কথা কিছু ভাবিও মনে
পার হতে অবশ্য একদিন হবে সেইখানে ॥
সে পথে ত্রিভঙ্গ বাঁকা
তাতে হীরার ধার চোখা
ইমান আমান হলে পাকা
তরবে সেই দিনে ॥

বলব কি সে পারের তুক্কর
চক্ষু হবে ঘোর অন্ধকার
কেউ দেখবে না কারো আকার
কে যাবে কেমনে ।।

ফাতেমা নবীর করণ
তার দাওন ভরসা তখন
এমন মেয়ে দোষ লালন
দেখে নে সামনে ।।

১৮৩

প'ড়ো ভূত হয় যে জনা
শোন রে মুনা মুক্তি সে কোন দেশে পায়
'ফয়তা' দিলে ভূত ছেড়ে যায়
পেড়োর দরগায় ।।

মুর্দার নামে ফয়তা দিলে
মুর্দা কি পায় সেখানে গেলে
তবে কেন পিতা পুত্র
দোজখে যায় ।।

মক্কায় শুনি শয়তান থাকে
ভূত হয় নাকি পেড়োর মাঝে
একথা পাগলে বোঝে
এই দুনিয়ায় ।।

মরার আগে ম'লে পরে
আপনার ফয়তা আপনি করে
তবে আখের হতে পারে
লালন তাই কয় ।।

১৮৪

ফের প'লো তোর ফকীরিতে
যে ঘাট মারা ফিকীর ফাকার
ডুবে ম'লি সেই ঘাটেতে ।।

ফকীর ছিল এক নাচাড়ী
অধর ধরে দিতাম বেড়ী
পাস্তানী খোলা দোয়াড়ী
তাই দেখে রেখেছি পেতে ।।

না জানি ফিকীর আটা
শিরেতে পরালাম জটা
সার হলো ভাঙ ধুতরো ঘোটা
ভজন সাধন সব চুলোতে ।।

ফকীরি ফিকীরী করা
হতে হবে জেন্তে মরা
লালন ফকীর পেংটি এড়া
আইট বসে না কোনমতে ।।

১৮৫

ফিকীর ছেড়ে কর ফকীরী
দিন তোর হেলায় হেলায়
হলো আখেরী ।।

ফেরেবী ফকীরি দাঁড়া
দরগা নিশান ঝাণ্ডা গাড়া
গলে বেধে হুড়া মুড়া
শুধু শিরণী খাওয়ার ফিকীরী ।।

আসলে ফকীরি মতে
বাহ্য আলাপ নাই গো তাতে
চলে শুদ্ধ সহজ পথে
অবোধ গোবধের চটক ভারি ॥
নাম গোয়ালা কাজী ভক্ষণ
তোমার দেখি তেমনি লক্ষণ
সিরাজ শাঁই কয় অবোধ লালন
সাধুর কাজে করো জুয়াচুরি ॥

১৮৬

বিনা মেঘে বর্ষে বারি
শুদ্ধ রসিক হলে মর্ম জানে তারই ॥
মেঘ মেঘিতে হয় সৃষ্টির কারবার
তারা সকল ইন্দ্র রাজার আজ্ঞাকারী
সুধা সিন্ধুরসে ইন্দ্র রাজার নয় সে
অধিকারী ॥
নিরস হতে সুরস ঝরে
সবাই কি তা জানতে পারে
শাঁইর কারিগরি
এক বিন্দু পরশে সে জীব অনায়াসে
হয় অমরি ॥
বারিতে হয় ব্রহ্মাণ্ডের জীবন
বারিতে হয় পাপটি মোচন
সিরাজ শাঁই কয় লালন চিনে তার মহাজন
থাক নিহারী ॥

১৮৭

বিদেশীর সঙ্গে প্রেম কেউ ক'রো না
আগে ভাব জেনে প্রেম ক'রো
তাতে ঘুচবে ভব যন্ত্রনা ॥
স্বদেশের মানুষ যদি হয়
মনে করলে পাই সময় সময়
বিদেশী আর জংলা টিয়ে
কখনও পোষ মানে না ॥
নলিনী আর সূর্যের প্রেম যেমন
সেই প্রেমের ভাব নেও রসিক সুজন
তার পথের মাথায় গোল বাধিলে
কারো সাথে কেউ যাবে না ॥
বিদেশীর সঙ্গে ভাব ছিল
ভাবের ভাবে কভু না মিশিবে
অধীন লালন বলে ঠকলে আগে
শেষে কাঁদলে সারবে না ॥

১৮৮

বলি সব আমার আমার কে আমি
তাই চিনলাম না
কারে সুধাই কার কাছে পাই উপাসনা ॥
আমার আমি চিনিনে
কি রূপ আছি কোন খানে

পরেরে আজ কি প্রকারে
যাবে চেনা ।।

ধলা কি কালা বরণ
আছি আমি এই 'ভুবন
কোন দিনে এই নয়নে
দেখলাম না ।।

বারো ভাটী বাঙ্গালায়
'আমি' 'আমি' রব সদায়
লালন বলে কে জানিলে
'আমি'র বেনা ।।

১৮৯

বারি যোগে বারীতা'লা
খেলছে খেলা মন কোমলে ।।
মনের খবর মন জানে না
এ বড় আজব কারখানা
মোহমদে জ্ঞান থাকেনা
হাত বাড়ায় চাঁদ ধরবো বলে ।।

সর্বশাস্ত্রে আছে ঠেকা
মন নিয়ে সব লেখা জোখা
কোথায় মনের ঘর ,দরজা
কোথায় সে মনের রাজা
বয়ে পৃথিবীর বোঝা
আপনার আপনি ভুলে ।।

মন কোমলে বাড়ে শশী
জোয়ার ভাটা দিবানিশি
অমাবস্যা পূর্ণ্যি মাসী
মনের পরে সব কারসাজী
সুধা বরষে রাশি রাশি
মন জানে না সে রূপ নিলে ।।

বারি ভিয়ান যে করেছে
গুরু কৃপা তার হয়েছে
বহিছে কারণ্য বারি
তাহারে অটল বিহারী
লালন বলে মরি মরি
মনেরে বুঝাই কোন ছলে ।।

১৯০

ব্রজের সে প্রেমের মর্ম সবাই কি জানে
শ্যামাঙ্গ হলো গৌরাঙ্গ
সে প্রেম সাধনে ।।

বিশেষ সামান্য রতি
উজান চলে মৃণাল গতি
বিশেষ সাধুতে বাদী
হয় গো সামান্য ।।

প্রেমময়ী কমলিনী রাই
কমলাকান্ত কামরূপ সদাই
কামী প্রেমী এ দুইজনায়
প্রণয় কেমনে ॥

সামান্যে হয় রাই রতি দান
শ্যাম রতি বা কি হয় বিধান
লালন বলে তার কি সম্মান
পায় গুরু বিনে ॥

১৯১.

ব্রজের সে প্রেমের মর্ম সবাই কি জানে
যে ভাবে শ্যাম আছে বাঁধা
গোপীর সনে ॥
গোপী-অনুগত যারা
ব্রজের সে ভাব জানে তারা
নিহেতু ভাবে অধর ধরা
গোপীদের মনে ॥
গোপী বিনে জানে কেবা
শুদ্ধ প্রেমামৃত সেবা
পাপ পুণ্যের জ্ঞান থাকে না
কৃষ্ণ দরশনে ॥
টলে জীব অটলে ঈশ্বর
তাতে কি হয় রসিক শিখর
লালন বলে রসিক বিভোর
আছে সেই রস ধেয়ানে ॥

১৯২

বলরে বলাই তোদের ধরণ কেমন হারে
তোরা বলিস সব রাখাল
ঈশ্বর এই গোপাল
মানিস কইরে ॥
আমারে বুঝাওরে বলাই
তোদের তো সে ভাব কিছু নাই
তোরা ঈশ্বর বলিস যার স্কন্ধে উঠিস তার
কোন বিচারে ॥
বনে যেয়ে বনফল পাও
এঁটো করে গোপালকে দেও
তোদের সে কেমন ধর্ম বল তার মর্ম
আজ আমারে ॥
গোষ্ঠে গোপাল যে দুঃখ পায়
কেঁদে কেঁদে বলে আমায়
লালন বলে তার ভাবুক বোঝা ভার
এ সংসারে ॥

১৯৩

বলগো সজনী আমার কেমন সে গৌর মণি
জগতজনার মন নামে করে পাগলামী ॥
একবার যদি দেখতাম তারে
রাখতাম সে রূপ হৃদয়পুরে
রোগ শোক সব যেত দূরে
শীতল হতো মহাপ্রাণী ॥
মন মোহিনীর মনোহরা
দেখলি কোথা সেই যে গোরা
আমায় লয়ে চলগো তোরা
দেখে শীতল হইল ধনি ॥
নদে'বাসীর ভাগ্যে ছিল
গৌর হেরে মুক্তি পেল
অবোধ লালন ফেরে প'লো
না পেয়ে সে চরণখানি ॥

১৯৪

বলো বলো কে দেখেছ গৌর চাঁদেরে
গৌর গোপীনাথ মন্দিরে গেল
আর তো ফিরে এলো নারে ॥
যার লেগে কূল গেল
সেই আমাদের ফাঁকি দিল
কলংকি নামে প্রকাশ হলো
কি বলগো আজ আমারে ॥
দরশনে দুর্গতি যায়
পরশে পরশ করে নিশ্চয়
হেন চাঁদ হইয়া উদয়
লুকাইল কোন শহরে ॥
শুধু গৌর নয় গৌরাঙ্গ
অন্তরে আছে গৌরাঙ্গ
লালন বলে হেন সঙ্গ
পেলাম না করমের ফলে ॥

১৯৫

বলরে নিমাই বল আমারে
রাধা বলে' আজগুবী আজ
কাঁদলি কেন ঘুমের ঘোরে ॥
সেই রাধার কি মহিমা
কেউ দিতে না পারে সীমা
ধ্যানে যারে না পায় ব্রহ্মা
তুই কিরূপ জানলি সে রাধারে ॥
রাধে তোমার কে হয় নিমাই
সত্য করে বলো আমায়
এমন বালক সময়
এ বোল কে শিখাল তোরে ॥
তুমি শিশু ছেলে আমার
মা হয়ে ভেদ পাই না তোমার
লালন কয় শচীর কুমার
জগত করলে চমৎকারে ॥

১৯৬

বল কারে খুজিস ক্ষ্যাপা দেশ বিদেশে
আপন ঘর খুঁজলে রতন
পায় অনায়াসে ॥
দৌড়াদৌড়ি দিল্লী লাহোর
আপনার কোলে রয় ঘোর
নিরূপ আলেক শাঁই মোর
আত্মরূপ সে ॥
যে লীলা ব্রহ্মাণ্ডের উপর
সেই লীলা ভাণ্ড মাঝার
ঢাকা যেমন চন্দ্র আকার
মেঘের প্যাশে ॥
আপনারে আপনি চিনা
সেই বটে উপাসনা
লালন কয় আলেক বেনা
হয় তার দিশে ॥

১৯৭

বোঝালে বোঝেনা মনোরায়
আইন মত নিরিখ দিতে
বেজার হয় ॥

যা বলিয়ে ভাবে আসা
হলো না তার রতি মাসা
কুসঙ্গে তোর ওঠা বসা
তাইতে মনের মূল হারায় ॥

নিষ্কামী নির্বিকার হয়ে
যে থাকবে সে চরণ চেয়ে
শ্রীরূপ এসে তারে লয়ে
যাবেরে রূপের দ্বারায় ॥

না হলে শ্রীরূপের গত
না জানিলে রসরতির তত্ত্ব
লালন কয় শাঁইয়ের আইন মত
তবে নিরিখ কিসে যায় ॥

১৯৮

বলো দীন দয়াময়
কোন খান্দানে নবিজী মুরিদ হয়
আছে কাদরিয়া চিস্তিয়া নকশবন্দিয়া
মুজাদ্দাদিয়া মুরশীদ কয় ॥

নুরী জহুরী জব্বেরী সাত্তারী
চার পেয়ালা নবী পায়
আবুবকর উমর উসমান
কোন পেয়ালা কারে দেয়

এক চন্দ্র লক্ষ লক্ষ তারা
আসমান ছেয়ে রয়
অমাবস্যা লাগলে চন্দ্র
কোন জায়গায় লুকায়ে রয় ॥

সিরাজ শাঁই কয় অবোধ লালন
নুর পেয়ালা কারে কয়
চেতন মানুষ ধরে
নফী এজবাত নিহাজ করে
জানতে হয় ॥

১৯৯

বেঁজে নারীর ছেলে ম'লো একি হল দায়
মরা ছেলের কান্না দেখে মোল্লাজী ডরায় ॥
ছেলে ম'লো তিন দিন হলো
ছেলের বাবা এসে জন্ম নিল
বাপের জন্ম ছেলে দেখলো
তাতে কি ফল হয় ॥

দাই মেরে ফয়তা করে
নাপিত মেরে শুদ্ধ হয়রে
মোল্লা মেরে কাল্লা কেটে
জানাজা তার দেয় ॥

লালন শাহ্ ফকীরে বলে
দেখলাম মরার ঘাটে মরা ভাসে
মরায় মরা খায় ॥

২০০

ওজনের নিগুঢ় কথা যাতে আছে
ব্রহ্মা ও বেদ ছাড়া ভেদ বিধান সে যে ॥
চার বেদে দিক নিরূপণ
অষ্টবেদ বস্তুর কারণ
রসিক হলে জানে সে জন
আর ঠাঁই মিছে ॥
অপরূপ সে বেদ দেখি
পাঠক তার অষ্ট সখি
খড়ো তত্ত্বে অনুরাগী
সে জেনেছে ॥
ভক্তি রাগ নাস্তি করো
ভক্তি পদ শিরে ধরো
শক্তি সার অশ্রু পড়ো
ঘোর যাক ধুচে ॥
শাঁইর ভজন হেতুশূন্য
ঐ বেদ করি গন্য
লালন কয় ধন্য ধন্য
যে তাই খোঁজে ॥

২০১

ভজো মুরশীদের কদম এই বেলা
যার পেয়ালা হৃদ কোমলা
ক্রমে হবে উজ্জ্বলা ॥
নবীজির খান্দানেতে
পেয়ালা চারি মতে
জেনে নাও দিন থাকিতে
ওরে আমার মন ভোলা ॥
কোথায় আবহায়াত নদী
ধারা বয় নিরবধি
ধরবি সে ধারা যদি
দেখবি অটলের খেলা ॥
এ পারে কে আনিল
ওপার কে নেবে বল
লালন কয় তারে ভোল
কেনরে করে হেলা ॥

২০২

ভবে কে তাহারে চিনতে পারে
এসে মদিনায় তরিক যে জানালে
এ সংসারে ॥
সবে বলে নবী নবী
নবী কি নিরঞ্জন ভাবি
দেল ধরিলে জানতে পারি
আহাম্মদ নাম হলো কারে ॥
তার মর্ম সে না যদি কয়
কার সাধ্য কে জানিতে পায়
তাইতে আমার দীন দয়াময়
মানুষ রূপে ফেরে ঘোরে ॥

নফি এজবাত যে বোঝেনা
মিছে রে তার পড়াশুনা
লালন কয় ভেদ উপাসনা
না জেনে, চটকে মারে ॥

২০৩

ভাবের গোলা আসমানে
মুক্তা মণি বিকি কিনি
মহাজন তার কোনখানে ॥
সে গোলা আছে খোলা
রসের খেলা রাত্র দিনে
ধর্ম দেশী আশ-পৌরাসী
পরশ হয় তার পরশনে ॥
পেলে মন পৈত্রিক সে ধন
বিলায় তারে আপন মনে
করণ কারণে যার সে ধরন
দিচ্ছে পুঁজি তাই জেনে ॥
সে ধনের আশায় যারা
পাহারা দেয় ভাব-ত্রিপিনে
তারা পেয়ে মহাযোগ যায় ভবরোগ
লালন ম'লো মন গুণে ॥

২০৪

ভবে আশক যার লজ্জা কি তার ॥
সে খোঁজে দীনবন্ধুরে
সে খোঁজে প্রাণবন্ধুরে
সে দীনবন্ধু প্রাণসখা
এসে দেখা দেও মোরে
সে না প্রেমের মালা গলে লয়ে
ভাসে সে প্রেমসাগরে
ভাসে সে প্রেমসাগরে
তার নাই কোন গুণ সদায় গুন্ গুন্
অন্তরে ঝরে ॥
ভবে যার হয়েছে নিষ্ঠারতি
তার নাইকো অন্য মতি
সে থাকে সদাই গভীরে
সে থাকে সদাই গভীরে
সে যে গুরুরূপে রূপ মিশায়ে
সদায় তাই নিত্য ॥
ভবে পাচুর নাইকো অন্য আশা
কেবল চরণ ভরসা
থাকে সে ভরসা করে
থাকে সে ভরসা করে
শাঁই লালন বলে ধরবি যদি
ডাক বদন ভরে ॥

২০৫

ভাল জল সেঁচা কল পেয়েছে মুনা
ডুবারু জল পায় সে রতন
তোর কপালে ঢোন ঢোনা ॥
মান সরোবর নামটী তার
লালমতি আছে অপার
তায় ডুবতে পারলে না

আবার ডুবতে যেয়ে খাবি খেয়ে
শুট্‌কো বোবা শেষ খানা ॥
ইন্দ্রদ্বারে কপাট দেয়
সেই বটে ডুবারু হয়
তা নইলে হবে না
আপন ছ্যাদা কাদা খচা
কি অদ্ভুতির কারখানা ॥
জল ছেড়ে নদী শুকায়
কার বা এমন সাধ্য হয়
কেউ পায় পরস খানা
লালন বলে ফিকীর পেলে
যায় সমুদ্দুর লংঘনা ॥

২০৬

মন তোরে আজ ধরতে পারতাম হাতে
দেখতাম তোরে মন কি মুনা
কেমন করে আইল ডেঙ্গাতে ॥
কি কব সে বেহাত আমার
পাই না গুণে তালের সোমার
কোন তালে আমায় নাচাও
কোন পথে ॥
মন সদাই বলো আর ভুলব না
তিলেক তো ঠিক থাকে না
দুষ্ট লালনের দোষ মনা
মজালী আমারে নানান মতে ॥

ক্রমে তনু প'লো ভাটী
আর কবে মন হবে খাঁটী
লালন বলে পারদ কাঠী
বাজ্‌লে অমনি নেচে উঠে তাতে ॥

২০৭

মানুষ ধরো নিহারে রে
মন নয়নে যোগাযোগ করে ॥
নিহারায় চেহারা বন্দী
করোরে করো এ কান্তি
সাড়ে চব্বিশ জেলায় খাটাও
পাক্তি পলাবে সে কোন শহরে
স্বরায় মন দারোগা হয়ে
করো বাতাবন্দী স্বরূপ মন্দিরে ॥
স্বরূপে আসন যাহার
পবন ও হিল্লোলে বিহার
পক্ষ অন্তরে দেখো এবার
দিব্য চক্ষু প্রকাশ করে
দুই পক্ষেতে খেলছে খেলা
নরনারীর রূপ ধরে ॥
অমাবস্যায় পূর্ণ মাসী
তাহে মহাযোগ প্রকাশি
ইন্দ্র চাঁদ বাই বরুণ আদি
সে যোগে বঞ্চিত আছেরে
সিরাজ শাঁই বলেরে লালন
মানুষ সাধ প্রেম নীরে ॥

২০৮

মনে না দেখলে নিহাজ করে
মুখে পড়লে কি হয়
মনের ঘোরে কেশের আড়ে
পাহাড় লুকায় ॥
আহামদ নামে হাদি
মিম হরফটী নফি দেখায়
মিম গেলে সে কি হয়
দেখো পড়ুয়া সবায় ॥
আহাদ আর আহামদ
এক লায়েক সে মর্ম কে পায়
আকারে ছেড়ে নি-আকারে
সেজদা কি দেয় ॥
জানাইতে ভজন-কথা
তাইতে খোদা অলিরূপ হয়
লালন গেল ঘোলায় পড়ে
দাহিরের ন্যায় ॥

২০৯

মুরশীদের ঠাঁই নে নারে তার ভেদ বুঝে
এ দুনিয়ায় সিনায় সিনায়
কি ধন নবী বিলায়েছে ॥
কুতর্ক কু-স্বভাবী
তারে ভেদ বলে নি নবী
ভেদের ঘরে দিয়ে চাবি
সরার কথা বুঝায়েছে ॥
নেকতন বান্দারা যত
ভেদ পেলে আওলিয়া হতো
নাদানেরা শুল চাবিতো
মনসুর তার সাবুত আছে ॥
তসবীর হুসিনী যার নাম
তাই পড়িয়া মুসল্লি কালাম
আছে ভেদ ইসারায় লেখা তামাম
ফকীর লালন কয়না মিছে ॥

২১০

মরি রে এক ‘বেহাদ’ বটে
হাওয়ায় ফাঁদ পেতেছে
দেখলে হয় চমৎকার প্রাণ বাঁচা ভার
বাঁধিলে সেই ফাঁদে ॥
বলবো কি সেই ফাঁদের কথা
কাগমারিতে কামান পাতা আর গুণ হয়েছে
ব্রহ্মা বিষ্ণু নর নারায়ণ
বাঁধিল সেই ফাঁদে ॥
পেতে রে সেই ফাঁদের তোয়া
বেহাদ বেটা দিচ্ছে খেওয়া
লোভের চার খাটিয়ে
কত কামী লোভী পড়ছে ধরা
চার খাইবার আশে ॥

সিরাজ শাঁই কয় অর্থবচন
জন্ম মৃত্যু ফাঁদ রে লালন
এড়াবি কেমনে ॥
যে জন জ্যান্তে মরে খেলতে পারে
সেই সে যাবে সেরে ॥

২১১

মনরে কবে ভবে সূর্যের যোগ হয়
কর বিবেচনা
চন্দ্রকান্ত যোগ মাহাত্ম্য ভবে আছে জানা ॥
যে জাগে সেই যোগের সাথে
অমূল্য ধন পাবে হাতে
ক্ষুধা তৃষ্ণা যাবে তাতে
এমন ধন খুঁজলে না ॥
চন্দ্রকান্তি সূর্যকান্তি
তারা ধরে আছে আলেক পন্থী
যুগল গত হয় একান্তি
পাবি উপাসনা ॥
অখণ্ড উদ্ভব রতি
রসিকের প্রাণ রসের প্রতি
লালন ভেবে কয় সম্প্রতি
দেহ খুলে দেখোনা ॥

২১২

মানুষ তত্ত্ব যার সত্য হয় মনে
সেকি অন্য তত্ত্ব মানে ॥
মাটীর ঢিপি কাঠের ছবি
ভূত ভবিষ্যত দেবাদেবী
ভোলে না সে এসব্ রূপী
মানুষ ভজে দিব্যজ্ঞানে ॥
জোরোই সোরোই লোলা ঝোলা
পেঁচো পাঁচি এল ভোলা
তাতে নয় সে ভুলনেওয়ালা
যে জন মানুষ রত্ন চেনে ॥
ফেয়ো ফেঁপী ফ্যাকাসা পারা
ভাকা ভূকোয় ভোলে তারা
ফকীর লালন তেমনি চটামারা
ঠিক দাঁড়ায় না একখানে ॥

২১৩

মুরশীদ জানায় যারে সেই জানিতে পায়
জেনে শুনে রাখে মনে সেকি কারো কয় ॥
নিরাকার রয় অচিন দেশে
আকার ছাড়া চলে না সে
নিরন্ত শাঁই অন্ত যার নাই
যা ভাবে তাই হয় ॥
মুন্শী লোকের মুন্শীগিরী
আমি কি তাই জানতে পারি
আকার নাই যার 'বরজখ' কার
বলে সর্বদাই ॥
নূরেতে কুল আলম পয়দা
আবার কয় পানির কথা
নূর কি পানি বস্তু জানি
লালন ভাবে তাই ॥

২১৪

মানুষ ভজনে সোনার মানুষ হবি
মানুষ ছেড়ে ক্ষ্যাপা রে তুই মূল হারাবি ॥
দ্বিদলের মৃণালে
সোনার মানুষ উজ্জ্বলে
মানুষ গুরুর কৃপা হলে
জানতে পারি ॥
এই মানুষে মানুষ গাঁথা
দেখোনা যেমন আলোকলতা
জেনে শুনে মুড়াও মাথা
যাতে স্বরবি ॥
মানুষ ছেড়ে মনোরে
ধরতে গেলে অধরে
সিরাজ শাঁই কয় লালন
শেষে ঠকে যাবি ॥

২১৫

মনরে আপ্ত তত্ত্ব না জানিলে
ওজন হবে না পড়বি রে গোলে ॥
আগে জানগা কালুল্লা
আনল হক আল্লা
যারে মানুষ বলে
পড়ে ভূত মুনা
হস্‌নে দিন কানা
একবার দেখনা প্রেমনয়ন খুলে ॥
আপনি সেই ফিকীর
আপনি কয় ফকীর
ও সে লীলা ছলে
আপনারে আপনি
ভুলে রব্বানী
আপনি ভাসে আপন প্রেমজলে ॥
লাইলাহা তন
ইল্লাল্লা জীবন
আছে প্রাণ যুগলে
লালন ফকীর কয়
যাবি মন কোথায়
আপনারে আপনি ভুলে ॥

২১৬

মর জেন্দেগীর আগে
দেখে শমন যাক ভেগে ॥
আয় থাকিতে আগে মরা
সাধক যে তার এমনি ধারা
প্রেম-উন্মাদে মাতোয়ারা
সে কি বিধির ভয় রাখে ॥
মরে যদি ভেসে ওঠে
সে তো বেড়ায় ঘাটে ঘাটে
মরে অমনি ডোব শ্রীপটে
বিধির অধিকার ত্যাগে ॥
হায়াতের আগে যে মরে
বাঁচে সে মউতের জেরে
দেখো রে মন হিসাব করে
লালন কয় ডেকে ॥

২১৭

মন তুই কি ভড়ুয়া বাঙ্গাল জ্ঞানছাড়া
সদরে সাজ করছো সদায়
পাছ বাড়ীতে নাই বেড়া ॥

কোথা বস্তু কোথারে মন
চৌকি পাহারা দেও হামেস ক্ষণ
কাজ দেখি পাগার সমান
কথায় যেমন কাঠ ফাড়া ॥

কোন কোণায় কি হচ্ছে ঘরে
একদিনও তা দেখলি নারে
পৈত্রিক ধন তোর গেল চোরে
হলিরে তুই ফোদ তাড়া ॥

পাছ বাড়ি আটানে করো
ঘর চোরারে চিনে ধরো
লালন বলে নইলে তোর
থাকবে না মূল এক কড়া ॥

২১৮

মন আমার আজ প'লি ফেরে
দিনে দিনে পৈত্রিক ধন গেল চোরে ॥

মায়াতে মদ খেয়ে মনা
চিরদিন ঝোঁক ছোটেনা
পাছ বাড়ী তোর উল হলো না
কে কি করে ॥

ঘরের চোরে ঘর মারে মন
যায় না ঘুম জানবি কখন
একদিন দিলে না নয়ন
আপন ঘরে ॥

ব্যাপার করতে এসেছিলি
আসলে বিনাশ হলি
লালন কয় হুজুর গেলি
বলবি কি রে ॥

২১৯

মোর শাঁইয়ের আজব কুদরতি
কে বুঝিতে পারে
আপনি রাজা আপনি প্রজা
এই ভবের পরে ॥

আহাদ রূপ লুকায় হাদী
আহাম্মদী রূপ ধরে
এ মর্ম না জেনে বান্দা
পড়বি ফেরে ॥

বাজীকর পুতুল্যা নাচায়
কথা কওয়ায় আপন তারে
জীব দেহ শাঁই চলায় ফেরায়
সেই প্রকারে ॥

আপনারে চিনবে যে জন
পোঁছরে সে জন ভেদের ঘরে
সিরাজ শাঁই কয় লালন কি আর
বেড়াও ঘুরে ॥

২২০

মনের ভাব বুঝে নবী মর্ম খুলেছে
কেউ ঢাকা দিল্লী হাতড়ে ফেরে
কেউ দেখে কাছে ॥

'সিনা' আর সকিনার মানি
ফাঁকা ফাঁকি দিন রজনী
কেউ দেখে মত্ত কেউ শুনি'
আকাশ ধেয়েছে ॥

সকিনায় সবার কথা
জানাইলে যথা তথা
কারো সিনায় সিনায় ভেদ পুসীদায়
বলিয়া গিয়াছে ॥

নবুয়তে নিরাকার কয়
বেলায়েতে বরজখ দেখায়
অধীন লালন পালা পূর্ণ ধোকায়
এ ভব মাঝে ॥

২২১

মুরশীদের মহৎ গুণ নে না বুঝে
যার কদম বিনে ধর্ম মিছে ॥

যত সব কলেমা কালাম
ঢুঁড়িলে মেলে তামাম
কোরান বিছে
তবে কেন পড়া ফাজেল
মুরশীদ ভজে ॥

যেহি মুরশীদ সেহি তোর মূল
তাহাতে নাই কোন ভুল
একথা দলিলেতে
মুরশীদ খোদা ভাবলে জুদা
তুই পড়বি প্যাঁচে ॥

পদে যার আছে নিহার
ধরিতে পারে অধর
সেই অনায়াসে
সিরাজ শাঁই কয় লালন রে
দেখ আক্কেল বিছে ॥

২২২

মনের কথা বলবো কারে
মন জানে আর জানে মরম
মজেছি মন দিয়ে যারে ॥

মনের তিনটি বাসনা
নদীয়ায় করবো সাধনা
নইলে মনের বিয়োগ যায়না
তাইতে শ্রীদাম এহাল মোরে ॥

কটিতে কৌপীন পরিব
করেতে করঙ্গ নিব
মনের মানুষ মনে রাখব
কর জোগাবো মনের শিরে ॥

সে দায়ের দায় আমার মন
রসিক বিনে বুঝবে কোন জন
গৌর হয়ে নন্দের নন্দন
লালন কয় সে বিনয় করে ॥

২২৩

মন জানো সেই রাগের করণ
যাতে কৃষ্ণবরণ হলো গৌর বরণ ।।
যত কোটী গোপীর সনে
কৃষ্ণ প্রেমরসরঙ্গে
সে যে টলের কার্য নয়
অটল না বলায়
সে আর কেমন ।।
রাধাতে কি ভাব কৃষ্ণের
কি ভাবে বশ গোপী তার
সে ভাব না জেনে
সে সঙ্গ কেমনে
পাবে কোন জন ।।
শুভ্র রসের উপাসনা
না জানিলে রসিক হয়না
লালন বলে সে
নিগুঢ় করণ ব্রজে
অকৈতব ধন ।।

২২৪

মনেরে বুঝাব কত
যে পথে মরণ ও ফাঁসী
সে পথে মন সদায় রত ।।
যে জলে লবণ জন্মায়
যে জলে লবণ গলে যায়
তেমনি আমার মন মনোরায়
মরণ ফাঁসী নিচ্ছে সে তো ।।
চারের লোভে মৎস্য গিয়ে
পড়ে সে চালির উপরে
তেমনি আমার মন ভেয়ে
দিবানিশি হচ্ছে এত ।।
সিরাজ শাঁই দরবেশের বানী
বুঝবি লালন দিন দিনই
শক্তিহারা ভাবুক যিনি
সে কি পাবে গুরুপদ ।।

২২৫

মধুর দেল দরিয়ায় ডুবে করো ফকীরি
ছাড়ো ফিকীরী হলো আখেরী ।।
খোদার তত্ত্ব বান্দার দেল যথা
বলছে কোরানে খোদে খোদ খোদা
আজাজিল হইল খাতা
না বুঝে তার দেল গভিরী ।।
শুনেছি দেহের চৌদ্দ ঘর
চারিতে করিয়া বিচার
'লা' মোকাম আছে তাহার উপর
মওলার নিজ আসন সেই পুরি ।।
দেল দরিয়ায় ডোবে যে জন
আল্খানার ভেদ পায় যে জন
আলে আজব কল দ্বিদলে বারাম
লালন হাত বাড়ায় বাহিরী ।।

২২৬

মরি হায় কি এ ভাব তিনে এক জোড়া
তিনের সেত ত্রিভুবনে মিলনের এক মহড়া ॥
নরনারায়ণ পশু জীব আদি
দুইয়েতে এক মিলন জোড়া চারযুগ অবধি
তিনেতে এক মিলন জোড়া
সেবা কোন যুগের দাঁড়া ॥

তিন মহাজন বসে তিন ঘরে
তিন জনের মন বাঁধা আছে আধা নিহারে
আধা মানুষ ধরবি যদি
ভাঙ্গ দেখি বিধির বেড়া ॥

তিন জনা সাত পন্থীর উপরে
আধা পন্থী আছে ধরা জানগা যা তারে
ফকীর লালন বলে সেহি হলে
মিলবে রে পথের গোড়া ॥

২২৭

মুখের কথায় কি সে চাঁদ ধরা যায়
রসিক না হলে
সে চাঁদ দেখলে অমনি ত্রিজগতে ভোলে ॥
শস্তুরসের উপাসনা
না জানিলে রসিক হয়না
গজমতি গরু চোনা
নানা শস্য যাতে ফলে ॥
মনোমোহিনীর মনোহারা
যে রসে পড়ছে ধরা
জেন্তে পারে রসিক যারা
ওহি মুণ্ডে উভয় বীর হলে ॥
নিগুঢ় প্রেম রসরতি কথা
জেনে মুড়াও মনের মাথা
কেনে লালন ঘুরিস বৃথা
শুদ্ধ সহজ রাগের পথ ভুলে ॥

২২৮

মনচোরারে ধরবি যদি মন
ফাঁদ পাতো আজ ত্রিপিনে
আমাবস্যা পূর্ণিমাতে বারামখানা
সেই খানে ॥

ত্রিপিনের তিরোধারা বয়
ধারা চিনে ধরতে পারলে হয়
কোন ধারায় তার সদায় বিহার
হচ্ছে ভাবের ভুবনে ।

সামান্যে কি যায় তারে ধরা
আট প্রহরি দিতে হয় পাহারা
কখন সে ধারায় মেশে
কখনও রয় নির্জনে ॥

শুক্লপক্ষে ব্রহ্মাণ্ডে গমন
কৃষ্ণপক্ষে যায় নিজ ভুবন
লালন বলে সেরূপ লীলে
দিব্য জ্ঞানী সেই জানে ॥

২২৯

মা তোর গোপাল নেমেছে কালীদ'য়
সে যে বাঁচে এমন রূপ নয় ॥
কালীদয়ে কমল তুলতে
দিলি কেন গোপালকে যেতে
মরে সে সাপের হাতে
বিষ লেগে গোপালের গায় ॥
কাল কুটী কালো নাগ তারা
কালিদয় রেখেছে পোরা
বিষে করলে জারা জারা
বিষ লেগে গোপালের গায় ॥
কংসের কমলের করণ
কালীদয় ম'লো নীলরতন
লালন বলে পুত্রের কারণ
বাঁচবে না যশোদা মায় ॥

২৩০

মনরে সামান্যে কি তারে পায়
শুদ্ধ প্রেম ভক্তির বশ দয়াময় ॥
কৃষ্ণের আনন্দপুরে
কামী লোভী যেতে নারে
শুদ্ধ ভক্তি ভক্তর দ্বারে
সে চরণ কমল নিকটে পায় ॥
বাঞ্ছা থাকলে সিদ্ধি মুক্তি
তারে বলে হেতু ভক্তি
নিহেতু ভক্তির রতি
সবে মাত্র দীননাথের পায় ॥
ব্রজের নিগূঢ় তত্ত্ব গোসাঁই
রূপেরে সব জানালে ভাই
লালন বলে মুরশীদ সাধলে
সেমত রসিক মহাশয় ॥

২৩১

মানুষ লুকাইল কোন শহরে
এবার খুঁজে মানুষ পাইনা তারে
ব্রজ ছাড়ে নদেয় এল
তার পূরবান তর খবর ছিল
এ বার নদে ছাড়ে কোথায় গেল
যে জানো সে বলো মোরে ॥
স্বরূপে যে রূপটী দেখা
যেমন চাঁদের আভা
এমনি মত থেকে কোথা
প্রভু খানিক বারাম দেয় রে ॥
কেউ বলে তার নিজ ভজন .
লয়ে নিজদেশে গমন
মনে মনে ভাবে লালন
এবার সে নিজ দেশ বলি কারে ॥

২৩২

মূলের ঠিক না পেলে সাধন হয় কিসে
কেউ বলেরে শ্রীকৃষ্ণ মূলে
আবার কেউ বলে মূলব্রহ্মা যে ॥

ব্রহ্মা ঈশ্বর দুই তো
লেখা যায় শাস্ত্রমত
উঁচানিচা কিঁ তার এত
করিতে হয় সেও দিশে ॥
কোথা যাই কিবা করি
বলে বেড়াই গোলে হরি
লালন কয় এক জানতে নারি
তাইতে বেড়াই মন ভেসে ॥

২৩৩

মরা গৌর স্বয়ং কার শিক্ষায় বলি
গৌর বলে হরি বলতে
শুনতে পাই তা সকলি ॥
শুধাই কোন জনে বলো
আমি না চাই তুল্য
সে বাক্য হলে অমান্য
কই থাকে গুরু প্রণালী ॥
গুরু বাক্য লঙ্ঘন হলে
আন্দাজী পণ্ডিত হলে
নিকালী ফাঁস বাধবে গলে
জেনে শুনে কেন ভুলি ॥
চৈতন্য চেতন সদায়
জন্ম মৃত তার কিছুই নাই
লালন ভাবে সে মূল কোথায়
কেন বাধাই গোলমালী ॥

২৩৪

মন বুঝি মদ খেয়ে পাগল হয়েছে
জানে না কানছির খবর
রংমহলের নিকাশ নিচ্ছে ॥
ঠিক পাড়ে না কুড় কাঠা
মূল ধরে সত্তর গণ্ডা
অকারণ খাটিয়ে মনটা
পাগলামী প্রকাশ করেছে ॥
যে জমির নাই আড়্যা দিখলতা
কিরূপ কালি করে সেথা
শোনে চোদ্দ পোয়ার কথা
কুড় কাঠা কয় আন্দাজে ॥
কৃষ্ণদাস পণ্ডিত ভাল
কৃষ্ণলীলা সীমা দিল
আর পণ্ডিত চূর্ণ হলো
টুনি এক পক্ষীর কাছে ॥
বামুন হয়ে চাঁদ ধরতে যায়
তেমনি আমার মন মনোরায়
লালন বলে কবে কোথায়
এমন পাগল কে দেখেছে ॥

২৩৫

মুরশীদ রং মহলে সদায় ঝলক দেয়
যার খুলেছে মনের আধার
সেই দেখতে পায় ॥
শত দ্বলে অন্তঃপুরি

আলীপুরে তার কাচারী
দেখিলে সে কারিগরি
হবে মহাশয় ॥
স্বজল উদয় সেই দেশেতে
অনন্ত ফল ফলে তাতে
প্রেম পাতি জাল পাতলে তাতে
অধর ধরা যায় ॥
রতন যে পায় আপন ঘরে
সে কি খোঁজে বাহিরে
না বুঝিয়ে লালন ভেঁড়ে
দেশ বিদেশে ধায় ॥

২৩৬

মুরশীদ ধনি গুণমণি গোপনে র'লো
তারে চেনা না গেলো ॥
চার যুগ যে রয় গোপনে
দেখা নাই কারো সনে
ব্রহ্মা বিষ্ণু না পায় ধ্যানে
মানীগণে পথ হারিয়ে চেয়ে র'লো
নূর নবীকে মেহের করে
আপনি দীদার হলো ॥
ইনজিল তৌরিৎ জব্বুর ফোরকান
কেতাব করলেন সোবহান
কোনটা তার করলে নিশান
তাহার প্রমাণ জগতে আর কি রহিল
সে কখন কোন খেয়ালে থাকে
কিছুই জানা না গেল ॥
সাধুর জবানে শুনি
ধারাতে আছেন ধনি
কথা কয়না গুণমনি
আওয়াজ শুনি চেনা বিষম দায় হলো
ভবে লালন বলে ম'লাম ঘুরে
মানুষ সপ্তসার হলো ॥

২৩৭

মধুর দেল দরিয়ায় যে জন ডুবেছে
সে যে সব খবরের জবর হয়েছে ॥
অগ্নি যেমন ভস্মে ঢাকা
অমৃত গরলে মাখা সেইরূপে আছে
রসিক স্বজন ডুবাইয়া মন
তার অন্বেষণ পেয়েছে ॥
যে স্তনের দুগ্ধ শিশুতে খায়
জোঁকে মুখ লাগলে সে তো রক্ত পায়
ও সে অধমে উত্তম উত্তমে অধম
যে যেমন সে দেখিতেছে ॥
দুগ্ধ জলে মিশালে যেমন
হংসরাজে করে ভক্ষণ সেই দুগ্ধেরে
সিরাজ শাঁই ফকীরে বলে সব ফিকির
লালন ঘুরে বেড়ায় না বুঝে ॥

২৩৮

মে'রাজের কথা শুধাবো কারে
আদমতন আর নিরাকারে
মিল্‌লো কেমন করে ॥

নবী কি ছাড়িল আদমতন
কিবা আদম রূপ হইল নিরঞ্জন
কে বলিবে সে অন্বেষণ
এই অধীনেরে ॥

নয়নে নয়নে বুকে বুক
উভয় মিলে হইয়া কৌতুক
তবে যে দেখলে না শাঁইর রূপ
নবী নজরে ॥

তুণ্ডে তুণ্ড করিল কাহার
সেই কথাটি শুনতে চমৎকার
সিরাজ শাঁই কয় লালন তোমার
বোঝ জ্ঞান দ্বারে ॥

২৩৯

মনের মানুষ খেলিছে দ্বিদলে
যে সৌদামিনী মেঘের কোলে ॥

সে রূপ নিরূপণ হবে যখন
মানুষ ধরা যাবে তখন
এ জনম সফল হবে রূপো দ্বলে ॥

আগে না জেনে দেল উপাসনা
আন্দাজী কি হয় সাধনা
মিছে ঘুরে মরা গোলেমালে ॥

সে মানুষ চিন্‌লো যারা
পরম মহত্ব তারা
অধীন লালন কয় দেখ নয়ন খুলে ॥

২৪০

মন জানে না মনের ভেদ
একি কারখানা
এমনে ও মন করিছে ওজন
কোথা সে মনের বাসা ॥

মন দিয়ে মন ওজন করায়
দুই মনে এক মন লেখে খাতায়
তাইরি ধরে যোগসাধনে
করোগা মনের ঠিকানা ॥

মন এসে মন হরণ করে
লোকে সদায় ঘুম বলে তারে
কত আন্‌কা শহর আন্‌কা লহর
ভ্রমিয়ে দেখায় তৎক্ষণা ॥

সদায় সে মন বাহিরে বেড়ায়
বদ্ধ সে তো রয় না আড়ায়
লালন বলে সন্ধি জেনে
করোগা মনের ঠিকানা ॥

২৪১

মওলা বলে ডাক রসনা
গেল দিন ছাড়ো বিষয় বাসনা ॥

যে দিন শাঁই হিসাব নিবে
আগুন পানির তুফান হবে
এ বিষয় তোর কোথায় রবে
একবার ভেবে দেখো না ॥

সোনার কুঠুরী কোঠারে মন
সোনার খাট পালঙ যেমন
শেষ হবে সব অকারণ
সার এই মাটির বিছানা ॥
ইমান ধন আখেরীর পুঁজি
সে ঘরে দিলে না কুঞ্জি
লালন বলে হারলে বাজি
শেষে কাঁদলে সারবে না ॥

২৪২

ম'লে ঈশ্বর প্রাপ্তি হলো কেন বলে
সেই যে কথার পাই না বিচার
কারো কাছে শুধালে ॥
ম'লে হয় ঈশ্বর প্রাপ্ত
সাধু অসাধু সমস্ত
তবে কেন তপ জপ এত
করে রে জলেস্থলে ॥
যে পঞ্চে পঞ্চভূত হয়
ম'লে তা যদি তাতে মিশায়
ঈশ্বর অংশ ঈশ্বরে যায়
তবে স্বর্গ নরক কারে মিলে ॥
জীবের এই শরীরে
ঈশ্বর অংশ বলি কারে
লালন বলে চিনলে তারে
মরার ফল তাজায় ফলে ॥

২৪৩

মনের মানুষ খেলিছে মণিপুরে (হায়রে)
সে যে ধরার সঙ্গে আছে ধরা
ধর সে অধর রে ॥
তিনশ ষাইট রসের নদী
বেগে ধায় ব্রহ্মাণ্ড ভেদি
সেই নদীতে বাঁধ বাঁধিলে
মানুষ ধরা যায়রে ॥
যখন নদীর হুমা ডাকে
ঐহিক পড়ে বিষম পাকে
কাম কামার এসে তারে
অমনি ধরে যায় রে ॥
লালন বলে রে পাঁচু
বুদ্ধি তোমার নাহি কিছু
বেজাতে রস আশ্রয় দিলে
মাতৃহরণ হয় রে ॥

২৪৪

মানুষ অবিশ্বাসে পাই নারে
সে মানুষ নিধি
এই মানুষে মিলতো মানুষ
কিনতাম যদি ॥
অধর চাঁদের যতই খেলা
সর্ব উত্তম মানুষ লীলা
না বুঝে মন হলি ভোলা
মানুষ বিবাদী ॥

যে অঙ্গের অবায় রব মানুষ
জানো নারে ও মন বেহুস
মানুষ ছাড়া নাঁইক মানুষ
অনাদির আদি ॥

দেখে মানুষ চিনলো নারে
চিরদিন মায়ার ঘরে
লালন বলে এদিন পরে
কি হবে গতি ॥

২৪৫

স্বরূপ রূপে নয়ন দেবে
দেখ্‌বি সে রূপের অরূপ
মরি কেমন সে রূপ ঝলক মারে ॥

স্বরূপ চিনে রূপটি দেখা
সে বড় এক মিথ্যা ধোকা
সাধকের লেখা জোখা
স্বরূপ সত্য সাধন দ্বারে ॥

মনোমোহিনীর মনোহর রূপ
নর পুতায় হেরো সেরূপ
যে দেখো থাকোরে চুপ
বলতে নাঝে যারে তারে ॥

স্বরূপে যার আছে নয়ন
তারে কি ছুঁতে পারে শমন
সিরাজ শাঁই বলছে লালন
তুই রূপ ভুলিলে পড়বি ফেরে ॥

২৪৬

স্বরূপে রূপ আছে গিলটি করা
রূপ সাধন করলো স্বরূপ-নিষ্ঠ যারা ॥

রূপ বললে কি হয় রূপ সাধন
তবে কি আর ভয় ছিলো মন
সে মহারাগের কবল স্বরূপ দ্বারা ॥

শত দ্বল সহস্র দ্বলে
রূপ স্বরূপে ভাটা খেলে
খানিক রূপ রয় নিরালা নিরাকারা ॥

আসবে বলে স্বরূপ মনে
থাক্ গা বসে ভাব ত্রিপিনে
লালন কয় সব মালধনি এ কিনারা ॥

২৪৭

সকলই কপালে করে
কপালের নাপ গোপালচন্দ্র
কপালের নাম গুয়ে গোবরে ॥

যদি থাকে এই কপালে
রত্ন এনে দেয় গোপালে
কপালে বিমতি হলে
দুর্বাবনে বাঘে মারে ॥

কেউ রাজা কেউ হয় ভিখারী
কপালের ফল সবারই
মনের ফেরে বুঝতে নারি
খেটে মরি অনাহারে ॥

যার যেমন মনের করুণা
তেমনি ধন পেয়েছে সে না
লালন বলে ভাবলে হয় না
বিধির কলম আর কি ফেরে ।।

২৪৮

সেই প্রেমগুরু জানাও আমায়
আমার মনের কৈতব আদি
যাতে ঘুঁচে যায় ।।
দাসীকে আজ নিদয় হয়ো না
দেওহে কিঞ্চিত প্রেম উপাসনা
ব্রজের জলদ কালো গৌরাঙ্গ হলো
কোন প্রেম সেধে বাঁকা শ্যাম রায় ।।
পুরুষ কোন দিন সহজ ঘটে
বুনিলে মনের সন্দো যায় মিটে
তবে যে জানি প্রেমের করণী
সহজে সহজে লেনা দেনা হয় ।।
কোন প্রেমে রয় গোপীর দ্বারে
কোন প্রেমে শ্যাম রাধার পায় ধরে
বলো বলো তাই হে গুরু গোসাঁই
দীনের অধিন লালন বিনয় করে কয় ।।

২৪৯

সে ধন কি পড়লে মেলে
হরিভক্তের অধিক কালাকালে ।।
ভক্তের বড় পণ্ডিত নয়
প্রমাণ তারে প্রহ্লাদে কয়
যারে আপনি কৃষ্ণের গোসাঁই
অগ্নির কুণ্ডে বাঁকাইলে ।।
বলোরে একটা পশু বই নয়
ভক্ত হনুমান তারে কয়
রামরূপ সে কৃষ্ণরূপ ধরায়
অভক্তেরে সে দেয়না দেখা ।।
কেবল শুধু ভক্তের সখা
তারে শুধু দেয় গো দেখা
লালন ভেঁড়োর স্বভাব বাঁকা
অধর চাঁদকে রইলো ভুলে ।।

২৫০

শাঁই দরবেশ যারা
আপনাকে ফানা করে
অধরে মিশান তারা ।।
মন যদি আজ হওরে ফকীর
নেও জেনে ফানার ফিকীর
ফানার ফিকীর না জানিলে
ভষ্ মাখা হয় মস্করা ।।
কূপজলে সে সদাজল
পড়িলে সে হয় রে মিশাল
উভয় এক মিশাল উভয় একধারা
তেমনি ফানার করণ রূপে রূপ
মিলন করা ।।
মুরশীদ রূপ আলেক নূরি
এক মনে কেমনে করি দুই রূপে নেহারা
লালন তুই রূপ সাধনে হোসনে যেন
ঠিক হারা ।।

২৫১

ষড় রসিক বিনে কেবা তারে চেনে
যার নাম অধরা
শাক্ত শক্তি বুঝে সে রূপে যে মজে
বৈষ্ণবের বিষ্ণুরূপ নেহারা ॥
বলে সন্ত পন্থীর মত
সন্তরূপ ব্যাক্তিত
রসিকের মন নয় তাতে রত
রসিকের মন রসেতে মগন
রূপ রস জানিয়া খেলিছে তারা ॥
হলে পঞ্চতত্ত্ব জ্ঞানী
পঞ্চরূপ বাখানি
রসিক হলে সেও তো নিলে রূপ শুনি
নিগুন শহরে সাঁইজী মেরা ॥
যে জন ব্রহ্মজ্ঞানী হয়
সেওতো কথায় কয়
না দেখে নাম ব্রহ্ম সার করে হৃদয়
রসিক স্বরূপ রূপ দর্পণে রূপ দেখে নয়নে
লালন বলে রসিক দীপ্ত করো ॥

২৫২

সেই কালাচাঁদ নদেয় এসেছে
সে না বাজিয়ে বাঁশী ফিরতো সদায়
ব্রজাঙ্গনার কুলনাশে ॥
যদি মজবি ও কালার পিরীতি
আগে জানগা উহার কেমন রীতি
উহার প্রেম করা নয় প্রাণে মরা
অনুমানে বুঝেছে ॥
যদি রাজা ও পদে কেউ দেয়
তবে ও কালার মন পাওয়া নাহি যায়
রাধা বলে কানছে এখন
তারে কত কাঁদিয়েছে ॥
ও না ব্রজে ছিল জলদ কালো
জানি কি সাধলে গৌর হলো
অধীন লালন বলে চিহ্ন কেবল
দুই নয়ন বাঁকা আছে ॥

২৫৩

সামান্যে কি সেই প্রেম হবে
গুরু পরশিলে আপনি প্রেম উদয় দিবে ॥
যে প্রেমে রাই হরে কৃষ্ণের মন
অকৈতব সে করণ কারণ
যোগ্য অনুসার মর্ম জানে তার
অযোগ্য পায় কি সে ভাব সম্ভবে ॥
বলবো কি সেই প্রেমের বাণী
কামে থেকে হয় নিষ্কামিনী
শুদ্ধ সহজ রস করিয়া বিশ্বাস
দোহার মন ঝরে দোহার ভাবে ॥
অরুণ কিরণ হয় যেমন
কমলিনীর প্রফুল্ল বদন
অতি অনন্তে দোহার প্রেম একান্তে
লালন কয় রসিকের তেমনি প্রেম ভবে ॥

২৫৪

সরোবরে আসন করে রয়েছে আনন্দময়
জীবন শূন্য সভায় মান্য
স্বয়ং ব্রহ্মা তার মাথায় ॥
চক্ষু আছে নাহি দেখে
তিন মরা একখানে থাকে
পরের মুখ মুখ লাগলে
ডাকলে মানুষ কথা কয় ॥
নাড়ি নাহি পেটটি আছে
কর্ণ নাহি কানে শোনে
হস্তপদ নাই হাতড়ে ফেরে
মানুষ 'লা' মোকামে বাড়াম দেয় ॥
মাথা আছে কথা কয়
মুণ্ড নামায়ে জল খায়
এ কথা না পাওয়া যায়
লালন ফকীর কেঁদে কয় ॥

২৫৫

সে নিমাই কি ভোলা ছেলে ভবে
ভুলেছে ভারতীর কথায়
এমন কথা কেন বলো সবে ॥
যখন ব্রজবাসী ছিলো
ব্রজে সব ভুলাইল
সেই না গোরা নদেয় এলো
দেখো নদের কারো না ভোলাবে ॥
সে আপনি হয়ে কপট ভোলা
ত্রিজগতের মনছলা
কে বোঝে তার লীলা খেলা
বুঝতে গেলে সেই যে ভুলে যাবে ॥
তারে ছেলে বলে যে লোক সকল
সে পাগল তার বংশ পাগল
লালন কয় আমি এক পাগল
গুরুতে বেড়াই গৌর ভেবে ॥

২৫৬

সদায় সে নিরঞ্জন নীরে ভাসে
যে জানে সেই নীরের খবর
নীরঘাটায় তার খুঁজলে পাওয়া
যায় অনায়াসে ॥
বিনা মেঘে নীর বরিষণ
করতে হয় তার অন্বেষণ
যাতে হলো ডিম্বুর গঠন
তাকিয়ে আবিম্ব শম্ভু বাসে ॥
যথা নীরের হয় উৎপত্তি
সেই আবিম্বে জ্বলবে শক্তি
মিলন হলো উভয় রতি
ভাগলে যখন নৈরাকারে বসে ॥
নিজে নিরঞ্জন অবতার
নীরেতে সব করবে সংহার
সিরাজ শাঁই তাই কয় বারে বার
দেখরে লালন আপ্তুতত্ত্বে বসে ॥

২৫৭

সোনার মানুষ ভাসছে রসে
যে জেনেছে রস পন্থী
সেই দেখতে পায় অনায়াসে ॥
তিনশ যাইট রসের নদী
বেগে ধায় ব্রহ্মাণ্ড ভেদি
তার মাঝে রূপ নিরবধি
ঝলক দিচ্ছে এই মানেষে ॥
মাতা পিতার নাই ঠিকানা
আজগুবী তার আওনা জাওনা
কারণ বারির যোগ বিশ্বাসে ॥
অমাবস্যা চন্দ্র উদয়
দেখোনা যার বাসনা হৃদয়
লালন বলে থাকো সদায়
ত্রিপিনেতে থাকো বসে ॥

২৫৮

সাদা সোহাগিনী ফকীর সাদা যে হয়
তবে কেহ কেহ কেন বেদাত বেদাত কয় ॥
যার নাম সাদা সেই তো গাহাস
কোরানে তার বলছে 'লাহাস'
তা হলে হাদিস কেতাবে
রাগ রাগিনী দেয় ॥
সব গান যদি বেদাত হতো
তবে কি ফেরেস্তায় সে তো
দেখো নবীকে মেহরাজ পথে
নৃত্য গীতে লয় ॥
আদ্‌খোট্টা কোন বাঙালী ভাই
যত গোল বাধায়
গানের ভাব বিশেষে ফল দেবেন শাঁই
লালন ফকীর কয় ॥

২৫৯

সে ভাব উদয় না হলো
কে পাবে অধর চাঁদের বারাম কোনখানে ॥
ডেংরাতে পাতিয়ে আসন
জলে রয় তার কীর্তি এমন
বেদে কি তার পায় অন্বেষণ
রাগের পথ ভুলে ॥
ঘর ছেড়ে ছোল্‌ছাতে বাসা
অপথে তার যাওয়া আসা
তা জেনে তার ভেদ খোলাসা
কথা কি মনে ॥
জলে যেমন চাঁদ দেখা যায়
ধরতে গেলে হাতে কে পায়
লালন তেমনি সাধন দ্বারায়
প'লো গোলমালে ॥

২৬০

শিরনি খাওয়ার লোভ যার আছে
সে কি চেনে মানুষ রতন
তার দরগা তলায় মন মজেছে ॥
সাধুর হাটে সে যদি যায়
তাঁইট বসে না কোন কথায়

মন থাকে তার দরগা তলায়
বুদ্ধি তার পেঁচোয় পেয়েছে।'
প্রতিমা গড়ে ভাস্করে
মূলে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে
গুরু বলে আবার তারে
এমন পাগল কে দেখেছে ॥
মাটীর পুতুল গড়ে নাচায়
আপনি মারে আপনি বাঁচায়
ঠাঁই যেন স্বয়ং হতে চায়
লালন কয় তার সকল মিছে ॥

২৬১

সে তো রোগীর মতন পাচন গেলা হয়
যারে সাধন ভক্তি বলা যায় ॥
উপরোধে কাজ ঢেঁকির মত
গেলা কঠিন হয় একান্ত
তেমনি সাধনে যার নাই মনান্ত
তারি দশা তেমনি হয় ॥
অরুচিতে আহার করা
জানতে নারে সে সব ধারা
পেট ফুলে কাম হয়গো সারা
উচ্ছিষ্ট সাধু তাইরি কয় ॥
মনেরে মন বারেবারে
কত আর বুঝাবো তোরে
লালন বলে ভক্তির জোরে
বন্ধ করো শাঁইকে বিদায় ॥

২৬২

হরি কাঁদে হরিবোলে কেনে
বারি বহে দুই নয়নে ॥
হরি বলে হরি তোরা
নয়নে বয় জলধারা
কি ছলে এসেছে গোরা
এই নদীয়া ভুবনে ॥
মোরা যত পুরুষ নারী
দেখিতে আইলাম হরি
হরিকে হরিল হরি
না জানি সে হরি কোনখানে ॥
গৌরহরি দেখে এবার
কত পুরুষ নাকি ছেড়ে যায় ঘর
সে হরি কি করে আবার
তাই লালন ভাবে মনে ॥

২৬৩

সে কথা কি করার কথা
জানিতে হয় ভাবাদেশে
অমাবস্যা পূর্ণিমা সে
পূর্ণিমা সে অমাবস্যা ॥
অমাবস্যা পূর্ণিমা যোগ
আজব সম্ভবে সম্ভব
জানলে গণ্ডে এ ভবরোগ
তার গতি হয় অখণ্ড দেশে ॥

রবি শশী রয় বিমুখা
মাস অন্তে হয় একদিন দেখা
সে যোগের যোগ লেখা জোখা
সাধনে সিদ্ধি হয় অনায়াসে ॥
দিবাকর নিশাকর সদায়
উভয় অঙ্গে উভয় লুকায়
ইসারাতে সিরাজ শাঁই কয়
লালন তোর হয় না দিশে ॥

২৬৪

সদায় বল দেখি মন লায়লাহা ইল্লাল্লা ॥
আইন ভেজিলেন রসুল আল্লা ॥
লায়লাহা নফি যে হয়
ইল্লাল্লা সেই দীন দয়াময়
নফি এজবাত যাহারে কয়
সেই তো এবাদতউল্লা ॥
নামে রত সহিত রূপ
ধেয়ানে রাখিয়া জপ
বে নিশানায় যদি ডাক
তবে চিনবে কিরূপ কে আল্লা ॥
লা শরিক জানিয়া তাকে
কর জেকের দেলে মুখে
মুক্তি পাবে থাকবে সুখে
দেখবে সেই নূরতে জেল্লা ॥
বলেছেন শাঁই আল্লার নূরি
এ জেকেরের দরজা ভারি
সিরাজ শাঁই তাই কয় ফুকারি
তুই শোনরে লালন বেলিল্লা ॥

২৬৫

সে করণ সিদ্ধি করা সামান্যে কি হয়
সুধা হতে গরল নিতে
আতসে প্রাণ যায় ॥
গানার কাছে নাচায় বেঙ্গা
সে ভারি আজব রোঙ্গা
রসিক যদি হয় সে ঘোড়া
তারে আপনি ধরে খায় ॥
ধন্বন্তরী গুণ শিখিলে
মদন না তা কোন কালে
সে গুণ তার উলটায়ে ফেলে
মস্তকে দংশায় ॥
নিতান্ত যে অনুরাগী
জেন্তে মড়া ভড়ং ত্যাগী
লালন কয় হয় রসিক যদি
সে তো আমার কার্য নয় ॥

২৬৬

শাঁইর লীলা বুঝবি ক্ষ্যাপা কেমন করে
লীলার যার নাইরে সীমা
কোন ছলে কোন রূপ ধরে ॥
গঙ্গায় গেলে গঙ্গামর হয়
গর্তে গেলে কূয়াজল হয়
বেদবিচারে

শাঁই আমার তেমনি ধারা
জানায় পাত্র অনুসারে ॥
আপনে ঘুরায় আপনি ঘুরি
আপনি করেন রসের চুরি
ঘরে ঘরে
আপনি করেন ম্যাজেষ্টারি
শাঁই আপন পায়ে বেড়ী পরে ॥
একরূপ অনন্ত রূপ হয়
তুমি আমি নামে বেওরা
ঘরে ঘরে
লালন বলে আমি কি রে
তাই জানলে ধাঁধাঁ যেত দূরে ॥

২৬৭

সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে
লালন বলে জাতের কি রূপ
দেখলাম না এ নজরে ॥
সুন্নত দিলে হয় মুসলমান
নারীর তাতে কি হয় বিধান
বামুন চিনি পৈতার প্রমাণ
বামনি চিনি কিসেরে ॥
কেউ মালা কেউ তসবি জপে
তাই তোর জাতি ভিন্ন বলে
যাওয়া কিম্বা আসার কালে
জাতের চিহ্ন রয় কারে ॥
জগৎ বেড়ে জাতের কথা
শ্রবণ করি যথা তথা
লালন বলে জাত ক্যাঁথা
ডুবায়েছি সাদ বাজারে ॥

২৬৮

সময় গেলেরে মন সাধন হবে না
দিন ধরিয়ে তিনের সাধন
কেন জানলে না ॥
জানো না মন খালে বিলে
মীন থাকে না জল সুখালে
কি হয় বাঁধাল দিলে
শুখ্না মহলা ॥
অসময় কৃষি করে
মিছে মিছে খেটে মরে
গাছ যদি হয় বীজের জোরে
ফল ধরে না ॥
অমাবস্যায় পূর্ণিমা হয়
মহাযোগ সে দিনে উদয়
লালন বলে তার সময়
দণ্ডকও বয় না ॥

২৬৯

সকল দিক ধর্ম আমার বোষ্টমী
ইষ্ট ছাড়া কষ্ট নাই মোর
ঐটা ছাড়া নষ্টামী ॥
কেমন সুখ ভাত রাঁধা, জল আনা
তাই কেন কেউ করে দেখো না

ঝুটো মুখের কথায় মন্ত্র দিয়ে
ইষ্ট গোসাঁইর ফষ্টামী ॥
বোষ্টমী দেয় শীতের ক্যাঁথা
তখন ইষ্ট গোঁসাই রয় কোথা
কোন কালে পরকাল হবে
তাইতে ভজ্‌বো গোস্বামী ॥
বোষ্টমী গুণ বিষ্টু জানে
আর জানা যায় বেদ পুরাণে
লালন কয় বোষ্টমী রতন
হেঁসেল ঘরের শালগ্রামী ॥

২৭০

সাধুর চরণধূলি মোর লাগবে গায়
হয়ে আছি আশা-সিন্ধুর
কূলে সদায় ॥
চাতক যেমন মেঘের জল বিনে
আছে আছর নিশি মেঘ ধেয়ানে
তৃষ্ণা নাই মৃত্যুগতি জীবনে
সেই দশা আমায় ॥
ভজন সাধন আমাতে নাই
কেবল মহৎ নামের দেই দোহাই
নামের মহিমা জানতেন শাঁই
পাপীর হস্ত সদয় ॥
শুনেছি সাধুর করুণা
সাধুর পরশ পরশিলে হয় গো সোনা
বুঝি আমার ভাগ্যে হলো না
লালন কেঁদে কয় ॥

২৭১

সামান্য জ্ঞানে কি মন তুই পারবিরে
বিষ জুদা করিয়ে সুধা রসিকজনা পান করে ॥
দেখাদেখি মন কি ভাবো
সুধা খেয়ে অমর হবো
পারো যদি ভালই ভাল
নইলে লেঠা বাধবেরে ॥
কতজনা সুধায় আমায়
ফণীর মুখে হাত দিতে চায়
বিষের আতস লেগে গায়
মরণ দশা ঘটায় রে ॥
অহি মুণ্ডে উভয় যদি
হিংসা ছেড়ে হয় পিরীতি
লালন কয় অমূল্য নিধি
সুধা সেধে অমর হয় সে রে ॥

২৭২

শাঁই আমার কখন খেলে কোন খেলা
জীবের কি সাধ্য আছে
গুণে পড়ে তাই বলা ॥
কখনও ধরে আকার
কখনও হয় নিরাকার
কেউ বলে সাকার সাকার
অঙ্গার ভেবে হই খোলা ॥
অবতার অবতার
এত সম্ভব তার

দেখে জগত ভার
এক চাঁদে হয় উজ্জ্বল ।।
ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড- মাঝে
শাঁই চিনে কি খেল আছে
লালন কয় নাম ধরে সে
কৃষ্ণ করিম ও কালা ।।

২৭৩

সে অটল রূপের উপাসনা
সে ভাবে কেউ জানে কেউ জানে না ।।
বৈকুণ্ঠ গোলকের উপর
আছেরে সে রূপের বিহার
কৃষ্ণের কেউ নয়
রাধার পতি সে জনা ।।
স্বরূপ রূপের এই যেন ধরন
দোহার ভাবে টলে দোহার মন
অটলকে টলাতে পারে
কোন জনা ।।
নৈরাকার যা হইতে জন্মে
শক্তিধারা সে আবিম্বে
লালন বলে দিন থাকতে
জানিলে না ।।

২৭৪

সরল হয়ে ভজো দেখি তারে
তোরে যে পাঠাইল এ সংসারে ।।
ধিক ভুলো না মন রসনা
এলে যা করার করে
সেই রূপ করো জোগাও তারো
এ ঈমান ধন দিয়ে রে ।।
দোষে নয়ন দিলেরে মন
সদায় থাকো হুঁশিয়ারে
দ্বিদলে জপো থাকবে না পাপ
আ'সান পাবি হুজুরে ।।
দেখ দিয়া তার হও তালবগার
মুরশীদের বাগ সায় করে
কোথায় কি ধন মিলবে লালন
বিনা আসকের জোরে ।।

২৭৫

শহরে ষোল জনা বোম্বেটে
করিয়ে পাগলপারা
নিল তারা সব লুটে ।।
রাজ্যেশ্বর রাজা যিনি
চোরের শিরোমণি
নালিশ করিব আমি
কোনখানে কার নিকটে ।।
পাঁচজনা ধনী ছিল
তারা সব ফতুর হলো
কারবারে ভঙ্গ দিল
কখন যেন যায় উঠে ।।
গেল ধন মাল নামায়ে
খালি ঘর দেখি জমায়
লালন কয় খাজনারই দায়
কখন যেন যায় লাটে ।।

২৭৬

হায় চিরদিন পুষলাম এক অচিন পাখি
ভেদ পরিচয় দেয় না আমায়
ঐ খেদে ঝরে আঁখি ॥
পাখী বুলি বলে শুনতে পাই
রূপ কেমন দেখি না ভাই
আমি বিষম ঘোর দেখি
চিনতে পেলে চিনে নিতাম
যেতো মনের ঢুকঢুকী ॥
পাখীর নয় দরজা খাঁচাতে
যায় আসে পাখী কোন পথে
চোখে দিয়েরে ভেল্কি
কোনদিন যেন যাবে উড়ে
ধুমা দিয়ে দুই চোখি ॥
ও পাখী চিনতে যদি সাধ করো
সঙ্গী যেয়ে ধরো দেবে দেখায়ে
সিরাজ শাঁই কয় লালন রয়
ফাঁদ পেতে রয় সম্মুখি ॥

২৭৭

হক নাম বলো মন রসনা
যে নাম স্মরণে যাবে যমের যন্ত্রনা ॥
শিয়রে শমন বসে
কোন সময় বাঁধবে কসে
ভুলে রলি বিষয় বিষে
দিশে হলো না ॥
কয়বার যেন ঘুরে ফিরে
মানব জনম পেয়েছো রে
এবার যেন অলস করে
সে নাম ভুলো না ॥
ভবের ভাই বন্ধু
কেউ হবে না সাথের সাথী
লালন বলে মুরশীদ বতি
কর সাবধান ॥

২৭৮

হুজুরে কার হবে রে নিকাশ দেনা
পঞ্চজন আছে ধরে
বেরাদার তার ষোল জনা ॥
মুনশী মৌলভীর কাছে
শুধাইলাম জনম ভরে
মোর গেল না
পরে কয় পরের খবর
আপনার খবর আপনার হয় না ॥
ক্ষিতি জল বায়ু হুতাশনে
যার যার বস্তু সেই সেইখানে
মিলবে সেথায়
আকাশে মিলবে আকার
জানা গেল পঞ্চবেনা ॥
ধড়ের আত্মা কর্তা কারে বলি
কোন মোকামে তার কোথায় গলি
করে আওনা যাওনা
কোন মোকামে লালন ভেঁড়ে
তাও লালনের ঠিক হলো না ॥

২৭৯

হায় কি কলের ঘরখানি বেঁধে সদায়
বিরাজ করে শাঁই আমার ॥
দেখবে যদি সে কুদরতি
দেলু দরিয়ার খবর কর ॥
জলের জোড়া সকল সেই ঘরে
তার খুঁটির গোড়া শূন্যির উপরে
শূন্য ভরে সন্ধি করে
চার যুগে আছে অধর ॥
তিল পরিমাণ জায়গা বলা যায়
আছে সাত শত কুঠরী কোঠা তায়
তার নীচে উপর নয়টি দুয়ার
নয় ভাবে শাঁই দিচ্ছে বার ।
ঘরের মালেক আছে বর্তমান একজন
তারে দেখলি নারে দেখবি আর কখন
সিরাজ শাঁই কয় লালন তোমায়
বলব কি সার কীর্তি আর ॥

২৮০

হাতের কাছে মামলা থুয়ে
আজ কেন মন ঘুরে বেড়াও মন ভেয়ে ।
ঢাকার শহর দিল্লী লাহোর
খুঁজলে মেলে এক ঠাঁয়ে ॥
ধুকা হয়ে মক্কায় যাবি
ধাক্কা খেয়ে যেথাতে ফিরবি
এমনি ভাবে ঘুরতে হবে
দেশের খবর না পেয়ে ॥
গয়া, কাশী, মক্কা, মদিনা
যেন বাহিরে খুঁজে ফাকায় পড়ো না ।
দেহ রতি খুঁজলে পাবে
সকল তেতের ফল তারে ॥
দেখাদেখিরে অবোধ মন আমার
অবিশ্বাসে কোথায় প্রাপ্তি কার
বিশ্বাসে মন নিকটে ধন
লালন ফকীর যায় কয়ে ॥

২৮১

হরদম পড়ো ইল্লাল্লা
আরোপ রাখিবে বরজখ
মনরে ভোলা ॥
মরা কেবা মশা হেদা
হলে দেলের কাটাবে পরদা
রওশনি দেল হবে সর্বদা
ওসে মরা কেবা কয় তরিক বলে
ও তাই জল লে খোলে
রাগের তালা ॥
তরিবের মন জেলে বসে
আরকান আহকাম করো দিশে
ফকীর কায়েম হয় কয় চিজে
ও সে তরিকের কয় মন্‌জিল বলে
যাস্ গা হকিকতে আছে খোলা ॥

সিরাজ শাঁই দরবেশের চরণ
ভেবে কহে ফকীর লালন
দেল্ দরিয়ায় ডুবলে হবে অন্বেষণ
এবার মুরশীদ যারে দয়া করে
তার তরিকের পথ উজ্জ্বলা ॥

২৮২

হাওয়ার ঘরে ডোম পাকরা পরেছে
কি অপরূপ কারখানা
শুদ্ধ হাওয়া কলে আলেক দোমে বলে
হাওয়া নির্বাণ হলে দোম থাকে না ॥
হাওয়া দোমের যে কারগুনি
নিগুঢ় তত্ত্বে শুনি
বলতে ডরাই সে সব অসম্ভব বাণী
লীলে নিত্যকারী
হাওয়া যোগেশ্বরী
হাওয়ার ঘরে দোমের হয় লেনাদেনা ॥
ও সে বাদশা নির্মাণ হাওয়ার
গুণ বলবো কি আর
এক অঙ্গে দোম হলো এক অঙ্গে শুমার
হাওয়া দোম শুমার খেলছে সদাই ঘরে
ও সে হাওয়া শক্তিধরে
যোগে জাগতে পারে
নিগুঢ় করণ কারণ সেই যাবে সেরে
লালন বলে মোর কোলে বিষম ঘোর
হাওয়ায় ফাঁদ পাতিলে যেত সবজানা ॥

২৮৩

রাত পোহালে পাখীটি বলে দে রে খাই
তখন গুরুর কার্য মাথায় রেখে
কি করি কেমনে যাই ॥
এমন পাখী কে পোষে
খেতে চায় সাগর চুষে
আমি কেমনে জোগাই
আমার বুদ্ধি গেলে সাধ্যি গেল
সার হলো রে পেটকো বাই ॥
পাখী সদায় বলে আত্মারাম
নেওরে সুখে আল্লার নাম
আমি যাতে মুক্তি পাই
আবার সে নামে তো হয় না রত
খাবো খাবো রব সদাই ॥
আমি লালন লাল পড়া
পাখীটী আমার সেই আড়া
আমি করি কি উপায়
লালন বলে পেট ভরলে হয়
কি আর ও গুরু গোঁসাই ॥

২৮৪

রসিক নাম ধরিয়ে সোনা
বেড়াও জগত মাতিয়ে
তুমি ভাব জান না ভাবুক রাঙা
ভাঙলিরে মাটি গুতিয়ে
রসিক পাড়ায় গেলে তোমায়
ঘুকসি বলে দেয় গুতিয়ে ॥

পেয়েছো জলছেঁচা এক চাকরি
পরিয়ে ধরি গোড়ে গুড়ি
ছেঁচলে গুরু আখেরি
ও সে রসিক যারা চতুর তারা
আছে হাওয়ায় ফাঁদ পাতিয়ে ॥
না দেয় গুড় নাইরে সোনা খাব্‌রী
কেনে ভুঁ ভুঁ করে বেড়াও উড়ে
হলো না তোর সবুরী
ওরে গেড়ে পোলি চুব্‌শী খালি
তবু উঠিস কুতকুতিয়ে ॥
পিছুটে স্বভাব রে তোর যায় না
ওরে কখন কেবল প্রেমের পাগল
মদন রসে মগ্না
শাঁই লালন বলে স্বভাব গুণে
হলি রে বেজাতিয়ে ॥

২৮৫

রসুলের সব খলিফা কয় বিদায়কালে
গায়েবী খবর আর কি পাবো
আজ তুমি গেলে ॥
মহাফেজ আইন তোমার
বুঝে ওঠে কি সাধ্য কার
কি করিতে কি করি আর
'সহি' না বুঝে ॥
কোরান ভিতরে সেতো
মোকাতিয়াত হরফ কত
মানি কও তার ভাল মতো
ফেলো না গোলে ॥
আহাদ নামে কেন আপি
'মিম' দিয়ে 'মিম' করে নফি
কি তোর মর্ম কও নবীজী
লালন তাই বলে ॥

২৮৬

রাধার গুণ কত নন্দলাল তা জানে না
কিঞ্চিৎ জানলে তো লম্পটভাবে
থাক্‌তো না ॥
করে সে পিরীত নাই সুরীত
করিত ছলনা
বলে যাই সত্য
দেখি অন্য ভাবনা ॥
যদি মন দিলে রাধারে
তবে শ্যাম কুব মারে
স্পর্শ করতো না
এক মন কয় জায়গায় ব্যাকে
তাও তো জানলাম না ॥
চন্দ্রাবলী মত্ত রসরঙ্গে
ভেবে দেখো না
তেমনি আও ভ্রান্ত
শ্যামের যায় জানা ॥

জানসে প্রেম গোকুলে
লইতো খ্যাতা গলে
নদেয় আসতো না
অধীন কয় কল্প এ বিবেচনা ॥

২৮৭

রসুলকে চিনিলে খোদা চেনা যায়
রূপ ভাড়িয়ে দেশ বেড়িয়ে
গেলেন সেই দয়াময় ॥

জনম যার এই মানবে
ছায়া তার প'লো না ভূমে
দেখো দেখি ভাই বুদ্ধিমানে
কে আইল মদিনায় ॥

মাঠে ঘাটে রসুলেরে
মর্মে রইতো ছায়া ধরে
জানতে হয় তাও নিহাজ করে
জীবের কি দরজা হয় ॥

আহাম্মদ নাম লিখিতে
'মিম' হরফ কয় 'নফি' করতে
সিরাজ শাঁই কয় লালন তাতে
দেখরে কিঞ্চিৎ নজির দেয় ॥

২৮৮

রসের রসিক না হলে কেগো জানতে পায়
কোথা সে অটলরূপে বারাম দেয় ॥

শূন্য ঘরে সজ্জা করে
পাতালপুরে শয়ন দেয়
রসিক বেড়ায় ঘুরে
মোর ধাঁধাঁয় ॥

মনচোরা সেই যে নাগর
তলে আসে তলে যায়
উপর উপর খুঁজি
জীব সবায় ॥

মাটি ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠে
আস্‌মানে গা হাত বাড়ায়
পরে সে কাফের
শেষ খানায় ॥

তলে পড়ে তল ধোঁড়ো
তলে সে ফল প্রাপ্ত হয়
লালন কয় ওটা মনের
কার্য নয় ॥

২৮৯

রং মহলে সিঁদ কাটে সদায়
কোথা সে চোরের বাড়ি
ধরতে পারলে সেই যে চোরের
পায়ে দিতাম মনোবেড়ী ॥

সিং দরজায় চৌকীর একজন
অষ্টপ্রহর থাকে সচেতন
কিরূপ ভাবে ভেল্কি মেরে
কোন ঘড়ি করে চুরি ॥

মড় বেড়িয়ে ষোল জন সেপাই
তার এক এক জনার জোরের সীমা নাই
তারাও চোরের টের পেল না
কার হাতে দিবে দড়ি ॥

পিতৃবস্তু ধন সব নিল লুটে
নেংটী ঝাড়া করলে আমারে
লালন বলে একই কালে
চোরের কি হলো আড়ি ॥

২৯০

রাগ অনুরাগ যার বাঁধা আছে তার
সোনার মানুষ আলিঙ্গন হৃদ কমলে ॥
বেদ পুরাণ-আদি রাগের ও যে বাদী
নব অনুরাগী ও তা দেয়রে ফেলে ॥
অনুরাগীর মন সদাতে রত
মণিহারা রূপ ফণীর মত
দেখলে তাহার মুখ হৃদয় বাড়ে সুখ
অঙ্গ পরশিলে প্রেম উজ্জ্বলে ॥

অনুরাগীর নয়ন যে দিকে ফেরায়
পূর্ণচন্দ্ররূপ ঝলক দেখতে পায়
ক্ষণেক হাসে মন ক্ষণেক অচেতন
ক্ষণেক সে যায় ব্রহ্মাণ্ডের উপরে ॥

অনুরাগে সদায় যে করে আশা
অনুরাগে হয় তার দশম দশা
লালন ফকীর বলে অনুরাগ না হলে
কার কোন কার্য সিদ্ধি হয় কোন কালে ॥

২৯১

শুদ্ধ প্রেম না দিলে ভজে কে তারে পায়
ওসে না মানে আচার না মানে বিচার
শুদ্ধ প্রেমরসের রসিক সেই দয়াময় ॥
জানো না মন শুকনো কাষ্ঠে
কবে তার মালঞ্চ ফোঁটে
প্রেম নাই যাই চিতে তেমনি কাষ্ঠে সে
নিজ সুখ জন্য পরপুত বলিদান ॥
সে প্রেমের প্রেমিক যারা
ফণী যেমন মণিহারা
দেয় সে তার মুখ হৃদয়ে বাড়ে সুখ
আমার দয়াল চাঁদ তাহারে থাকে সদায় ॥
যোগীন্দ্র মণীন্দ্র আদি
যোগ সেধে না পায় সে নিধি

প্রেম দিয়ে তারে বাঁধলে গোপীরে
অধীন লালন বলে সে প্রেম কি
ঘটবে আমায় ।।

২৯২

সুমজে করো ফকীরী জানো রে
এবার গেলে আর হবে না পরালি
ঘোরতরে ।।

অগ্নি জৈছে ভস্মে ঢাকা
সুধা আছে তেমনি গরলমাখা
মৈথন দণ্ডে যারে দেখা
বিভিন্ন করে ।।

বিষামৃত আছে মিলন
জানতে হয় তার কি রূপ সাধন
দেখো যেন গরল ভক্ষন
করো না হা'রে ।।

করার করলে আসা যাওয়া
নিরজনে কই রাখলে তাহা
লালন বলে কে দেয় খেওয়া
চিনলে না তারে ।।

২৯৩

শ্যাম হে রাই-কুঞ্জে আর এসো না
এলে ভালো হবে না ॥
গাছ কেটে জল ঢালছো পাতায়
এ চাতুরী শিখলে কোথায়
উচিত ফল পাবে হেথায়
তা নইলে টের পাবে না ॥

করতে চাও শ্যাম নাগরালি
যাও যথা সে চন্দ্রাবলী
এপথে পড়েছে কালি
এ কালি আর যাবে না ॥

কেলে বঁধু জানা গেল
উপর কালো ভিতর কালো
লালন বলে উভয় ভালো
করি উভয় বন্দনা ॥

২৯৪

শুনি অজানা এক মানুষের কথা
প্রভু গৌরচাঁদ মুড়ালে মাথা ॥

হায় মানুষ, কোথায় সে মানুষ
বলে প্রভু হলেন বেহুঁশ
দেখে সব নদীয়ার মানুষ
বলে না তা ॥

কোন মানুষের দায়ে গৌর পাগল
পাগল করলে নদে'র সকল
রাখলে না কারো জেতের বোল
প্রেমে একাকার করলে সেথা ॥

যার চিন্তে জগৎ চিন্তে
তার চিন্তা কার চিন্তে
লালন বলে হলে চিন্তে
কে গো আছে সেহি অচিনতা ॥

২৯৫

শুদ্ধ প্রেমের প্রেমিক যে জন নয়
মুখে কথা কউক বা না কউক
নয়ন দেখলে চিনা যায় ॥
মণিহারা ফণীর মতন
প্রেম রসিকের দুটি নয়ন
কি দেখে কি করে কোন জন
হ'রে কে তার অন্ত পায় ॥
রূপ নয়ন করে খাঁটী
ভুলে যায় তার নাম মন্ত্রটি
চিত্রগুপ্ত তার পাদপুণ্যি
কিরূপে লেখে খাতায় ॥
গুরুজী কয় বারে বারে
শোনরে লালন বলি তোরে
তুই মদন রসে বেড়াস ঘুরে
সে প্রেম মনে কই দাঁড়ায় ॥

২৯৬

লায়লাহা ইল্লাল্লা জেকের মওলার
করো দোম রে দোমেতে ॥
দোমেতে করে নেহাজ আকবরি হজ
হবে তবে দেশ কারাতে ॥
নবীজীর হুকুমে ছারে জারি
কার আছু হবে জেকেরেতে
জেকেরের গুণাগুণ সব মজমুস
লিখিলে বেলায়েতে ॥
দোমে যে করে ধেয়ান
পায় সে সন্ধান মরা কেবা হয় যাহাতে
মোসাবেদা করে হাসেল হয় সে কামেল
হাজের থাকে হুজুরেতে ॥
সাদেকী ইস্‌ক হলে নেস্ত হালে
গুম হয়ে যায় নুরের সাথে
জানি বাতাস যেইসা মেলে তেইসা
'নফি' এছবাতেতে ॥
কামেল মুরশীদ যার হয়
সেই জানতে পায়
আয়নাল হক ফোকারে যাতে
লালন শাঁই দরবেশের চরণ হয় নিরূপণ
দুর্দ্দি না ডুবলি তাতে ॥

২৯৭

সঙ্গনে রূপের বাতি জ্বলছে সদায়
দেখনারে দেখতে যার বাসনা হৃদয় ॥
রতির গিরে ফসকা মারা
শুধুই কথার ব্যবসা করা

তাতে কি হয় সে রূপ নিহারা
মিছে গোল বাঁধায় ॥
যে দিন বাতি নিবে যাবে
ভবের শহর আঁধার হবে
সুখ পাখী সে পলাইবে
ছেড়ে সুখ আলয় ॥

সিরাজ শাঁই বলেরে লালন
স্বরূপ রূপে দেরে নয়ন
হবে রূপের রূপ দরশন
পড়ি সে ধাঁধায় ॥